

A. o.r

2509

A. or. 2509

A. Or.

509

B. Ind. 1791²

History of St Paul
by J. Muir Esq
Bengal Civil Service

শ্রীপোল চরিত্রং

Mur

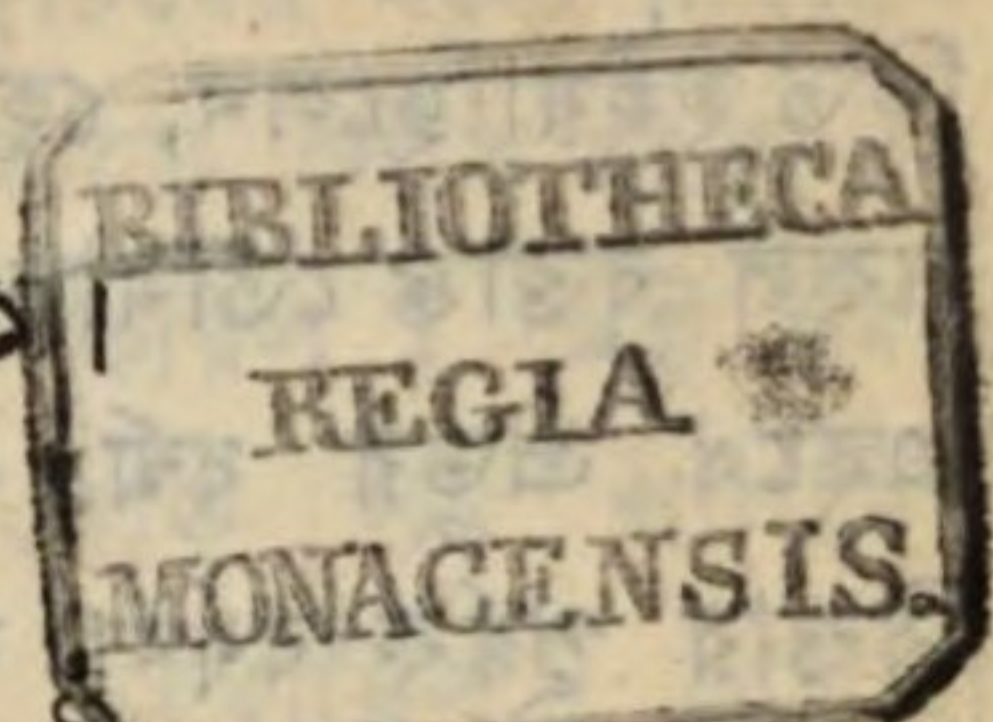
A. or. 2509

[1850]

শ্রীপরমেশ্বরোজয়তি ॥

প্রথম অধ্যায় । ১।

শিষ্যের উক্তি ।



হে গুরো আমি পূর্বে জিজ্ঞাসু হইয়া আপনাকে প্রশ্ন
করাতে আপনি শ্রীযেষু খৃষ্ট সম্বন্ধীয় সচ্চরিত্র বর্ণনা করিয়া-
ছেন এবং পৃথিবী তলে সেই ত্রাণকর্তার ধর্মবৃদ্ধি যে
প্রকারে হয় কথান্তে তাহাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন ।
কিন্তু সেই উত্তর প্রবন্ধের সংক্ষেপোক্তিতে আমার তৃপ্তি
জন্মে নাই, আমি খৃষ্টীয় ধর্ম বৃদ্ধির কথা বিস্তারিত রূপে
শুনিতে বাসনা করি । কোন্ ২ শিষ্য প্রভুকর্তৃক প্রেরিত
হইয়াছিলেন? এবং তাঁহারা কোন্ ২ দেশে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন? আর কি ২ প্রকার ক্রেশ ভোগ করিয়া ধর্ম বিস্তার
করেন? ।

গুরুর উক্তি ।

যে প্রকারে ঈশ্বর পুত্র স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ
হইয়া মর্ত্য লোকের পরিত্রাণার্থ মানব দেহ ধারণ করিয়া
ছিলেন, এবং যে প্রকারে দীন দুঃখির হিতার্থ নানা দিব্য
ক্রিয়া দ্বারা আপনার করুণান্বিত মহা শক্তি প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন, অপর তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ হইয়াও যে প্রকারে
শূলে বিদ্ধ হওত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মনুষ্য জাতির
পাপ ক্ষমার নিমিত্ত আপনার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন,
আর পশ্চাৎ যে প্রকারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হইয়া

নিজ শিষ্যেরদিগকে বারম্বার দশন দিয়াছিলেন এবং অবশেষে যে প্রকারে চল্লিশ দিনের পর সেই শিষ্যগণের সাক্ষাতে স্বর্গারোহণ করত মেঘেতে আচ্ছন্ন হইয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, হে শিষ্য পূর্ব কথোপকথনে আমি এই সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে প্রভুর ধর্ম প্রকাশার্থ নিযুক্ত শিষ্যদিগের চরিত্র বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিব। তাহার মধ্যে পৌল নামক যে শিষ্য দেশদেশান্তরে প্রভুর যশো বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহার কথা বিশেষ রূপে ব্যক্ত করিব। শ্রীযেযু স্বর্গারোহণ করিতে উদ্যত হইয়া যিরূশলেম পুরে নিজ সমীপে সমাগত শিষ্যগণকে আদেশ করত এই কথা কহেন।

শ্রীযেযুর উক্তি।

পবিত্রাত্মা শীঘ্র আসিয়া তোমাদের উপর অবতীর্ণ হইবেন তাহাতে তোমরা অলৌকিক অদ্ভুত শক্তি প্রাপ্ত হইবা। সেই শক্তিতে যুক্ত হইয়া তোমরা স্বদেশে বিদেশে পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত আমার বার্তা প্রচার করিবা।

গুরুর উক্তি।

ঐ সকল শিষ্য এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর বচনানুসারে পবিত্রাত্মার ভাবি অবরোহণ এক চিন্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরে দশ দিন অতীত হইলে সেই শক্তিদাতা পবিত্রাত্মা প্রত্যক্ষ লক্ষণে যুক্ত হইয়া তাহাদের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হইলেন। তখন শিষ্যেরা সকলে সভাতে উপবেশন করিয়া থাকিলে অকস্মাৎ প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় একটা শব্দ তাহাদের কর্ণ গোচর হইল, এবং সেই সভা মধ্যে কএক জিহ্বা বহ্নিময়ীর ন্যায় প্রকাশিত হইয়া

এতোক শিষ্যের উপরে স্থগিত হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ পবিত্রাত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া বিদেশীয় ভাষায় দৈব জ্ঞান লাভ করিল। তৎকালে পবিত্রাত্মা তাহারদের মধ্যে যাহাকে যে ভাষা কহিবার শক্তি দিলেন সে তাহাতে লোক সংহতির সাক্ষাৎ ঈশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় বিদেশ জাত ভূরি ২ যহুদীয় ভক্ত লোক পর্ব পালনের নিমিত্ত যিরূশালেম পুরীতে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা আপন ২ ভাষাতে পরমেশ্বরের সঙ্কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিয়া এবং সঙ্কীৰ্ত্তনকারিরদিগকে তৎক্ষণাৎ ভাষায় অনভিজ্ঞ জানিয়া পরমাশ্চর্যান্বিত হইল। কিন্তু অন্য লোকেরা সেই সকল ভাষার অর্থ না জানাতে শিষ্যেরা মদিরা পান করিয়া প্রলাপ করিতেছে এই বোধ করত উপহাস করিতে লাগিল। পাত্র নামা এক জন প্রধান শিষ্য তাহা অবগত হইয়া চতুর্দিকস্থ লোকদিগকে ঐ দিব্য ঘটনার হেতু এই রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

পাত্রের উক্তি।

পরমেশ্বর তোমাদের নিকটে সিদ্ধ নানা অভূত কর্মের দ্বারা প্রভু যেশুর মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই যেশু ঈশ্বরের অনুমত্যানুসারে দুর্জনের হস্তে সমর্পিত হওয়াতে তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া শূলদণ্ড দ্বারা বধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি জীবনাকর, তাঁহাকে মৃত্যু ধারণ করিতে সমর্থ নহে, ঈশ্বর মৃত্যুর বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন। অতএব প্রভু স্বর্গারোহণ করিয়া স্বীয় উন্নতির ফল স্বরূপ নানা ভাষার এই অভূত জ্ঞান আপনার ভক্তগণকে প্রদান করিলেন। তোমরা যে যেশুকে শূল দণ্ড দ্বারা নষ্ট

করিয়াছ ঈশ্বর তাঁহাকে প্রভুত্ব এবং ত্রাণকর্তৃত্ব পদে অভি-
ষিক্ত করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরুর উক্তি।

তত্ৰত্য লোকেরা এই কথা শুনিয়া ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়া মহা
ত্রাণকর্তার বধে আপনারদের মহাপরাধ স্বীকার করিল
এবং পিত্র প্রভৃতি প্রভুর প্রধান অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা
করিল “হে ভ্রাতৃগণ আমরা দুষ্কর্ম করিয়াছি এখন কি
কর্তব্য?”। পিত্র কহিলেন তোমরা আপনারদের দোষের
নিমিত্ত অনুতাপ কর এবং শ্রীযেযু খৃষ্টের নামে জল সংস্কার
গ্রহণ কর তাহা করিলে তোমরা সকলে পাপ হইতে
মুক্ত হইবা এবং পবিত্র আত্মাতে আবিষ্ট হইবা। পিত্রের
এই উক্তি শুনিয়া তিন সহস্র লোক বিশ্বাস পূর্বক জল
সংস্কার গ্রহণ করিয়া শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হইল।
তৎপরে কোন সময়ে পিত্র এবং যোহন্নি নামে প্রভুর দুই
জন ভক্ত শিষ্য প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের মন্দিরে
গমন করিলেন। সেই নগরে এক ব্যক্তি জন্ম পঙ্গু ছিল
সে ভিক্ষা করণার্থ মন্দির দ্বারে প্রত্যহ উপবিষ্ট থাকিত।
সে উক্ত দুই শিষ্যকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া
কিঞ্চিৎ ভিক্ষা যাক্ৰান্ত করিল তাহাতে ঐ দুই শিষ্য
তাঁহাকে কহিলেন তুমি আমারদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
কর। অনন্তর সে ব্যক্তি কিছু পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহারদের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু পিত্র তাহার প্রার্থিত দ্রব্য-
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে
কহিলেন, আমার স্বর্ণ রৌপ্য নাই কিন্তু অন্য যাহা আছে
তাহাই দান করিতেছি, তুমি শ্রীযেযু খৃষ্টের নামে গাত্রো-

থান করিয়া চল । পের এই কথা বলিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন । সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ চলৎ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া চলিতে লাগিল । তৎকালীন মন্দিরস্থ লোকেরা তাহাকে পঙ্গু জানিত তাহারা ঐ সময়ে তাহাকে চলিতে দেখিয়া পরমাশ্চর্য্য বোধ করিল অনন্তর ভূরিং লোক শিষ্যদিগের নিকট মন্দিরে ধাবমান হইলে পের তাহারদের চমৎকার দেখিয়া এই প্রকার উক্তিকরিলেন ।

পেরের উক্তি ।

তোমরা এই অদ্ভুত কৰ্ম্ম দেখিয়া কেন বিস্ময়ান্বিত হইতেছ এবং আমারদের প্রতিই বা কেন চমৎকার দৃষ্টি করিয়া রহিতেছ । আমরা আপনারদের পুণ্য অথবা শক্তি দ্বারা এই পঙ্গুকে চলৎশক্তি বিশিষ্ট করি নাই । তোমরা যে ঈশ্বর পুত্রকে তিরস্কার এবং বধ করিয়াছ তিনি মৃত্যুর বশ হইতে মুক্ত হইয়া মহোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মহাপ্রভুর নামে বিশ্বাস করিয়া আমরা এই পঙ্গু ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়াছি অন্য কোন প্রকারে করি নাই ।

গুরুর উক্তি ।

ভূরিং লোক যেষু মাহাত্ম্য সূচক পেরোক্ত এই সকল বচন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর নামেতে বিশ্বাস করিল পরে প্রধান যাজকেরা ঐ দুই জন শিষ্য সমগ্র লোককে উপদেশ করিতেছে ইহা শুনিয়া ক্রোধবশতঃ তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিল এবং পর দিবস তাহারদিগকে সভা মধ্যে উপস্থিত করিয়া কহিল “তোমারদের এ প্রকার কৰ্ম্ম করিবার অধিকার কি?” । পের সভাসদ লোকদিগের এই

প্রশ্ন শুনিয়া পবিত্রাত্মাতে পূর্ণ হইয়া নির্ভয়ে প্রত্যুত্তর করিলেন।

পেত্রের উক্তি।

হে দেশাধিপতি মহাশয়েরা তোমরা এই পক্ষুর উদ্দেশে প্রশ্ন করিতেছ যে এ ব্যক্তি কাহার প্রভাবে সুস্থতা প্রাপ্ত হইয়াছে তোমরা যে যেশুকে বধ করিয়াছ এবং ঈশ্বর যাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন তাঁহার প্রভাবে এই পক্ষু সুস্থ হইয়া তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। সেই যেশু ব্যতীত পরিচরণ কর্তা কেহ নাই, এবং তিনি বিনা এই পৃথিবীতলে অন্য কোন নিস্তার কর্তার নাম প্রসিদ্ধ হয় নাই।

গুরুর উক্তি।

প্রধান যাজকেরা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং ঐ দুই জন শিষ্যের সাহস দেখিয়া আর তাহারদিগকে অবিদ্বান জানিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল। এবং যে ব্যক্তি সুস্থ হইয়াছিল তাহাকে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহারা ঐ আশ্চর্য্য কর্মের সিদ্ধি অস্বীকার করিতে পারিল না। অনন্তর তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া ঐ দুই জন শিষ্যকে ছুড় রূপে নিষেধ করিলেক যেন তাঁহারা যেশুর নামেতে লোকদিগের উপদেশ না করেন। শিষ্যেরা বলিষ্ঠ বিপক্ষ-গণের এই নিষেধ শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করত কহিলেন।

শিষ্যদ্বয়ের উক্তি।

আপনারদের শাসন ঈশ্বরের আজ্ঞাপেক্ষা অধিক মান্য কি না এই বিষয় আপনাদের বিবেচনা করা উচিত, শ্রীযেশুর

বিষয়ে আমরা যাহা দর্শন এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারি না।

গুরুর উক্তি।

অনন্তর অধিকারিরা ঐ দুই শিষ্যের প্রতি পুনশ্চ তর্জন করণানন্তর তাহারদের কোন দণ্ড না করিয়া ও তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন কেননা সকল লোকে তাহারদের মহাশচর্য্য কৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ দেখিয়া তন্নিমিত্ত পরমেশ্বরের স্তব করিতেছিল। ঐ দুই শিষ্য মুক্ত হইয়া নিজবর্গীয় জনগণের নিকটে আগমন পূর্বক প্রধান যাজকদিগের সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া যেষু খৃষ্টের সমুদয় অনুচর উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের এই রূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণের উক্তি।

হে প্রভো তুমি আকাশ এবং সমাগরা ধরণা ও তত্রস্থ সকল পদার্থের কর্ত্তা। মহাকবি দাবিদ রাজা তোমার আত্মাতে পূর্ণ হইয়া পূর্বকালে কহিয়াছিলেন “অন্য জাতীয়েরা রুষ্ট হইয়া কেন বৃথা মন্ত্রণা করিতেছে এবং পৃথিবীর শাসন কর্ত্তারা একত্র হইয়া ঈশ্বর ও তাঁহার অভিষিক্ত ভূপতির বিপক্ষে কেন বিরোধ করিতেছে”। প্রাচীন কবি ভবিষ্যৎ দর্শন পূর্বক যে ২ ভাবি বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন হে স্বামিন্ সে সমস্তই আমারদের গোচরে সিদ্ধ হইয়াছে। কেননা এই নগরে পীলাতাদি দুষ্কৃত অধিকারিরা তোমার পবিত্র পুত্র যেশুর বিপক্ষে বিরোধ করিতে সমাগত হইয়াছিল। কিন্তু হে প্রভো ঐ দুর্বল ব্যক্তিরা কেবল তোমার পূর্ব নিরূপিত বিষয় সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এক্ষণে আমারদের বিপক্ষবর্গের তর্জনা অবলোকন কর
এবং তোমার বাক্য প্রচারার্থ আমারদিগকে নির্ভয় কর ।
এবং হে পরেশ্বর আমারদের উক্ত বচনের প্রমাণার্থ
আমারদিগকে আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম সিদ্ধির মহা শক্তি প্রদান
কর ।

গুরুর উক্তি ।

শিষ্যেরা সভাস্থ হইয়া এই রূপ প্রার্থনা করিলে পর যে
স্থানে তাহারা একত্র মিলিত হইয়াছিল তথায় অকস্মাৎ
ভূমিকম্প হইল । অনন্তর শিষ্যগণ পবিত্রাত্মাতে পূর্ণ হইয়া
সাহস পূর্বক ঐশ্বরিক সন্ধাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন ।
পরে পেত্রাদি প্রধান অনুচরেরা সমগ্র লোক সমক্ষে বহু ২
আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম প্রদর্শন করিলেন । অতএব পেত্রের গমন
কালীন তাঁহার ছায়া যেন রোগগ্রস্ত লোকদিগকে স্পর্শ
করে এই নিমিত্ত লোকেরা রুগ্নজনদিগকে পথি মধ্যে
স্থাপন করিতে লাগিল । এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূরি ২ রোগি
লোক যিরূশলেমে আনীত হইয়া শিষ্যগণ দ্বারা সুস্থীকৃত
হইল । মহাযাজক ও তাঁহার দলস্থ লোক তাহা দেখিয়া
ইর্ষ্যাযুক্ত হইয়া শ্রীযেশ্বরের প্রেরিতগণকে ধরিয়া কারাগারে
বদ্ধ করিল । কিন্তু রজনী যোগে প্রভুর দূত স্বর্গ হইতে
কারাগারে আসিয়া কারার দ্বার উন্মোচনপূর্বক প্রেরিত-
গণকে বাহিরে আনিলেন । এবং তাহারদিগকে এই কথা
কহিলেন তোমরা মন্দিরে গমন করিয়া তথায় শ্রীযেশ্বদ্দেশি
সমস্ত বাক্য প্রচার কর । ঐ প্রেরিতেরা স্বর্গীয় দূতের
আদেশানুসারে প্রত্যুষে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ
লোকদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন । কিন্তু প্রধান

যাজক প্রভৃতি বিপক্ষ বর্গ শিষ্যগণের অদ্ভুত যুক্তির বার্তা না শুনিয়া তাহারদিগকে আহ্বান করণার্থ কারাগারে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা কারাগারে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে তাহারদিগকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক এই সংবাদ প্রচার করিল।

দূতগণের উক্তি।

আমরা গিয়া দেখিলাম যে কারাগার রুদ্ধ আছে এবং রক্ষকেরা দ্বারে উপস্থিত আছে কিন্তু কারাগারের মধ্যে কাহাকেও বদ্ধ দেখিলাম না।

গুরুর উক্তি

প্রধান যাজক প্রভৃতি এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল যে এ ব্যাপারের শেষ কি প্রকার হয়। অপর তাঁহারা এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে এক ব্যক্তি মন্দির হইতে আগমন করিয়া এই বৃত্তান্ত আনয়ন করিল।

দূতের উক্তি।

আপনারা যে ব্যক্তিদিগকে কল্য কারালয়ে রুদ্ধ করিয়া-
ছিলেন তাহারা এক্ষণে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া লোক
সমূহকে শিক্ষা দিতেছে।

গুরুর উক্তি।

মহাযাজক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ শিষ্যগণকে
আহ্বানানন্তর সভামধ্যে স্থাপন করিয়া তর্জন করত এই
বাক্য কহিলেন।

মহাযাজকের উক্তি।

আমরা কি পূর্বে তোমারদিগকে ছড় রূপে নিষেধ

করি নাই যে পুনর্বার কখন যেশুর নাম প্রচার করিও না তথাপি তোমরা যেশুর বার্তাতে এই নগর পূর্ণ করিয়া আশারদিগকে তাহার বধের ফলভাগী করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

গুরুর উক্তি।

তখন পাত্র প্রভৃতি প্রেরিত শিষ্য সকল এই প্রত্যুত্তর করিলেন পরমেশ্বরের পবিত্র বিধি মনুষ্যের আত্মপেক্ষা অধিক মান্য। তোমরা যাহাকে শূল দণ্ড দ্বারা হত করিয়াছ ইশ্বর সেই শ্রীযেশুকে পাপ ক্ষমার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য এবং মোক্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমরা সকলেই এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী আছি এবং নানা আশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রদর্শক পবিত্রাত্মাও সাক্ষী আছেন। সভাসদ সকলে এই বাক্য শ্রবণানন্তর কোপে পরিপূর্ণ হইয়া নিজ শাসন অবজ্ঞাকারি ঐ শিষ্যগণের বধ কল্পনা করিল। কিন্তু শেষে এক জন মান্য লোকের কথায় সম্মত হইয়া ঐ শিষ্যদিগকে পূর্ববৎ নিষেধ এবং তাড়না করিয়া ত্যাগ করিল। শিষ্যগণ “যেশুর নিমিত্ত আমরা নিন্দা ভোগ করিবার উপযুক্ত” এই কথা বলিয়া আনন্দ পূর্বক সভা হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নিজ সভামধ্যে এবং মন্দিরে প্রত্যহ শ্রীযেশু সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। অতএব সেই নগরেতে শিষ্যগণের সংখ্যা বহুল ভাবে বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ভূরি ২ যাজক লোকও শ্রীযেশুর মতের আশ্রিত হইল।

সম্প্রতি আর এক জন মহাত্মা শিষ্যের কথা তোমাকে কহিতেছি যিনি শ্রীপ্রভুর নিমিত্ত প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু ভোগ করিয়াছিলেন। সেই সাধু ব্যক্তির নাম স্তিফন তিনি দিব্য

শক্তি সমন্বিত হইয়া সমস্ত লোকের সাক্ষাৎ মহা অভূত কৰ্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন ২ যহুদি লোক তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাঁহার জ্ঞানান্বিত বাক্য খণ্ডন করিতে পারে নাই। অতএব তাহারা তাঁহাকে বল পূর্বক ধরিয়া মহা সভাতে আনিল এবং ঘেষ প্রযুক্ত তাঁহার নামে এই মিথ্যা অভিযোগ কল্পনা করিল।

অভিযোক্তাদের উক্তি।

এই ব্যক্তি সর্বদা পরমেশ্বরের এই পুণ্য মন্দিরের এবং মোস্ম্যক্ত পবিত্র শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকে এবং মুহূর্মুহু কহে যে যেসু শীঘ্র এই পুণ্য স্থান এবং মোসির আদিষ্ট ব্যবস্থা নষ্ট করিবেন।

গুরুর উক্তি।

প্রধান যাজক অভিযোক্তারদের এই বচন শুনিয়া স্বর্গীয় দূতের তুল্য শোভা বিশিষ্ট সাধু স্ত্রিফনকে কহিলেন।

মহাযাজকের উক্তি।

এই সকল অভিযোগকারি লোক তোমাকে যে বিষয়ে অভিযোগ করিতেছে তোমার তদুদ্দেশে স্বপক্ষে উত্তর দেওয়া কর্তব্য।

গুরুর উক্তি।

তখন তিনি নানা প্রস্তাব সংযুক্ত উত্তর দিয়া অবশেষে মন্দিরাসক্ত ঐ সকল লোকের অগ্রাহ্য এই বাক্য কহিলেন।

স্ত্রিফনের উক্তি।

পরমেশ্বর মনুষ্য নির্মিত মন্দিরে বাস করেন না, তিনি স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাদির গ্রন্থে ইহা কহিয়াছেন। যথা “স্বর্গ

আমার সিংহাসন এবং পৃথিবী আমার চরণাসন,
অতএব তোমরা আমার নিমিত্ত কি প্রকার গৃহ নির্মাণ
করিবা। আর আমার বিশ্রাম নিমিত্ত কি প্রকার স্থান
সম্ভব হইবেক? আমি কি স্বয়ং এই সকল বস্তু সৃষ্টি
করি নাই?" । ।

গুরুর উক্তি ।

অনন্তর স্তিফন তাঁহার উক্তি শ্রবণে সভা সকলের ক্রোধ
চিহ্ন দেখিয়া নির্ভয়ে তাহারদিগকে এই তিরস্কার বাক্য
কহিলেন ।

স্তিফনের উক্তি ।

অরে নিরঙ্কুশ এবং মলিন চিত্ত লোক সকল তোমরা
সর্বদা পবিত্রাত্মার বিরোধি হইয়া থাক। তোমাদের
পিতৃগণের যে রূপ আচার ছিল তোমাদেরও সেই
রূপ দুরাচার দেখা যাইতেছে । পরমেশ্বরের আদেশ
প্রকাশক পূর্ব কালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে কখন কাহাকে
তোমাদের পিতৃগণ বাধা দেয় নাই । পূর্বে যে আচার্যেরা
ভবিষ্যৎ পবিত্র প্রভুর বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন
তোমাদের দুই পিতৃগণ তাহারদিগকে বধ করিয়াছিল ।
এবং তোমরাও ভব্যবক্তৃগণ দ্বারা পূর্বোক্ত সেই পবিত্র
প্রভু যেষূকে সম্প্রতি ঘাতুক লোকের হস্তে সমর্পণ করিয়া
বধ করিয়াছ ।

গুরুর উক্তি ।

সভাসদ লোকেরা স্তিফনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
দন্তের ঘর্ষণ দ্বারা আপনারদের মহা ক্রোধ প্রকাশ

করিলেক । কিন্তু ঐ পবিত্রাত্মান্বিত ব্যক্তি স্বর্গের প্রতি উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া ঐশ্বরিক তেজ দর্শন করিলেন এবং যেশূকে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন, আর কহিলেন আমি মেঘ দ্বার মুক্ত দেখিতেছি এবং সেখানে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান মানুষাত্মজ আমার নয়ন গোচর হইতেছেন । সভাসদ লোকেরা এতৎ শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দ করিয়া কর্ণ রক্ত হস্ত দ্বারা রুদ্ধ করত স্তম্ভনকে ধরিতে দৌড়িল । পরে ঐ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির নগরের বাহিরে আনিয়া প্রকাণ্ড প্রস্তরের আঘাতে ঐ নির্দোষ পুরুষকে বধ করিল । ঐ ভক্তিমান্ ব্যক্তি মহাবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া শ্রিয়মাণ অবস্থাতেও এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে “ হে প্রভো যেশূ তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ কর ” । এবং ঐ শান্তাত্মা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “ হে প্রভো আমার বধাত্মক দোষ আমার হত্যাকারি এই সকল লোকেতে আরোপ করিবেন না । ঐ বার্যাবান সাক্ষী প্রভুর নিমিত্ত এই রূপে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়া পরে যেশুর আদ্য সাক্ষী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন অনন্তর বিরোধকারি যহূদিরা যিরূশলেম নগরস্থিত খৃষ্টীয় মণ্ডলীর নানা প্রকার দণ্ড করিয়া বাধা জন্মাইতে লাগিল । তন্নিমিত্ত খৃষ্ট সেবকেরা স্বদেশের নানা স্থলে বিকীর্ণ হইয়া প্রভুর উদ্দেশে সর্বত্র সুসমাচার বিস্তার করিলেন । এবং তাহার পর প্রভুর প্রধান অনুচরেরা “ প্রেরিত ” এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত স্বদেশীয় লোকেরদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাহারদের

উপদেশে অনেক যহুদি লোক আকৃষ্ট হইয়া মহাত্মা
কর্তা খ্রীষেয়ুর ধর্মাশ্রিত হইল। তন্মিন্ন সমগ্র যহুদি
লোকেৱা জ্ঞান চক্ষু নিম্নীলিত হওয়াতে উদিত ত্রাণ
মার্ভণ্ডের পরিচয় পাইল না। ইতি খ্রীষেয়ু খৃষ্ট হস্তা
যহুদীয় লোকদিগের পরাবৃদ্ধি নামে প্রথম অধ্যায়। ১।

অথ দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

শিষ্যের উক্তি।

যহুদিদিগের যিরূশলেম পুরীতে আদৌ খৃষ্টীয় ধর্মের বৃদ্ধি
হইয়াছিল তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। সেই নূতন ধর্ম
কি প্রকারে অন্যান্য দেশে বিস্তার প্রাপ্ত হইল তাহা এক্ষণে
শুনিতে বাসনা করি।

গুরুর উক্তি।

যে মহোৎসাহ প্রেরিত বিদেশেতে বিশেষ প্রকারে খৃষ্টীয়
ধর্ম বিস্তার করিয়াছিলেন আমি এক্ষণে তাঁহার চরিত্র বর্ণন
করিব। যিরূশলেম নগরেতে শৌল নামে এক যুবক ছিল
যিনি নামের পরিবর্তনে পরে পৌল বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।
তিনি যহুদি বংশে উৎপন্ন হইয়া কোন প্রসিদ্ধ গুরুর
শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোসি প্রদত্ত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।
তিনি ফরীষ্য সম্প্রদায়ের সমস্ত মতে পণ্ডিত হইয়া আপ-
নার পৈতৃক ধর্ম শুদ্ধ রূপে পালন করিতেন। এবং সর্বদা
পরমেশ্বরকে মহাভক্তিতে সেবা করিয়া নিজ বুদ্ধানুসারে তাঁহার

উক্ত ধর্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু অবিদ্যা প্রযুক্ত যেশুর প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ না করিয়া তাহার সাধুসেবক দিগকে ধর্ম ভ্রষ্ট বোধ করিতেন। তিনি মনে ২ তাহার-দিগকে সদ্ধর্ম রোধক জ্ঞান করিয়া অনুমান করিতেন যে তাহারদের দণ্ড করিলে ঈশ্বর তুষ্ট হইবেন। অতএব যখন সাধু স্ত্রিফন প্রস্তরাঘাতে হত হইলেন তখন তিনি তাঁহার প্রাণ দণ্ডে সম্মত হইয়া সহকারিতা করিয়াছিলেন। এবং খৃষ্টীয় মণ্ডলীর বিপক্ষতা করিতে অতিশয় উৎসুক হইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকেই কাবাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং যখন প্রধান লোকেরা তাহারদিগকে বধ করণার্থ মন্ত্রণা করিয়াছিল তখন তিনি উন্মত্ত মানস হইয়া তাহারদের কথায় সম্মতি দিয়া-ছিলেন এবং খৃষ্ট ধর্ম উৎপাটন করণার্থ নিরন্তর চেষ্টিত হইয়া ভয়াকুল শিষ্যগণ দ্বারা যেশুর নিন্দা করাইয়াছিলেন। তিনি অবশেষে বিদেশস্থ শিষ্যগণকে ধরিতে উদ্যত হইয়া দমস্ক নামক নগরে গমন করিতে সঙ্কল্প করেন। এবং তথাকার মহুদিরা যেন তাঁহার সহকারিতা করে এতদর্থে প্রধান যাজকের নিকট পত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন কালে স্বীয় অনুচরগণ সহিত তিনি সেই নগরের প্রান্ত্র ভাগে উপস্থিত হইলে তাঁহারদিগের সমক্ষে অকস্মাৎ এক মহাজ্যোতি উদ্ভূত হইতে প্রকাশিত হইল। সে জ্যোতি সূর্যের তেজ অপেক্ষাও দীপ্ত, শৌল তদ্বারা ভূমিতে পতিত হইয়া এই শব্দ শ্রবণ করিলেন যথা “হে শৌল তুমি কেন আমার বাধা করিতেছ”। শৌল ঐ বাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “হে স্বামিন্ আপনি কে? তাহাতে এই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন ‘তুমি যে যেশুর বাধা করিতেছ আমি সেই’। তখন

তিনি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন “হে মহা স্বামিন্ আমি কি করিব”? তাহাতে তিনি মহা প্রভুর এই আদেশ প্রাপ্ত হইলেন ।

শ্রীযেশুর উক্তি ।

তুমি গাত্রোথান করিয়া এই নগরে গমন কর, সেখানে তোমার কর্তব্য বিষয়ে স্পষ্ট আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা ।

গুরুর উক্তি ।

শৌলের সমভিব্যাহারি গণ আলোক দেখিতে এবং বাক্য শ্রবণ করিতে পাইল কিন্তু কাহাকেও না দেখিতে পাওয়াতে স্তব্ধ হইয়া চমৎকৃত হইল । ২১ । কিন্তু শৌল দীপ্তির আধিক্য প্রযুক্ত সম্যক প্রকারে অন্ধ হইয়া রহিলেন পরে তাঁহার সঙ্গি গণ তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে নগরের মধ্যে লইয়া গেল । অনন্তর তিনি তিন দিবস পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিয়া অন্ন জল গ্রহণ করিলেন না । সেই নগরে অননীয় নামে এক শিষ্য ছিলেন প্রভু তাঁহাকে সাক্ষাৎ আজ্ঞা করিয়া শৌলের নিকট প্রেরণ করিলেন । তখন অননীয় প্রভুর আদেশে শৌলের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার গাত্রে করস্পর্শ করিয়া এই বাক্য কহিলেন ।

অননীয়ের উক্তি

হে ভ্রাতঃ পথি মধ্যে তুমি যে যেশুর দর্শন পাইয়াছিলে তিনিই তোমাকে দৃষ্টি প্রদান এবং পবিত্রাত্মা অর্পণ করণার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ।

গুরুর উক্তি ।

তখন তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে বন্ধের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার দৃষ্টি পূর্বে রুদ্ধ হইলেও তৎক্ষণাৎ যেন

প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল । তাঁহার বাহ্য চক্ষুর এই রূপ
 প্রসন্নতা দ্বারা মানস চক্ষুর বিশুদ্ধিও উপমিত হইল ।
 তিনি আদৌ অবিবেকাদি মল দ্বারা রুদ্ধ চক্ষু হওয়াতে যেসু
 খৃষ্টের মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন নাই । কিন্তু তখন
 ঈশ্বর প্রসাদাৎ বুদ্ধি দৃষ্টির বাধা দূর হওয়াতে প্রভুর ঐশ্বর্য্য
 অবলোকন করিয়া আত্মাদ পূর্ব্বক তাঁহার সেবাতে আসক্ত
 হইলেন । তাহার পর ঐ অননীয় প্রভুর আদেশানুসারে
 শৌলের ভাবি উৎকৃষ্ট পদ এই রূপে প্রকাশ করিলেন ।

অননীর উক্তি ।

তুমি যেন ঐশ্বরিক ইচ্ছা জানিতে পার এবং সৎপ্রভুর দর্শন
 পাও ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে পার এতদর্থে প্রভু তোমাকে
 বরণ করিতেছেন । সম্প্রতি যাহা দেখিয়াছ এবং পরে
 প্রভু যাহা দেখাইবেন সেই সকল বিষয় প্রচার করণার্থ তুমি
 দূত রূপে নিযুক্ত হইবা । এবং সর্ব দেশীয় মনুষ্য যেন
 বুদ্ধি দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় এবং অন্ধকারের পতি হইতে মুক্ত হইয়া
 পরমেশ্বরের সেবা করে আর পবিত্রীভূত লোকদিগের
 সৎপদে আরোহণ করে এই সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ তুমি
 প্রভুর দ্বারা প্রেরিত হইবা । অতএব হে ভ্রাতঃ এক্ষণে
 বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? প্রভুকে প্রার্থনা করিয়া পাপ
 শুদ্ধির নিমিত্ত জলসংস্কার গ্রহণ কর ।

গুরুর উক্তি ।

শৌল স্বর্গগত মহা প্রভুর এই রূপ দর্শন পাইয়া অবিলম্বে
 ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন । পরে
 জলসংস্কার প্রাপ্তি দ্বারা শিষ্য মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া

যেযুর ঈশপুত্রত্ব উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে সকল শ্রোতা মহাশচর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিল “যিনি পূর্বে খৃষ্টীয়গণের বাধা জন্মাইয়াছিলেন তিনিই কি এই নহে?” । কিন্তু শৌল বাক্যের প্রভাবে যহুদিদিগের কথা খণ্ডন করিয়া যেযুই কেবল প্রতিজ্ঞাত উদ্ধার কর্ত্তা ইহা সিদ্ধ করিতে লাগিলেন । অনন্তর যেযু মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের অল্পকাল পরে যহুদিরা অসন্তুষ্ট হইয়া শৌলকে বধ করিবার কল্পনা করিল । ঐ জিঘাংসু লোকেরা নগর হইতে তাহার পলায়নে ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত দিবা রাত্রি সমস্ত পুরদ্বার রক্ষা করিত । কিন্তু তত্রত্য খৃষ্টীয় লোকেরা তাহাকে একটা বুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাত্রিযোগে প্রাচীরস্থ বাতায়ন দ্বারা বাহিরে নামাইয়া দিলেন । পরে শৌল যিরূশালেম্ পুরীতে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টীয় মণ্ডলীর সহিত মিশ্রিত হইতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু শিষ্য সকল পূর্বে তাহাকে উপদ্রবকারি জ্ঞানিয়া তাহার শিষ্যত্বে সন্দেহ করত তাহাকে ভয় করিতে লাগিল । পরে বর্ণব নামক শিষ্য শৌলের যেযু দর্শনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত প্রধান শিষ্যগণের নিকট নিবেদন করিলেন । অনন্তর তিনি নির্ভয়ে খৃষ্টীয় মণ্ডলীর সঙ্গে থাকিয়া শাস্ত্রার্থ চর্চা দ্বারা যেযুর মত বিস্তারিত করিতে চেষ্টা করিলেন । তৎপরে তিনি একদা ঈশ্বর মন্দিরে প্রার্থনা করত যেযুর দর্শন পাইয়া তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিলেন ।

শ্রীযেযুর উক্তি ।

তুমি যিরূশালেম নগর হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর কেননা এই স্থানের লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না ।

গুরুর উক্তি।

পরন্তু শৌল কহিলেন হে স্বামি, আমি পূর্বে তোমার ধর্ম রোধক হইয়া ভক্তগণকে পীড়া দিয়াছি এবং কারাগারে বদ্ধ করিয়াছি। হে প্রভো যখন তোমার ভক্ত স্ত্রিফন হত হইয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার হস্তাদিগের সহকারিতা করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে এই রূপে তোমার বিপক্ষ ছিলাম এক্ষণে সেবক হইয়াছি ইহা এ স্থানের লোকেরা জানে অতএব বোধ হয় আমার এতাদৃশ পরাবৃ্ত্তি বিচার করিয়া তাহারা তোমার উদ্দেশে আমার বাক্য বিশ্বাস করিবে। প্রভু এই কথা শুনিয়া আত্মা করিলেন “তুমি এই নগর হইতে প্রস্থান কর, আমি তোমাকে অন্য জাতীয়দিগের প্রতি দূত স্বরূপে প্রেরণ করিতেছি”। সর্বজ্ঞ প্রভু মন্দিরের মধ্যে শৌলকে যে প্রকার কহিলেন বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল কেননা সেখানে কেহই তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করিল না। বরঞ্চ সেই বিপক্ষ লোকেরা প্রভুর ঐ ভক্ত দাসের মহৎ উদ্যম দেখিয়া ঈর্ষ্যাপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা ঐ দুরাত্মা জনগণের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া শৌলের প্রাণ রক্ষার্থ তাঁহাকে সে নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ঐ প্রভু সেবক তার্ষা নামক স্থীয় জন্ম ভূমিতে আগমন করিয়া সেখানে বৎসরকাল নিবাস করিলেন তিনি সে স্থলে কি ২ কার্য্য কাল যাপন করিলেন ধর্মশাস্ত্রের কুত্রাপি তাহা বিস্তার পূর্বক বর্ণিত নাই। কিন্তু সেই ভক্তিমান্ শিষ্য প্রভুর সংসিদ্ধ মহাত্মাণের কথা প্রচারে নিত্য ব্যাপৃত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তাহার পর বর্ণব নামক এক জন শিষ্য তাঁহার অন্তঃস্বার্থ

সেই নগরে উপস্থিত হইয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে
অন্ত্যখীয় নগরে লইয়া গেলেন । সেখানে তাঁহারা দুইজন
এক বৎসর পর্য্যন্ত সভামধ্যে গমন করিয়া অনেক লোককে
খৃষ্টীয় মতে উপদেশ করিলেন ।

ইতি শ্রীপৌলের পুনর্জন্ম নামা দ্বিতীয় অধ্যায় । ২ ।

অথ তৃতীয় অধ্যায় । ৩ ।

শিষ্যের উক্তি ।

হে গুরো আমি আপনার প্রমুখাৎ শৌলের অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিলাম তিনি প্রথমতঃ যেশুর শত্রু এবং তাঁহার শিষ্যগণের বাধক
থাকিয়া পরে প্রভুর মহাশক্তিতে পরাজিত হওত আহ্লাদ পূর্বক
তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন । এবং আদৌ যে ধর্ম্মের তিরস্কার
করিয়াছিলেন তাহা বিস্তার করিতে অতিশয় যত্ন করেন, কিন্তু
আপনি এক্ষণে আজ্ঞা করুন যে ঐ নির্ভয় দূত প্রভুর নাম প্রসিদ্ধ
করিবার নিমিত্ত অন্য কোন্‌ ২ দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং
কি ২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন ।

গুরুর উক্তি ।

অন্ত্যখীয় নামক নগরে কতিপয় খৃষ্টীয় শিক্ষক ছিলেন
তাঁহারা ভক্তি পূর্বক উপবাস করিয়া প্রভুর সেবা করিতেন ।
তাঁহারা পবিত্র আত্মার আদেশে শৌল এবং বর্ণবকে বিদেশে
খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করণার্থ নিযুক্ত করিলেন । অতএব ঐ দুই
জন প্রেরিত পবিত্রাত্মার প্রবোধে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত আগমন

করিয়া নৌকারোহণ পূর্বক কুপ্র নামক দ্বীপে প্রস্থান করিলেন। পশ্চিম খণ্ডস্থ পণ্ডিত বর্গের নিকট স্থল মধ্যস্থ নামে বিখ্যাত এক সমুদ্র আছে তাহা ভারতবর্ষের পশ্চিম অনেক দূরে স্থিত। সেই সমুদ্রের বহির্ কোণে যহুদিদিগের দেশ এবং তাহার উত্তরে যবনাদি জাতির জনপদ। ঐ সমুদ্রে ক্ষুদ্র ও মহৎ অনেক দ্বীপ আছে তাহার মধ্যে কুপ্র নামে দ্বীপ অতি মহৎ। শৌল এবং বর্নব সমুদ্র পথ দিয়া নৌকাযোগে সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া পাক নামে এক নগরে আগমন করিলেন। সেখানে সর্গ্যপৌল নামা এক জন বুদ্ধিমান রোমীয় অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ঐ দুই জন খৃষ্ট সেবককে আহ্বান করিয়া ঐশ্বরিক পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে তাঁহার নিকট বর্যেযু নামে এক জন স্বার্থপর যহুদী ভাক্ত ভব্য প্রবাচক ছিল। সে ব্যক্তি ঐ বুদ্ধিমান অধ্যক্ষকে ধর্ম শাস্ত্র শ্রবণে রত দেখিয়া ব্যাঘাত করত তাঁহাকে সত্য ধর্মে বিরত করিতে চেষ্টা করিল। তখন শৌল ঐ শঠ মায়াবির প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া পবিত্রাত্মাতে পূর্ণ হইয়া এই বাক্য কহিলেন।

শৌলের উক্তি।

ওরে দুষ্ক নরকি তুই ছলেতে সম্পূর্ণ এবং ধর্ম রোধক হইয়া কি চিরকাল মনুষ্য লোককে পরমেশ্বরের সৎপথ হইতে ভ্রান্ত করিবি?। এক্ষণে পরমেশ্বরের দণ্ড তোর প্রতি প্রকাশিত হইবে, তুই অন্ধ হইয়া আর সূর্য্য দর্শন করিতে পারিবি না।

গুরুর উক্তি।

শৌল এই কথা কহিবা মাত্র ঐ মায়াবির চক্ষু তৎক্ষণাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল এবং সে ইতস্তত ভ্রমণ করত নায়ক লোকের অনুেষণ করিতে লাগিল। রোমীয় অধ্যক্ষ এই অদ্ভুত কর্ম

দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই জন খৃষ্টীয় শিষ্যের আদিষ্ট মত গ্রহণ করিলেন। পরে শৌল যিনি পৌল নামেও বিখ্যাত ছিলেন তিনি নৌকারোহণ করিয়া অনেক লোক সমভিব্যাহারে সেই নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং উত্তর দিকস্থ আসিয়া নামে প্রসিদ্ধ খণ্ডে শীঘ্র উপস্থিত হইয়া অন্ত্যখীয় নামে তত্রত্য যবন পুরীতে আগমন করিলেন। সেই দেশস্থ যহুদী জাতি ব্যতীত সকল লোক মূর্তি পূজায় রত হইয়া সত্য ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছিল। সেই নগরে এবং বিদেশীয় অন্যান্য অনেক পুরীতে ভূরিং যহুদি লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত হইয়া বাস করিত। অনন্তর পৌলাদি খৃষ্ট সেবকেরা তাহারদের পুণ্যাহ শনিবারে তুজনাগারে প্রবেশ করিয়া সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। অপর রীত্যানুযায়ি শাস্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পৌল সভাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া গাত্রোথান পূর্বক এই রূপ উপদেশ করিলেন।

শ্রীপৌলের উক্তি।

পরমেশ্বর নানা প্রকারে আমারদিগের পূর্ব পুরুষ গণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহারদিগকে জয়ি করত কনান নামক শুভ দেশে বাস করাইয়া ছিলেন। তাঁহারা অনেক কাল পর্যন্ত সেই নিজ দেশে অন্যান্য অধিপতি কর্তৃক শাসিত হইয়া অবশেষে পরমেশ্বরের ইচ্ছা ভক্ত দাবিদকে রাজা রূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরমেশ্বর সেই দাবিদের বংশে নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে শ্রীযেযুকে ত্রাণ কর্তা রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যোহন্নি নামক এক শ্রেষ্ঠ আচার্য্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ ঐ প্রভুর অগ্রসর হইয়া সকল লোকের সাক্ষাৎ তাঁহার মহিমা কীর্তন

করিয়া গিয়াছেন। যথা “তোমরা আমাকে যাহা মনে করিতেছ আমি তাহা নহি কিন্তু আমার পশ্চাৎ এক জন আসিতেছেন যাহার পাছুকা বন্ধন মুক্ত করিতেও আমি যোগ্য নহি” । হে যহুদীয় এবং অন্যান্য ঈশ্বর সেবক ভ্রাতৃগণ এই ভ্রাতৃগণের বার্তা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হইয়াছে । আমারদের দেশাধিকারিরা শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রতীক্ষিত এবং অর্চনীয় ঐ উদ্ধার কর্তার তিরস্কার করিয়াছিল । তাহারা ভবিষ্যদ্বাদিদের উক্ত সেই প্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধীয় সমস্ত বাক্য সম্পূর্ণ করিয়া ক্রুরতা পূর্বক তাঁহাকে শ্মশানে সমর্পণ করিয়াছিল । কিন্তু তিনি ঈশ্বর কর্তৃক অবিলম্বে মৃত্যু লোক হইতে উত্থাপিত হইয়া পুনঃ নিজ সঙ্গীগণকে দর্শন দিয়াছিলেন । অতএব পরমেশ্বর আমারদের পিতৃলোকের প্রতি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা যেশুর পুনরুত্থান দ্বারা এক্ষণে সম্পূর্ণ করিয়াছেন । তন্নিমিত্ত হে ভ্রাতৃগণ এই শুভ বার্তাতে কর্ণপাত কর, সেই সৎ প্রভুর দ্বারাই পাপের মোচন হইতে পারে । মোসির আদিষ্ট আচার দ্বারা যে২ দোষের শোধন সিদ্ধ হইতে পারে না খৃষ্টকে আশ্রয় করিলে সেই সকল দোষের শোধন হয় । অতএব সাবধান, প্রভুকে অবজ্ঞা করিবার উপযুক্ত অমঙ্গল গতি তোমাদের পক্ষে যেন না ঘটে ।

গুরুর উক্তি ।

তাহার পর বিশ্রামবারে প্রায় সমস্ত পৌরজন ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করিতে একত্র হইল । যহুদি লোকেরা অনেক লোককে একত্র সমাগত দেখিয়া ঈর্ষ্যাতে পূর্ণ হইয়া নিন্দাবাদ দ্বারা পৌলোক্ত বাক্যের বিরুদ্ধোক্তি করিতে চেষ্টা করিল ।

তাহাতে পৌল এবং বর্নব ঐ তিমিরাবৃতচিত্ত লোকদিগের কর্তৃক বিরোধ উত্থাপিত দেখিয়া নির্ভয়ে এই বাক্য কহিলেন।

পৌল এবং বর্নবের উক্তি।

হে যহুদি লোক সকল প্রথমতঃ তোমাদের নিকট ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা আমারদের নিঃসন্দেহ কর্তব্য ছিল বটে। পরন্তু তোমরা অনভিজ্ঞ একারণ তাহা শুনিয়া অগ্রাহ্য করিলা এবং মূঢ়তা প্রযুক্ত আপনাদিগকে নিত্য জীবনের অযোগ্য জ্ঞান করিলা। অতএব আমরা অন্য জাতীয় লোকদিগের উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে।

গুরুর উক্তি।

যবন লোকেরা আপনাদের প্রাপ্য পরিত্রাণের মঙ্গল বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। কিন্তু যহুদি লোকেরা প্রভু বাক্যের তাদৃশ প্রতিষ্ঠাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পৌল এবং তাহার বন্ধুকে সেই নগর হইতে নিষ্কাশিত করিল। অনন্তর পৌল এবং বর্নব ইকন্যাখ্য নগরে আগমন করিয়া পুনর্বার ভক্তি পূর্বক প্রভুর নাম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে যবন যহুদি প্রভৃতি অনেকা-নেক ভ্রাণ প্রেপ্সু লোকেরা তাঁহারদের বাক্যেতে প্রবোধিত হইয়া খৃষ্টীয় মত গ্রহণ করিল। কিন্তু দুরাশ্র যহুদিরা শেষে যবনেরদের সহিত মিলিয়া প্রভুর ঐ দুই জন দূতকে প্রস্তরাঘাত করিতে সঙ্কল্প করিল। তাঁহারা উহারদের কুসঙ্কল্প জানিতে পারিয়া সেই নগর হইতে পলায়ন করিয়া লুস্ত্রাখ্য নগরে আগমন পূর্বক তথায় ভ্রাণ বার্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই নগরে এক জন জন্মপঙ্গু দীন

লোক বাস করিত সে ব্যক্তি পৌলোক্ত কথা তৎকালে শ্রবণ করিল। পৌল তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া এবং স্তম্ভতা প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার বিশ্বাস দেখিয়া তাহাকে কহিলেন “তুমি দণ্ডায়মান হইয়া ঋজু হও”। ঐ জন্ম পশু ব্যক্তি তাহার বাক্য প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোথান করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তত্রত্য লোক সকল ঐ জন্মপশু ব্যক্তিকে চলিতে দেখিয়া এই বলিয়া চীৎকার করিল যে দেবতারা মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া আমারদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহারা বর্ণবকে জু নামক দেবনাথ এবং পৌলের বক্তৃতাহেতু তাঁহাকে হর্মি নামক দেবতা বলিতে লাগিল। অনন্তর জুদেবের যাজক মাল্যের সহিত বৃষ আনয়ন করিয়া মোহ বশতঃ তাহারদের নিমিত্ত দেববৎ যজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিল। পৌল এবং বর্ণব এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া উদ্ভিগ্ন হইয়া সমস্ত লোকের মধ্যে ধাবন করত উচ্চৈঃ-স্বরে এই প্রকার চীৎকার করিল।

পৌল এবং বর্ণবের উক্তি।

হে মহাশয়েরা তোমরা এমত কৰ্ম কেন করিতেছ, আমরা সম্যক্ প্রকারে তোমাদের ন্যায় মর্ত্য লোক। তোমরা এ প্রকার দেবার্চনা ত্যাগ করিয়া সত্য ঈশ্বরের সেবা কর আমরা তোমারদিগকে এই উপদেশ করিবার নিমিত্ত তোমাদের নিকটে আগমন করিয়াছি। ঈশ্বর পূর্বকালে সৰ্বজাতীয় লোকদিগকে স্ব ২ অভীষ্ট মার্গে গমন করিতে অনুমতি দিয়া-ছিলেন। তথাপি বৃষ্টি বর্ষণ এবং শস্য উৎপাদন দ্বারা

তিনি মর্ত্য লোকের উপকার করিয়া আপনার সত্তা তাহাদের বোধগম্য করিয়াছিলেন।

গুরুর উক্তি।

প্রভুর ঐ দুই দূত এই প্রকার বাক্যের দ্বারাও যজ্ঞ করিতে উদ্যত ঐ সকল জড় বুদ্ধি লোককে নিরস্ত করিতে প্রায় অসমর্থ হইলেন। পরে কতিপয় দুষ্কৃত যহুদী লোক অন্য এক নগর হইতে আসিয়া লোকদিগকে প্রবৃত্ত করিয়া পৌলকে দৃঢ় রূপে প্রস্তরাঘাত করাইল। এবং তাঁহাকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া প্রস্তরাঘাত দ্বারা সম্যক্ প্রকারে গতাস্থ জ্ঞান করিয়া আকর্ষণ পূর্বক নগরের বাহিরে আনয়ন করিল। কিন্তু পশ্চাৎ শষ্যবর্গ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিলে তিনি তাহারদের সম্মুখে গাত্রোথান করিয়া পুনর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা যেই স্থানে প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন সেইই নগরে নিজ শিষ্যগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার গমন করিলেন। এবং তাহারদিগকে এই কথা বলিয়া সুস্থির করিতে লাগিলেন যে ক্লেশ ভোগ করিয়াও তোমারদিগের সন্ধর্ম্মে নিশ্চল থাকা কর্ত্তব্য। এবং তাঁহারা প্রত্যেক মণ্ডলীতে শিষ্যদের রক্ষা এবং শাসন নিমিত্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পরমেশ্বরের প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জন সমুদ্র তীরে আসিয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক যাত্রার শেষে অন্ত্যখীয় নামক নগরে আগমন করিলেন। ইতি শ্রী পৌল চরিত্রে পৌল যাত্রা কথন নাম তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

অথ চতুর্থ অধ্যায় । ৪ ।

শিষ্যের উক্তি ।

হে গুরো খৃষ্টীয় মত বিস্তার করণে পৌলের উদ্যম এবং সহিষ্ণুতার বার্তা শুনিয়া তাহার উত্তর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ।

গুরুর উক্তি ।

পৌল পূর্বোক্ত অন্ত্যখীয় নগরে কিয়ৎ কাল বাস করিয়া পুনশ্চ বিদেশীয় শিষ্যগণকে দর্শন করিতে বাসনা করিলেন । পরে সীল নামক এক জন ভক্ত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া শিষ্যগণ যে নগরে বাস করিত সেই সকল স্থানে পর্যটন করিলেন । সমস্ত শিষ্য মণ্ডলী প্রভু দূতের প্রবোধ বাক্য দ্বারা ধর্মপথে স্থির হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অনন্তর পৌল অন্যান্য দূর দেশেও প্রভুর মত বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়া আপন সমভিব্যাহারি সীলের সহিত উত্তর দিকে গমন করিলেন । এবং পবিত্রাত্মা কর্তৃক নীত হইয়া সমুদ্র তীর পর্যন্ত আগমন করিলে তথায় স্বপ্নযোগে এই দৈব প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন । যথা—মাকদন্যা দেশীয় এক জন লোক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিতেছে “তুমি আমারদের দেশে আসিয়া আমারদিগকে সাহায্য কর” । পৌল এবং তাহার সমভিব্যাহারী ঐ স্বপ্ন দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুমান করিয়া সমুদ্র পথ দিয়া মাকদন্যাতে প্রস্থান করিলেন তাঁহারা তথাকার ফিলিপ্পা নামক প্রধান নগরীতে উপস্থিত হইয়া যেশুর সাধিত ত্রাণের সুসংবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করি-

লেন । এবং যহুদিদিগের পুণ্যাহে নগরের বাহিরে নদী তীরে গিয়া ভজনা করণার্থ মিলিত হইয়া স্ত্রীগণের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন । তাহার মধ্যে লুদিয়া নাম্নী এক স্ত্রী পরমেশ্বর কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া পৌলোক্ত উপদেশ মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিল । পরে সেই স্ত্রী জল সংস্কার দ্বারা খৃষ্টীয় মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া প্রভুর পৌলাদি দূতদিগকে নিজ গৃহে আতিথ্য করণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন । অন্য এক দিবস তাঁহারা যখন ভজনালয়ে আগমন করিলেন তখন এক যবনী দাসী তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল । সে নারী ভূতগ্রস্তা হওয়াতে সেখানকার লোক কর্তৃক দৈবজ্ঞা বলিয়া মান্যা ছিল এবং সে দৈবোক্তি দ্বারা আপন প্রভুদিগের নিমিত্ত বিপুল অর্থ উপার্জন করিত । ঐ নারী পৌল এবং তাঁহার সঙ্গিগণের পশ্চাৎ গমন করিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল “পরমেশ্বরের এই সেবকেরা আমারদিগের ত্রাণের পথ প্রচার করিতেছে” । সেই নারী কর্তৃক এই বাক্য মুহুমুহু উক্ত হওয়াতে পৌল ক্লিষ্ট হইয়া কহিলেন “ওরে ভূত আমি যেশুর নামে আজ্ঞা করিতেছি ইহার অন্তর হইতে নির্গত হও” । পৌলের উক্তিভেদে ভূত তৎক্ষণাৎ সেই দাসী হইতে নির্গত হইলে তাহার প্রভুরা মনে করিল যে আমারদের ধনাশা নষ্ট হইল । ইহাতে তাহারা পৌল এবং সীলকে ধরিয়া বলদ্বারা নগরের শাসন কত্তারদের পাশ্বে আনিয়া এই রূপ নিবেদন করিল ।

দাসীর প্রভুদের উক্তি ।

এই দুই জন আমারদের অগ্রাহ্য রীতি সকলকে শিক্ষা দিয়া এই নগরে অতিশয় উৎপাত করিতেছে ।

গুরুর উক্তি ।

শাসন কর্তারা ঐ বাক্য শুনিয়া ঐ দুই জন প্রভু সেবককে অত্যন্ত বেদাঘাত করিয়া তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিতে আদেশ করিল । তাহাতে কারারক্ষক তাহারদিগকে কারার মধ্যে আনিয়া তাহারদের পদ কাষ্ঠ দ্বারা স্থির করিয়া বন্ধন করিল । কিন্তু পৌল ও সীল এই প্রকার তাড়নাতেও ভগ্নচিত্ত না হইয়া নিশীথে গীত দ্বারা পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন । পরে অকস্মাৎ ভূমি কম্প হইয়া কারাগারের মূল পর্য্যন্ত কম্পিত করিল তাহাতে দ্বার সকল তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল । তদনন্তর হঠাৎ কারারক্ষক নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া কারা দ্বার সকল মুক্ত দেখিল । অতএব বন্দি সকল কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে এই অনুমান করিয়া কারা রক্ষক খড়্গ দ্বারা আপন প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল । কিন্তু পৌল তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “তুমি আপনার হিংসা করিও না, আমরা সকল বন্দী এই স্থানে আছি” । তখন কারারক্ষক ভূমি কম্পাদি দৈব ঘটনাতে বিস্মিত হইয়া বিবেচনা করিল যে ইহারা দুই জন ঈশ্বরের দূত । পরে প্রদীপ আনাইয়া কম্পিত কলেবর হইয়া কারা-মধ্যে প্রবেশ করত সমাদর পূর্বক শ্রী পৌল এবং সীলের পদে পতিত হইল । পরে তাহারদিগকে বাহিরে আনিয়া ব্যাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল হে মহাশয়েরা ত্রাণ লাভের নিমিত্ত আমার কি কর্তব্য ? । তাহারা তাহাকে উত্তর করিলেন বিশ্বাস দ্বারা খৃষ্টকে আশ্রয় কর তাহাতে নিজ পরিবারের সহিত ত্রাণ প্রাপ্ত হইবা । কারারক্ষক হৃষ্টমনে ঐ দুই

শ্রদ্ধাবান পুরুষের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিজ কুটুম্ব জনগণের সহিত তৎক্ষণাৎ জল সংস্কার গ্রহণ করিল। তদনন্তর প্রভুর ঐ দুই জন দূতের প্রহার জন্য ক্ষত সকল ধৌত করিয়া তাহারদিগকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া তাহারদিগের আতিথ্য করিল। পরে প্রভাত হইলে নগরাধ্যক্ষেরা এই সংবাদ প্রেরণ করিল “ঐ দুই জন লোককে কারাগার হইতে ত্বরায় মুক্ত কর”। কারারক্ষক তাহারদের দুই জনকে এই সংবাদ জানাইয়া কহিল “হে মহাশয়েরা আপনারা কুশলে প্রস্থান করুন”। হে শিষ্য ঐ দেশ তৎকালে রোমীয় সম্রাটের অধীন হইয়াছিল সুতরাং তথায় রোমীয় ব্যবহার সকলই চলিত ছিল। সেই ব্যবহারানুসারে ধর্ম বিচার সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ না হইলে রোমীয় পৌর জনেরদের সর্ব প্রকার দণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। এবং রোমীয় লোকেরদের নামে অভিযোগ হইলে যদিও তাহারদের অপরাধ নিশ্চিত হইত তথাপি তাহারদের প্রতি বেত্রাঘাতাদি শারীরিক দণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। পৌল রোমীয় পৌরত্ব পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহার দণ্ড রোমীয় ধর্ম শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব তিনি কহিলেন আমরা রোমীয় লোক, নগরাধ্যক্ষেরা আমারদের অপরাধ নির্ণীত না হইলেও অন্যায় করিয়া লোক সমক্ষে আমারদের তাড়না করিয়াছেন। ৩৯। আর আমরা নির্দোষ হইলেও আমারদিগকে এই কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন এক্ষণে কি গুপ্ত রূপে ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন? এ প্রকার কখন হইবে না, শাসন কর্ত্তারা বরং এখানে স্বয়ং আসিয়া আমারদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যাউন। শাসন কর্ত্তারা পৌলের এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কিত হইল এবং

স্বয়ং আসিয়া পৌল এবং সীলকে বাহিরে আনিল। পরে পৌল এবং তাঁহার সঙ্গিগণ আপনারদিগের নূতন শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়া অবিলম্বে ফিলিপ্প নামক সেই নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং থাসলনীক্যা নামক অন্য এক যবনীয় পুরীতে আগমন করিয়া সেখানকার নিবাসি অনেক যহুদি লোককে দেখিতে পাইলেন। এবং তাহারদের ভজনাগারে প্রবেশ করিয়া তাহারদিগকে এই বলিয়া উপদেশ করিলেন যে যেসুই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মহাত্মা। পৌলোক্ত উপদেশে কতিপয় যহুদি এবং ভূরিং যবন আকৃষ্ট হইয়া খৃষ্টীয় মত গ্রহণ করিল। অন্যান্য যহুদিরা তাহা দেখিয়া ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া নগরের মধ্যে কোলাহল করিয়া পৌলাদিকে ধরিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারদিগকে না পাইয়া তাহারদিগের আতিথ্যকারি যাসন নামক এক জন গৃহস্থকে ধরিয়া শাসনকর্তাদিগের নিকট লইয়া গেল। এবং এই কহিল যে যাহারা সমস্ত সংসারে অত্যাচার করিয়াছে তাহারা এই নগরে উপস্থিত হইয়া আপনারদের মত বিস্তার করিতেছে। তাহারা নিরঙ্কুশ হইয়া সম্রাটের শাসনের বিরোধী হইয়াছে এবং কহিতেছে যে যেসু নামা আর এক জন সম্রাট আছেন। দুই বিপক্ষেরা তাদৃশ কলহ উপস্থিত করাতে পৌলাদি প্রভু দূতেরা প্রচার করিলেন যে আমাদের ঐ স্থানে অবস্থিতি করা কর্তব্য নহে। যেসু পক্ষের শিষ্যগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে যখন লোকেরা তোমারদিগকে কোন নগরে বাধা দিবেক তখন তোমরা শীঘ্র নগরান্তর গমন করিও। একারণে তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বরৈয়াখ্য অন্য নগরে গমন করিলেন এবং সেখানকার যহুদিগণকে উপ-

দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহারা পৌলের বাক্যে যত্ন পূর্বক মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রানুসন্ধান করত তাহার পরীক্ষা করিল । তন্নিমিত্ত যহুদীয় এবং যবনীয় ভূরিং স্ত্রী এবং পুরুষ খৃষ্টীয় মত গ্রহণ করিল । খন্সলনীকি যহুদি লোকেরা এই বার্তা জানিতে পারিয়া বরৈয়া নগরে আগমন করিয়া সকল লোককে কলহ করিতে প্রবৃত্তি দিল । তাহাতে পৌল বরৈয়া পুরী হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিয়া অথেনী নামক বিখ্যাত নগরে আগমন করিলেন । ঐ নগরী নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরদের জননী স্বরূপ এবং যবনদিগের মধ্যে বিদ্যার রাজধানী রূপে মান্য । সেখানে কতিপয় পণ্ডিত পরমার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া পরস্পর বিরুদ্ধ নানা মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে অপিকুর নামক পণ্ডিতের অল্প বুদ্ধি শিষ্যেরা সুখের পরমার্থ স্বীকার করিতেন । অন্যান্য পণ্ডিতেরা স্ত্যিক নামে খ্যাত হইয়া সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন এবং ধর্মকেই কুশলের মহামূল কহিতেন । ৬১ । সেই নগর নিবাসিরা নানা দেবার্চনাতে আসক্ত হইয়া দেবতারদের শুভ্র মন্দির এবং মূর্তিতে পুরী পরিপূর্ণ করিয়াছিল । পরে পৌল দিনেই সেই নগরে পরিভ্রমণ করিয়া সর্বত্র দেবতারদের মূর্তি স্থাপিত দেখিলেন । এবং আপনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভক্ত সেবক হত্তয়াতে ঐ রূপ অপূজ্য দেবতারদের অর্চনা দর্শনে অতিশয় খেদিত হইলেন । অতএব তিনি ভজনালয়ে যহুদিদিগের সহিত এবং হটে সমাগত লোকদিগের সহিত প্রত্যহ কথোপকথন করিতে লাগিলেন । কতিপয় অপিকুরীয় এবং স্ত্যিক পণ্ডিত পৌলের উক্তি শুনিয়া বিবাদ করত তাহাকে আক্রমণ করিল । তাহার মধ্যে কেহ

উপহাস পূর্বক এই রূপ কহিল “এই বাচাল ব্যক্তি এতাদৃশ প্রলাপ করিয়া কি কহিতে চাহে” । অপরে শ্রীযেষু বিষয়ে তাহার উক্তি শুনিয়া কহিল “বোধ হয় এই ব্যক্তি বিদেশি দেবতার প্রচারক” । অথেনীয় লোকেরা নূতন বিষয়ের জিজ্ঞাসু হওয়াতে প্রায় সর্বদা তাহার চর্চায় কাল যাপন করিত । অতএব তাহারা পৌলোক্ত নূতন মত জানিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে এক বিখ্যাত বিচার স্থলে লইয়া গিয়া কহিল ।

অথেনীয়দিগের উক্তি ।

আমরা তোমার প্রচারিত এই নূতন মত জানিতে ইচ্ছা করি তোমার বাক্য আমারদের কর্ণে অপূর্ববৎ বোধ হইতেছে ।

গুরুর উক্তি ।

পরমেশ্বরের দূত তাহুশ সূক্ষ্ম বুদ্ধি শ্রোতারদের সত্য দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই উক্তি করিলেন ।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

হে অথেনীয় মহাশয়ের তোমরা দেবসেবাতে অতিশয় আসক্ত ইহা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । যেহেতুক আমি পুরী মধ্যে প্রতিমাদি দেখিয়া ভ্রমণ করিতে এক বেদী অবলোকন করিয়াছি তাহাতে “অজ্ঞাত দেবের উদ্দেশে” এই কএকটা অক্ষর অঙ্কিত আছে । অতএব তোমরা যে ঈশ্বরকে না জানিয়া পূজা করিয়া থাক আমি তাহার মাহাত্ম্য যথার্থ রূপে তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি । জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর পৃথিবী ও স্বর্গের প্রভু এবং অনন্ত, তিনি মনুষ্যের

নির্মিত মন্দিরে অবস্থিতি করেন না । পরেশ্বর স্বয়ং সকলের জীবন দাতা এবং প্রতি পালক তিনি আত্মসুখের নিমিত্ত প্রজাকৃত সেবা অপেক্ষা করেন না । তিনি সকল মানব বংশকে এক মূল হইতে উৎপন্ন করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র একই দেশ নিক্রপণ করত তাহাদিগকে বাস করাইয়াছেন । পরমেশ্বর লোক সমাজে এই রূপ আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ দ্বারা সমুদয় মনুষ্যকে আপনার অন্বেষণ নিমিত্ত আকর্ষণ করেন । পরন্তু তিনি বস্তুতঃ আমাদের দূরে থাকেন না যেহেতু আমরা তাঁহার দ্বারাই জীবন ধারণ করি এবং চলিয়া বেড়াই ও অবস্থিতি করি । আমরা সকলে তাঁহার সন্তান এই বাক্য তোমাদের দেশোদ্ভব কোনও পণ্ডিত পূর্বে কহিয়াছেন তাহা প্রসিদ্ধ আছে । অতএব তোমরা এবং আমরা ঈশ্বরের সচেতন সন্তান হইয়া তাঁহাকে স্বসৃষ্ট মূর্তির তুল্য বোধ করিতে যোগ্য হই না । পরমেশ্বর মানবদিগের পূর্ব অজ্ঞান সহ্য করিয়া এক্ষণে মনুষ্যদিগকে এই আদেশ করিতেছেন যে কুপথ পরিত্যাগ কর । যেহেতু যে দিনে কস্মিন্মুসারে লোকের গতি নির্ণয় করিবেন তিনি তাড়ন ভয়ানক বিচার দিন নিক্রপণ করিয়াছেন । এবং সেই সময়ে মহা প্রভু য়েশু ঈশ্বর দ্বারা লোকদিগের প্রাতিবাক নিমুক্ত হইয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন । তিনি শাসন হইতে পুনর্বার উত্থান করিয়া অন্যের পুনরুত্থান বিষয়ে এবং পারত্রিক বিচার বিষয়ে ছুট প্রমাণ দিয়াছেন ।

গুরুর উক্তি ।

পৌল স্তুত লোকদিগের পুনরুত্থানের বিষয় এই রূপে কহিলে কোনও অথেনীয় লোকেরা তাহা অসম্ভব বোধ করিয়া উপহাস

করিতে লাগিল । অন্য ব্যক্তিরা পৌলকে কহিল যে এই বিষয়ে তোমার প্রতিপাদিত মত পুনর্বার শ্রবণ করিব । অতএব পৌল সেই সভার মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন কেবল কোন২ ব্যক্তি তাহার মতে আসক্ত হইয়া বিশ্বাস করিল । তাহার মধ্যে দিয়নুস্য নামক এক জন ধর্ম সভাসদ্ এবং দমরী নাম্নী এক নারী ও অন্য লোকেরাও ছিলেন ।

তদনন্তর পৌল সেই অথেনী নামক নগর হইতে প্রস্থান করিয়া করিন্থ নামক অন্য নগরে গমন করিলেন । সেই প্রসিদ্ধ নগরী দুই সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত এবং সকল দেশের উৎপন্ন বিক্রয় দ্রব্যের নিধি স্বরূপ ছিল । অতএব সেই নগরে বাণিজ্য পরায়ণ অনেক বণিক প্রভৃতি অন্য২ দেশ হইতে আগমন করিত । এবং সেই পুর নিবাসি ভূরি২ সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিত লোক বিদ্যার মহতী চর্চ্চা করিতেন । পৌল সেই পুরীতে আগমন করিয়া যহুদি দিগের ভজনালয়ে জগতের পরিভ্রাণ কর্ত্তা শ্রীয়েষূর মহিমা কীর্ত্তন করিলেন । এবং এই প্রচার করিলেন যে কেবল শূলবিদ্ধ সেই মহা প্রভুর দ্বারা ভ্রাণ প্রাপ্তি হয় অন্য কোন প্রকারে নিস্তার হয় না পরন্তু অল্প বুদ্ধি যহুদিরা লৌকিক সৌভাগ্যের অভিলাষে সাংসারিক জয়ী এক ভ্রাণ কর্ত্তার প্রতীক্ষাতে ছিল । অতএব তাহারা মতিভ্রম প্রযুক্ত দোষির ন্যায় শূল দণ্ডে হত শ্রীয়েষুকে অপমানার্থ জ্ঞান করিল । এবং মেধাবী যবনেরা নিজ পাণ্ডিত্যের অভিমানি হইয়া ভ্রাণোদ্দেশে সকল কথা মূর্খের যোগ্য জ্ঞান করিল । অবশেষে পৌল বিরোধ দ্বারা যহুদিগণ কর্ত্তক আক্রান্ত হইয়া স্বদেশীয় রীত্যনুসারে বস্ত্র ঝাড়িয়া তাহারদিগকে এই কথা কহিলেন ।

শ্রীপৌলের উক্তি।

তোমাদের অবিশ্বাসের দূরন্ত ফল তোমাদেরই ভোক্তব্য, আমি তাহাতে নির্দোষ, আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য বংশীয় লোকদিগকে শাসন করিব।

গুরুর উক্তি

অন্যান্য যহুদি লোকেরা অবিশ্বাসী হইলেও ক্রিস্প নামক ভজনাগারের অধ্যক্ষ যেশুর মত গ্রহণ করিলেন। এবং ভূরিং করিন্থীয় লোক দেবপূজা ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় মত অবলম্বন করত জলসংস্কার প্রাপ্ত হইল। তৎকালে শ্রীপ্রভু রাত্রি যোগে পৌলকে দর্শন দিয়া তাহার সান্ত্বনার্থ এই বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন।

শ্রীপ্রভুর উক্তি।

হে পৌল, ভয় করিও না, আমার পবিত্র কথা অবিরত প্রচার কর, আমি স্বয়ং তোমার সহায় আছি তোমার হিংসা করিতে কেহ পারিবে না। কেননা এই নগরে এমত অনেক লোক আছে যাহারা শীঘ্র আমার অনুযায়ি হইবে।

গুরুর উক্তি।

অনন্তর পৌল সাক্ষি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ নগরে সদা ঈশ্বরের বাক্য প্রচারে জাগরুক হইয়া রহিলেন। তৎপরে সেই নগরস্থ যহুদি লোকেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া রোমীয় প্রাড়িবাকের নিকট লইয়া গিয়া এই নিবেদন করিল।

যহুদিদিগের উক্তি।

হে মহাশয় এই ব্যক্তি লোকদিগকে আমাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ঈশ্বর সেবার বিষয় উপদেশ করিয়া দণ্ডাহ হইয়াছে।

গুরুর উক্তি ।

তৎকালে পৌল প্রত্যুত্তর করিতে উদ্যত হইলে রোমীয় প্রাড়িবাক যহুদিবর্গকে এই কথা কহিলেন ।

গাল্যো নামা প্রাড়িবাকের উক্তি ।

যদি এই ব্যক্তি কোন দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত তোমাদের কর্তৃক অপবাদিত হয় তবে আমি অসংশয় তোমাদের নিবেদনে মনোযোগ করিব । কিন্তু যদি তোমাদের ব্যবস্থা ঘটিত কোন বিবাদ থাকে তবে আমি কখন তাহার নির্ণয় করিব না ।

গুরুর উক্তি ।

রোমীয় প্রাড়িবাক এই প্রকার আজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ বাদিরা দিগকে বিচার সভা হইতে দূরীকৃত করিলেন । ঐ নগরে খৃষ্টীয় মত পৌল কর্তৃক রোপিত হইয়া ক্রমে চতুর্দিকস্থ প্রদেশে বিস্তারিত হইতে লাগিল । যে প্রবাসি লোকেরা সেখানে সেই মতের আশ্রিত হইল তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তদন্তান্ত ব্যাপ্ত করিল । পৌল সেই নগরে থাকিয়া থমসলনীকাস্থ নিজ শিষ্যগণের উপদেশার্থ দুই পত্র প্রেরণ করিলেন । সেই পত্রে ক্লেশ সহনে ধৈর্য্য এবং সঙ্কল্পধারণে সৈর্য্য এবং শুদ্ধাচার প্রভৃতি ধর্ম্মের শিক্ষা দিলেন । অবশেষে পৌল সেই নগর হইতে প্রস্থান করিয়া সমুদ্র পথে পূর্বদিকস্থ আস্যা খণ্ডে আগমন করিলেন । তদনন্তর যিরূশলেম নগরে অল্প কাল থাকিয়া যাত্রার শেষে অন্ত্যখীয় নামক পুরীতে পুনর্বার উপস্থিত হইলেন ।

ইতি শ্রীপৌল চরিত্রে পৌল দ্বিতীয় যাত্রা কথন নামে চতুর্থ

অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

অথ পঞ্চম অধ্যায় । ৫ ।

শিষ্যের উক্তি ।

হে গুরো শ্রীপৌল দ্বিতীয় যাত্রা সমাপ্ত করিয়া পরে কি কার্য্য দ্বারা কাল যাপন করিলেন ।

গুরুর উক্তি ।

পৌল পূর্বোক্ত অন্ত্যখীয়া নামক নগরীতে অল্প কাল বাস করিয়া পরে আস্যা খণ্ডস্থ বিশ্বাসি শিষ্য গণকে দর্শন করিতে গমন করিলেন । এবং তাহারদের সকলকে উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপথে স্থির করিয়া শেষে ইফিষা নামক নগরীতে আগমন করিলেন । অপর প্রথমতঃ যহুদিদিগের ভজনাগারে নিত্য গমন করিয়া শ্রীযেশুর আদিষ্ট ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রচার করিলেন । কিন্তু কোন২ কঠোর চিত্ত যহুদি লোক অবিশ্বাস পূর্ব্বক নিন্দা করিয়া সত্য পথের বুদ্ধি রোধ করিতে চেষ্টা করিল । অতএব পৌল নিজ শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই ভজনালায় ত্যাগ করিয়া কোন এক ব্যক্তির পাঠশালায় আপন মতের ব্যাখ্যা করিলেন । সেই নগরে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য প্রচার হওয়াতে তাহা তত্রত্য প্রায় সকল লোকের কর্ণ গোচর হইল । অনন্তর পৌল পরমেশ্বর সকাশাৎ মহাশচর্য্য শক্তি প্রাপ্ত হইয়া লোক সমক্ষে চমৎকার ক্রিয়া বিস্তার করিলেন । কেননা তাঁহার শরীরের পার্শ্ব হইতে রোগি লোকদিগের নিকট বস্ত্র আনীত হওয়াতে রোগি লোকেরা সদ্য সুস্থ হইতে লাগিল । তৎকালে সেই নগরে কোন২ প্রবাসি যহুদি লোক ছিল তাহারা ভূত নিরাকরণার্থ মন্ত্র পাঠ করিয়া উপজীবিকা করিত । তাহারা প্রভুর সেবকগণ কর্তৃক প্রভুর

প্রভাব দ্বারা কৃত ভূরিং আশ্চর্য্য ক্রিয়া কুতূহলে দর্শন করিল। তাহারা মতিভ্রম প্রযুক্ত বোধ করিল যে শ্রীযেশুর নাম মন্ত্রবৎ জপ করাতে ঐ সকল কর্ম সিদ্ধ হইতেছে। অতএব তাহারা দুই ভূতগ্রস্ত এক জন লোকের অনুসন্ধান করিয়া সেই ভূতের নিরাকরণার্থ যেশুর নাম উচ্চারণ করিল। কিন্তু ভূত তাহারদিগকে তিরস্কার করত এই বাক্য কহিল আমি যেশুকে জানি এবং পৌলকেও জানি, কিন্তু হে অক্ষম পুরুষেরা তোমরা কে?। এই কথা বলিয়া ঐ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহারদিগকে আক্রমণ এবং প্রহার করিয়া তাহারা যে গৃহেতে ছিল সেই গৃহ হইতে তাহারদিগের সকলকে ক্ষতাপ্ত করিয়া দূর করিয়া দিল। তাহাতে সমগ্র লোক ভূতের বিক্রমে তাহারদের পরাজয় শুনিয়া চমৎকৃত হইল। এবং এই বলিয়া প্রভু যেশুর মহাশ্চর্য্য পরাক্রম স্বীকার করিল যে তিনিই কেবল ভূতগণের বিক্রম ভগ্ন করিতে পারেন। পরে ভূরিং লোক এই রূপ দৈব শক্তির প্রকাশ দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত প্রভুর অধীনত্ব আশ্রয় করিল। কিন্তু তৎকালে খৃষ্টীয় শিষ্যগণের বুদ্ধি প্রযুক্ত উক্ত নগরে একটা মহা কলহ উপস্থিত হইল। তথাকার লোকেরা অর্ন্তমী নাম্নী এক দেবীর পূজা করিত এবং সেখানে সেই দেবীর এক বৃহৎ মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের অনেক রজতময় প্রতিমূর্ত্তি বিদেশে বিক্রীত হইবার নিমিত্ত সেই নগরে নিৰ্ম্মিত হইত। এবং তথাকার অনেক রজত শিল্পকার লোক সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জন করিত। তাহার মধ্যে দেমেত্রিয় নামক এক জন ধনী ছিল সে ব্যক্তি ঐ কর্ম জীবি ভূরিং লোককে আহ্বান করিয়া কহিল।

দেমেত্রিয়ের উক্তি।

হে মহাশয়েরা এই মন্দিরের আকার নির্মাণ করাতে আমারদের সকলের বিত্ত হয় ইহা তোমরা জান। কিন্তু ঐ পৌল মনুষ্য নির্মিত দেবতার পূজ্য নহে এই কথা প্রচার করত অনেক লোককে দেবার্চনা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। এই রূপে দেব পূজক লোক অল্প হইলে আমারদের জীবনোপায়ে মহা হানি হইবে। এবং সর্ব লোকের বিখ্যাত এখানকার মন্দির অবহেলা স্থান হইবে ও জগৎ পূজ্য মহাদেবীর মহিমাও লোপ পাইবে।

গুরুর উক্তি।

রূপ্যকার লোকেরা এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্বক কহিল “ইফিষা নগরীয় অর্তুমী দেবী জয়যুক্তা হউন”। পরে সমস্ত নগর কোলাহল শব্দেতে সদ্য অস্থির হইলে পৌরজনেরা পৌলের দুই জন সঙ্গিকে ধরিয়া সভায় গমন করিল। কিন্তু কেহ ২ এক কথা কহিল কেহ ২ অন্য কথা কহিল এবং অধিকাংশ সভ্যগণ জানিত না যে কেন ঐ সভা হইয়াছে। তথাকার সকল লোক এই মনে করিল যে সমুদায় যহুদী লোক আমারদের দেবের বিরোধী। অতএব সভার মধ্যে এক জন যহুদীয় লোককে দেখিয়া তাহারা পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া কহিল অর্তুমী দেবী জয়যুক্তা হউন। তখন সেই নগরের অধ্যক্ষ চীৎকারকারি সভ্যগণের কোলাহল নিবৃত্ত করিয়া বাক্পটুতা পূর্বক তাহারদিগকে এই কথা কহিলেন।

পুরাধ্যক্ষের উক্তি।

এই পুরী অর্তুমী দেবীকে এবং স্বর্গ হইতে নিষ্কিপ্ত তৎ

প্রতিমাকে নিত্য দাসীর ন্যায় সেবা করে এ কথা কে না জানে-
অতএব তোমাদের সম্প্রতি স্থির হইয়া থাকা কর্তব্য
এবং বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য করা উচিত নহে।
তোমরা যে দুই জন লোককে এখানে ধরিয়া আনিয়াছ তাহারা
দেবীরও নিন্দক নহে এবং দেবস্ব দ্রব্যেরও অপহারক নহে।
যদি রূপ্যকারদিগের কাহারো সহিত বিবাদ থাকে তবে তা-
হারা ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া তাহারদিগের নামে অভিযোগ করুক
কিন্তু যদি তোমাদের আর কোন বাঞ্ছা থাকে তবে নিয়ত
সমাজে তাহার নিষ্পত্তি হইবেক। সকল লোকে কলহ
করিয়া এই প্রকারে একত্র হওয়াতে আমরা সমাজের সমীপে
দণ্ডার্থ হইতে পারি।

গুরুর উক্তি।

ঐ ধীর এবং বাক্য পণ্ডিত পুরাধ্যক্ষ এই কথা কহিয়া পারিষদ
সকলকে সভালয় হইতে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।
সেখানে কলহ নিবৃতি হইলে পৌল ঐ নগরে আর থাকিতে
অনিচ্ছু হইয়া অবিলম্বে দেশান্তরে গমন করিতে মানস করিলেন।
পিতা যেমত পুত্রের সুস্থতা করিতে সর্বদা চেষ্টা করে পৌল
তদ্রূপ নিজ শিষ্যগণকে ধর্মে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিতেন।
তৎকালে কোন২ করিষ্ট্রীয় এবং গলতীয় শিষ্যেরা নানা
প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া সৎপথের অতিক্রমণ কিঞ্চিৎ করিয়া
ছিল। পৌল তাহারদের কর্তৃক সত্য পথের ব্যতিক্রম দেখিয়া
তাহারদের উপদেশের নিমিত্ত তাহারদের নিকট কএক লিপি
প্রেরণ করিলেন। এস্থলে সেই সকল লিপির সংক্ষেপ বর্ণনা
করিবার প্রয়োজন নাই পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপুস্তকে তাহার বিস্তার
দেখিতে পাইবেন। উক্ত কলহের শেষ হইলে পৌল ইফিষ

নগর হইতে প্রস্থান করিয়া মাকদন্য নামক দেশে পুনর্বার যাত্রা করিলেন। এবং সেই দেশের সর্বত্র খৃষ্টীয় লোকদিগকে উপদেশ করিয়া করিন্থ নগরে আগমন করিলেন যেখানে ভূরিং শিষ্য ছিল। অপর সেখানে প্রভুর কর্মে তৎপর হইয়া তিন মাস বাস করিয়া সঙ্গিগণের সহিত পুনশ্চ আসিয়া খণ্ডে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এবং ত্রোয়ানাম্বী এক পুরীতে উপস্থিত হইয়া রবিবারে তত্রত্য শিষ্যগণকে উপদেশ করিলেন। সেখানে উপরিস্থ এক শালায় সকলে সমাগত হইলে এক জন যুবক তাহার উচ্চ বাতায়নে উপবিষ্ট ছিল। পৌল অন্ধ রাত্রি পর্যন্ত বদ্ধতা করাতে ঐ যুবক পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা দ্বারা পরাজিত হইল। তাহাতে সে ব্যক্তি উচ্চ বাতায়ন হইতে বাহিরে নীচে পতিত হইল এবং লোকে তাহাকে উঠাইয়া দেখিল যে সে গতাস্থ হইয়াছে। তখন পৌল অবরোহণ করিয়া তাহাকে আপনার কোড়ে লইয়া কহিলেন তোমরা ব্যাকুল হইও না এই যুবক প্রাণ ত্যাগ করে নাই। এই প্রকার আশ্চর্য্য রূপে ঐ যুবকের বন্ধুগণ তাহাকে পুনর্জীবিত দেখিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর পৌল সেই নগর হইতে প্রস্থান করিয়া সমুদ্র তীরে মিলেতানামক অন্য এক পুরীতে সমুদ্র পথ দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিলেত নগর পূর্বোক্ত ইফিষ নগরের দক্ষিণে অতি নিকটস্থ ছিল। পৌল ঐ ইফিষ নগরে গমন করিতে অবকাশ না পাইয়া সেখানকার শিষ্য মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠ গণকে আপন নিকটে আহ্বান করিলেন। পরে তাহারা সকলে তাঁহার নিকট সমাগত হইলে তিনি অত্যন্ত প্রেম সংযুক্ত এই বাক্য কহিলেন।

শ্রীপোলের উক্তি ।

হে প্রিয়েরা পূর্বে আমি বহু দিবস পর্যন্ত তোমাদের নিকট থাকিয়া কি প্রকার নিত্য ব্যবহার করিয়াছি তাহা তোমরা জান। আমি সর্বদা অহঙ্কার শূন্য ছিলাম এবং শত্রু পক্ষে বাধা জন্মাইলেও সহিষ্ণুতা করিয়া সংপ্রভু যেশুর সেবাতে তৎপর ছিলাম । আমি কখন কাহার স্বর্ণরূপাদি গ্রহণ করি নাই এবং সর্বদা পরিশ্রম দ্বারা আপনার জীবিকা নির্বাহ করিয়াছি ইহা তোমরা জান । আমি সম্প্রতি পরমেশ্বর দ্বারা প্রেরিত হইয়া যিরূশালেম নগরে গমন করিতেছি সেখানে আমার প্রতি বাহা ২ ঘটিবে তাহা আমি জানি না । কিন্তু পবিত্রাত্মার প্রবোধন দ্বারা আমি এই মাত্র জানি যে আমাকে বন্ধনাদি নানা ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে । তথাপি প্রভু দ্বারা সম্পন্ন ভ্রাতৃগণের সংবাদ প্রসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমি ক্লেশ ভোগ করিতে এবং নিজ প্রাণ ত্যাগ করিতেও উদ্যত আছি কিন্তু হে প্রিয়েরা তোমরা পূর্বে বহু দিবস আমার সঙ্গে ছিল। আমি বোধ করি তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবা না । অতএব আমি তোমাদের সকলকে পরমার্থ বিষয়ে প্রবোধিত করিয়া তোমাদের বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে নির্দোষ আছি, তোমরা ইহা জানিও । কেননা আমি সচুপদেশের কোন অংশ তোমাদের নিকটে গোপন না করিয়া ঐশ্বরিক সমস্ত আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়াছি । অতএব প্রভু যে মণ্ডলীর রক্ষার্থ আপনার শৌণিত পাত করিয়াছিলেন তোমরা অধ্যক্ষ হইয়া যত্নপূর্বক তাহার রক্ষা কর । হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ যাহার বাক্য তোমাদের দিগকে স্থিরীকৃত করিয়া পরমগতিতে নীত করিতে সমর্থ সেই ঈশ্বরের নিকট আমি তোমাদের দিগকে সমর্পণ করিতেছি ।

গুরুর উক্তি ।

পৌল এই কথা কহিয়া জানুপাত পূর্বক ঐ সকল অধ্যক্ষের সহিত পরমেশ্বরের প্রার্থনা করিলেন । পরে ঐ গুরু বৎসল লোকেরা তাঁহার প্রস্থান কালে তাঁহার বিয়োগে দুঃখান্বিত হইয়া রোদন করিতে ২ তাহাকে গলায় ধরিয়া চুম্বন করিল । তিনি কহিয়াছিলেন তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবা না । একারণ তাহারা বিশেষতঃ খেদিত হইল । পৌল নৌকারোহণ করিয়া নিজ সঙ্গিগণের সমভিব্যাহারে সমুদ্র পথে তুরা নামে বিখ্যাত নগরে গমন করিলেন । সেখানকার কতিপয় শিষ্য পবিত্রাত্মাতে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে কহিল যে তোমার যিরূশালেম নগরে গমন করা উচিত নহে । আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি শিষ্যেরা তাঁহার প্রস্থান সময়ে তাঁহার সহিত নগরের বাহির পর্য্যন্ত আইল । তখন সকলে সমুদ্র তীরে আসিয়া জানুপাত পুরঃসর পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিল । তাহার পর পৌল প্রস্থান করিয়া কৈসারিয়াতে সমাগত হইয়া ফিলিপ্পের গৃহে আপন সঙ্গিগণের সহিত বাস করিলেন । অগব নামক এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা সেই গৃহে গমন করিয়া পৌলের কটি বস্ত্রেতে আপন হস্ত পাদ বন্ধন করিলেন । এবং কহিলেন “এই বস্ত্র যে ব্যক্তির সেই ব্যক্তি যিরূশালেমীয় শত্রুগণ দ্বারা বদ্ধ হইয়া রোমীয় লোকদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে” । পৌলের স্নেহকারি বন্ধুগণ এই কথা শুনিয়া সকলেই যত্ন পূর্বক তাঁহাকে নিষেধ করিল যে তুমি যিরূশালেম নগরে যাইও না । কিন্তু পৌল তাহারদিগকে কহিলেন হে প্রিয় ভাতৃগণ তোমরা আপনারদের ক্রন্দন দ্বারা আমার অন্তঃকরণে ক্লেশ দেও কেন । তোমরা

জানিও যে আমি প্রভুর নিমিত্ত যিরূশালেমপুরে কেবল বন্ধ হইতে নহে কিন্তু আপনার জীবন ত্যাগ করিতেও উদ্যত আছি। পরে তাঁহার বন্ধুগণ যিরূশালেমে গমন করিতে তাঁহার স্থির সঙ্কল্প দেখিয়া ধীরত্ব অবলম্বন পূর্বক কহিল ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। তদনন্তর পৌল কতিপয় বন্ধুর সহিত সেই নগর ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে যিরূশালেমপুরে উপস্থিত হইলেন। ইতি শ্রীপৌল চরিত্র গ্রন্থে পৌলের তৃতীয় যাত্রা কখন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

অথ ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

শিষ্যের উক্তি।

পৌল শ্রীযেষু খৃষ্ট হস্তাদের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সেখানে কি ২ কর্ম করিলেন এবং কি ২ দুঃখই বা ভোগ করিলেনহে গুরো তাহা কহিতে আজ্ঞা হউক। ৫।

গুরুর উক্তি।

পৌল যিরূশালেম নগরে নিজ সঙ্গিগণের সমভিব্যাহারে আগত হইলে তথাকার শিষ্যগণ অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিল। পরদিন প্রধান শিষ্যেরা সভা মধ্যে আসিয়া মিলিত হইলে তিনি তাহারদিগের নিকট বিজাতীয় লোক কর্তৃক যেষু ধর্মাবলম্বনের কথা প্রচার করিলেন। প্রধান শিষ্যেরা প্রভু ধর্মের এতাদৃশ বৃদ্ধির বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দ পূর্বক পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিল। পরে কতিপয় যহুদি লোক পৌলকে ঈশ্বরের মন্দিরে থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে বল পূর্বক ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল।

যহুদিগণের উক্তি।

ও হে যহুদি লোকেরা এ স্থলে সহায়তা কর, এই ব্যক্তি সর্বত্র

আমাদের জাতির এবং পুণ্য শাস্ত্রের নিন্দা করে এবং মন্দিরের মধ্যে অপবিত্র যবনদিগকে আনিয়া এই পুণ্যতম স্থানকে অপবিত্র করিয়াছে।

গুরুর উক্তি।

পরে পৌরজন সকল ক্ষুব্ধ হইয়া শীঘ্র মন্দিরে আইল এবং পৌলকে ধরিয়া আকর্ষণ পূর্বক মন্দিরের বাহিরে লইয়া গেল। তাহারা তৎকালেই তাঁহাকে হত করিতে উদ্যত হইলে রোমীয় সেনাপতি শুনিলেন যে নগরেতে কলহ হইয়াছে। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্য সামন্ত লইয়া পৌল তৎকালে যহুদিগণ দ্বারা ধৃত হইয়া যেখানে ছিলেন সেই স্থলে শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। যহুদি লোকেরা সেনাপতি এবং পদা-তিকদিগকে নিকটে আগত দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত পৌলের বধ হইতে নিবৃত্ত হইল। কিন্তু সেনাপতি পৌলকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ ব্যক্তি কে? এবং দণ্ডাই কি কর্ম করিয়াছে?। পরন্তু কোলাহল প্রযুক্ত ঐ বিষয়ের তথ্য নিশ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া এই আদেশ করিলেন যে এই ব্যক্তিকে দুর্গের অন্তরে লইয়া আইস। পদাতিরা দুর্গের প্রতি গমন করত যখন সোপানে আরোহণ করিল তৎকালে পৌলের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে উঠাইয়া আপ-নারাই বহন করিয়া লইয়া গেল। কেননা সকল লোক তাঁহার হিংসা করিতে উদ্যত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মার ২ বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। পরে পৌল দুর্গের অন্তরে নীত হইয়া সেনাপতির অনুমতি ক্রমে লোকদিগের নিকট বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজ দেশীয়

যহুদি ভাষাতে কথা কহিতেছেন লোকেরা ইহা শুনিয়া একাগ্র-
 চিত্তে নীরব হইয়া রহিল। তখন তিনি আদ্যোপান্ত নিজ চরিত্র।
 ব্যক্ত করিলেন যথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বে কথিত হইয়াছে।
 আদৌ প্রভুর ধর্মের এবং তাঁহার শিষ্যগণের বাধক হইয়া
 পরে তাঁহার দর্শন পাইয়া যে প্রকারে তাঁহার সেবক হইবেন
 এবং প্রভু তাঁহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম সর্বত্র প্রচার করিবার
 নিমিত্ত যে রূপে নিযুক্ত করেন এই সকল কথা বলিলেন।
 পৌল বক্তৃত্তা সমাপন কালে বিজাতীয় লোকদিগের নিকট
 সত্য ধর্মের প্রসিদ্ধির নিমিত্ত আপনার নিয়োগ এই রূপে
 প্রচার করিলেন।

শ্রীপৌলের উক্তি।

আমি একদা ঈশ্বর মন্দিরে প্রার্থনা করত শ্রী যেশুর দর্শন
 পাইয়া এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলাম। “তুমি শীঘ্র যিরূ-
 শালেম্পুর হইতে প্রস্থান কর কেননা এখানকার লোকেরা
 আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না”। কিন্তু আমি
 কহিলাম “হে স্বামিন্ আমি পূর্বে তোমার ধর্ম রোধক হইয়া
 ভক্তগণকে পীড়া দিয়াছি এবং তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ
 করিয়াছি। এবং হে স্বামিন্ যখন তোমার ভক্ত স্তম্ভিত হত
 হইলেন তখন তাহার বধ কারকদিগের সহকারী হইয়াছিলাম।
 হে নাথ অত্রত্য লোকেরা জানে যে আমি পূর্বে তোমার
 ঐ রূপ বিপক্ষ থাকিয়া এক্ষণে সেবক হইয়াছি। অতএব
 ধর্ম বিষয়ক মতে আমার এতাদৃশী পরাবৃতি বিবেচনা করিয়া
 তাহারা তোমার উদ্দেশে আমার বচন কদাচিৎ বিশ্বাস করিতে
 পারে “প্রভু এই কথা শুনিয়া আমাকে আত্মা করিলেন

এই নগর হইতে তুমি প্রস্থান কর যেহেতু আমি তোমাকে অন্য জাতীয় লোকদিগের প্রতি দূত রূপে প্রেরণ করিতেছি।

গুরুর উক্তি।

যহূদি লোকেরা নীরব হইয়া পৌলের এই পর্য্যন্ত উক্তি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক শ্রবণ করিল কিন্তু যহূদিদের এবং ইতর লোকেরদের প্রতি পরমেশ্বরের সমান দৃষ্টি এই অপ্রিয় বাক্য শুনিবামাত্র তাহারা ক্রোধ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল।

যহূদীয়দিগের উক্তি।

এমত দুরাত্ম ব্যক্তিকে অবিলম্বে বধ কর পৃথিবীতলে ইহার জীবন থাকা কখন উপযুক্ত নহে।

গুরুর উক্তি।

তাহারা এই রূপে চীৎকার করিয়া উদ্বেগু ধূলিক্ষেপ করিলে সেনাপতি তৎক্ষণাৎ পৌলকে দুর্গের অন্তরে আনয়ন করিলেন। এবং তাহারা কি নিমিত্ত তাঁহার নামে অভিযোগ করিতেছে তাহা জানিবার কারণ তাঁহার উপর কশাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর পৌল প্রহারিত হইবার নিমিত্ত পদাতিক দ্বারা বদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি রোমীয় পৌর জন আমাকে প্রহার করা কি ন্যায্য। তৎকালে সেনাপতি “উনি রোমীয় পৌর জন” ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে তাহার প্রহার হইতে নিরস্ত করিলেন কিন্তু উনি কি কারণ যহূদিদিগের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াছেন সেনাপতি তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত তাহারদের প্রধানদের এক সভা করিলেন। প্রধান যাজকাদি লোকেরা সেই সভা মধ্যে একত্র মিলিত হইলে তিনি পৌলকে তাহারদের

সাক্ষাতে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অনন্তর পৌল সভাস্থ জনগণের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া আপনার নিদোষত্ব সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত এই রূপ বাক্য কহিতে উপক্রম করিলেন।

পৌলের উক্তি।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি অদ্য পর্য্যন্ত শুদ্ধ চিত্তে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সর্বদাই আচরণ করিয়াছি।

গুরুর উক্তি।

প্রধান যাজক তাহা শুনিয়া পৌলের পার্শ্বস্থ জনগণকে অন্যায় আদেশ করিলেন ইহার মুখে চপেটাঘাত কর। পৌল এই অযোগ্য আদেশ শ্রবণ করিয়া এই কথা কহিলেন “তুমি কেবল বাহিরেই শুদ্ধাত্মা, ঈশ্বর তোমাকে প্রহার করিবেন। তুমি শাস্ত্র সম্মত আমার বিচার করিবার জন্য এই সভাতে উপবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত কি আমাকে আঘাত করাইতে চাহ?। পার্শ্বস্থ লোকেরা পৌলের মুখ হইতে নিন্দাবাদ শুনিয়া তাঁহাকে কহিল “তুমি কি ঈশ্বরের প্রধান যাজককে নিন্দা করিতেছ”?। কিন্তু তিনি কহিলেন “ইনি প্রধান যাজক, আমি তাহা জানি না, কেননা শাস্ত্রের বচন এই যে লোকাধিপতির নিন্দা করিবেক না”। সেই সভার মধ্যে সাদুক্য মতাবলম্বি কতিপয় লোক ছিল তাহারা প্রেতের পুনরুত্থান এবং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। তথায় ফরীষ্য নামক সম্প্রদায়ের মতানুবর্তি অন্যান্য কএক লোকও ছিল তাহারা প্রেতের পুনরুত্থান এবং আত্মার অস্তিত্ব মান্য করিত। ক্রীপৌল ঐ দুই সম্প্রদায়ের মতের ভিন্নতা জানিয়া সভা মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ উক্তি করিলেন।

পৌলের উক্তি ।

হে ভ্রাতৃগণ আমি ফরীষ্য এবং ফরীষ্যের সন্তান, আমি মৃত লোকের পুনরুত্থান বিষয়ে তোমাদের নিকটে অভিযুক্ত হই-
তেছি ।

গুরুর উক্তি ।

এই কথা উক্ত হইবা মাত্র সেই সভা তৎক্ষণাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়াতে দলাদলি হইল এবং দুই পক্ষের মধ্যে মহা কোলাহল উৎপন্ন হইল । অনন্তর কোন ফরীষ্য লোক বিপক্ষ বাদিদিগের প্রতি ঘৃণা প্রযুক্ত পৌলের পক্ষ হইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক এই বাক্য কহিল ।

ফরীষ্যদিগের উক্তি ।

আমরা এই পুরুষে কোন দোষ দেখি না, বোধ করি কোন স্বর্গীয় দূত কিম্বা আত্মা ইহাকে উপদেশ করিয়াছেন ।

গুরুর উক্তি ।

পরে সেখানে অত্যন্ত কলহ উপস্থিত হওয়াতে সেনাপতি এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন পাছে সভাস্থ লোকেরা পৌলকে খণ্ড করে । অতএব তিনি নিজ সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহারদের দ্বারা সভাসদ লোকদিগের বল হইতে খ্রীপৌলকে উদ্ধার করিয়া অন্য এক দুর্গে লইয়া গেলেন । কিন্তু খ্রী প্রভু যেশু নিজ ভক্ত রক্ষক এবং দয়ালু, রাত্রি কালে দর্শন দিয়া পৌলকে এই রূপে সান্ত্বনা করিলেন ।

খ্রীযেশুর উক্তি ।

হে পৌল তুমি নির্ভয় হইয়া থাক, তুমি যেমন এই নগরে

আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছ রোমাপুরীতেও তদ্রূপ সাক্ষ্য দিতে হইবেক।

গুরুর উক্তি।

তৎকালে পৌলের রক্ত পিপাসু কতিপয় যহুদি লোক পরস্পর শপথ পূর্বক এই ছুড় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। যথা “যাবৎ আমরা পৌলকে বধ না করিব তাবৎ অন্ন জল গ্রহণ করিব না এই আমারদের পণ”। সেনাপতি এই প্রতিজ্ঞার বার্তা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র পৌলের রক্ষার্থ এই সছুপায় কল্পনা করিলেন। তৎকালে যিরূশালেম পুরী হইতে প্রায় তিন শত ক্রোশ দূরে কৈসরৈয়া নামে এক নগরী ছিল। ঐ নগরীতে ফেলীক নামে এক ধূর্ত রোমীয় প্রদেশাধিপতি তৎকালে বাস করিয়া যিহুদিদিগের শাসন করিত। অতএব সেনাপতি পৌলকে সৈন্য দ্বারা রক্ষিত করিয়া রাত্রিযোগে কৈসরৈয়া পুরীতে সেই অধিপতির পাশ্বে পাঠাইয়া দিলেন। এবং তাঁহার আপনার নিকটে পৌলের বিষয়ে যাহা ২ ঘটয়াছিল সে সকল লপি দ্বারা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ঐ অধিপতি(ফেলীক) সেনা পতির পত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং সেনা দ্বারা পৌলকে আপন সাক্ষাতে আনীত দেখিয়া তাঁহাকে রাজ বাটীতে রাখাইলেন। পরে পাঁচ দিন গত হইলে প্রধান যাজক আপনার সঙ্গি সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া পৌলের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা বাক্য বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিলেন। “এই ব্যক্তি যহুদিদিগের মধ্যে সর্বদা কলহ উত্থাপন করে এবং পবিত্র মন্দিরকে অপবিত্র করে” ইত্যাদি। অনন্তর তাহাদিগের দ্বারা এক জন বাক্পটু রোমীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত হইয়া দুষ্ঠ অধিপতির শ্রাঘা পূর্বক এই বাক্য কহিল।

অভিযোক্তার উক্তি ।

এই দুই লোক সংসারের সর্বত্র ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া যহুদিদিগের মধ্যে সর্বদা কলহ উৎপন্ন করে । অপর যিরুশালেম পুরীতে আগমন করিয়া তথাকার ঈশ্বরীয় পুণ্য মন্দির অপবিত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ।

গুরুর উক্তি ।

ঐ মিথ্যা বাদি অভিযোক্তার বাদ সমাপ্ত হইলে পৌল অধিপতির আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন ।

শ্রী পৌলের উক্তি ।

হে স্বামি, কি মন্দিরের মধ্যে কি ভজনালয়ে কি নগরের কোন স্থানে, আমি কোথাও কখন কলহ উৎপন্ন করি নাই । এই সকল লোকেরা আমার প্রতি সম্প্রতি যে ২ বিষয়ে অভিযোগ করিতেছে ইহারা তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ দিতে পারিবে না । যদিও ইহারা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করে তথাপি আমি পুণ্য শাস্ত্রেতে বিশ্বাস করিয়া আমার পৈতৃক ঈশ্বরকে সেবা করি । অপর প্রেত লোকের পুনরুত্থান হইবে তাহা ইহারা স্বয়ং যেমত স্বীকার করে আমিও তদ্রূপ তাহার আশা করি । আর আমি সর্বতোভাবে ঈশ্বরের এবং মনুষ্যের নিকট যাহাতে নির্দোষ হইতে পারি তন্নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন পূর্বক যথার্থ আচরণ অভ্যাস করি ।

গুরুর উক্তি ।

প্রদেশাধিপতি (ফেলীক) পৌলের এতদ্রূপ সমস্ত বাক্য শুনিয়া তদ্বিষয়ে বিচার নিষ্পত্তি করিতে বিলম্ব করিলেন । এবং এই আদেশ করিলেন যে পৌল যেন কোন দুঃখ না পাইয়া রক্ষিত হইয়েন এবং তাঁহার বন্ধুরা তাহার সেবার্থ আসিতে পায় ।

পরে ঐ অধিপতি নিজ পত্নীর সহিত আসিয়া পৌলকে সম্বোধন পূর্বক খৃষ্টীয় মতের উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন। তাহাতে পৌল পরিমিত ভোগ প্রভৃতি সকল ধর্মের উপদেশ করিয়া ভবিষ্যৎ বিচারেরও কথা নিবেদন করিলেন। ৭৮। দু-রাত্না অধিপতি ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার দুষ্টি-চার স্মরণ করত দণ্ডের ভয়ে কম্পিত হইল। এবং পৌলকে এই কথা কহিল “আমার অবকাশ হইলে তোমাকে আহ্বান করিব তুমি এক্ষণে গমন কর”। ঐ দুষ্টি অধিপতির এই প্রত্যাশা ছিল যে পৌল আপনার উদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে ধন দিবেক। অতএব সে ব্যক্তি পৌলকে পুনঃ ২ আপনার নিকট আহ্বান করিয়া তাহার সহিত সর্বদা কথোপকথন করিত। তদনন্তর বর্ষ দুয়ের পর ফেস্তু নামক অন্য এক জন রামীয় মহৎ লোক সেই প্রদেশ শাসন করিবার নিমিত্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইল। ফেলীক যহূদিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইচ্ছান্বিত ছিল অতএব সে প্রস্থান সময়ে পৌলকে বদ্ধ রাখিয়া যায়। পরে তিন দিবস গত হইলে নূতন অধিপতি ফেস্তু কৈসরৈয়া নগরী হইতে গমন করিয়া যিরূশালেম পুরে আগমন করিলেন। অনন্তর প্রধান যাজকেরা পৌলকে নাশ করিবার নিমিত্ত পুনশ্চ কুমন্ত্রণা করিয়া ফেস্তুের সম্মুখে তাহার নামে অভিযোগ করিল। এবং পশ্চিমধ্যে পৌলকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া পৌল বিচারিত হইবার নিমিত্ত এই নগরে আনীত হউক এই প্রার্থনা ফেস্তুের নিকট করিল। কিন্তু ফেস্তু কহিলেন আমি স্বয়ং কৈসরৈয়াতে শীঘ্র গমন করিব অতএব তোমরা সেখানে গিয়া তাহার নামে অভিযোগ

করিও । অল্প দিন পরে ফেস্তু কৈসারিয়াতে উপস্থিত হইলেন এবং বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া পৌলকে আহ্বান করিলেন । ৮৯ । তখন বিরোধি যহুদিরা পৌলকে বেষ্ঠন করিয়া তাহার প্রতি ভূরি ২ অপ্রমাণ দোষারোপ করিল । কিন্তু তিনি কহিলেন আমি কখন পরমেশ্বরের মন্দির অশুচি করি নাই এবং শাস্ত্র কিম্বা রাজ শাসনও লঙ্ঘন করি নাই । ফেস্তু এই উত্তর শ্রবণানন্তর যহুদিদিগের পক্ষে হইয়া তাহারদিগকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে পৌলকে এই রূপ উক্তি করিলেন ।

ফেস্তুের উক্তি ।

আমি যিরূশালেম পুরে তোমার বিষয়ে বিচার করিব তন্নিমিত্ত তুমি কি ঐ নগরে গমন করিতে স্বীকার করিব । !

গুরুর উক্তি ।

পৌল পক্ষপাতি প্রাড়িবাকের এই উক্তি শুনিয়া আপনার রক্ষার্থ এই উত্তর করিলেন ।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

আমি এক্ষণে সম্রাটের এই বিচারাসন আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান আছি অতএব তুমি এই স্থলেই আমার বিচার করিতে যোগ্য হও । আমি যহুদিদিগের প্রতি অপরাধের লেশও করি নাই তুমি অনুসন্ধান করিয়া ইহা নিশ্চয় জান । ৯৬ । আমি যদি বধ দণ্ডের যোগ্য কোন দুষ্কর্ম করিতাম তবে আমি স্বয়ং প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতাম । কিন্তু এই সকল লোক যদি আমার বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ করে তবে তাহাদের তুষ্টির নিমিত্ত আমার হিংসা করিতে কাহারও অধিকার নাই । অতএব আমি তোমার বিচারে সন্তুষ্ট হইব না, আমি

এই যাজ্ঞা করি যে সম্রাট স্বয়ং আমার বিষয়ে আজ্ঞা প্রচার করুন ।

গুরুর উক্তি ।

তখন ফেস্তু নিজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পৌলকে কহিলেন তুমি নিজ প্রার্থনানুসারে সম্রাটের নিকট গমন করিতে পাইবা । । তৎকালে অগ্রিষ্ট নামে যহুদি বংশীয় এক জন রাজা ছিলেন তিনি যহুদার উত্তরাংশে কোন জনপদের শাসন করিতেন । তিনি তখন ফেস্তুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া বর্ণীকী নামিকা আপন ভগিনী সমতিব্যাহারে কৈস-রৈয়াতে আগমন করিলেন । তাঁহারা দুই জন কিয়ৎ কাল সেই নগরে বাস করাতে ফেস্তু অগ্রিষ্টকে পৌলের সকল বৃত্তান্ত কহিলেন । ১০৩ । তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগের বিষয়ে আদ্যাবধি যে ২ ঘটনা হইয়াছিল সে সকল বর্ণনা করিয়া অবশেষে এই বাক্য কহিলেন ।

ফেস্তুর উক্তি ।

হে রাজন্ আমি মনে করিয়াছিলাম যে পৌল রাজ দণ্ডার্থ কোন মহৎ দোষ নিঃসন্দেহ করিয়াছে । কিন্তু সে ব্যক্তি যখন আমার সম্মুখে বিচারের নিমিত্ত আনীত হইল তখন বাদিরা তাহার চরিত্রে তাড়ন কোন দোষারোপ করিতে পারিল না । পরন্তু তাহারদের নিজ ধর্মের কোনও প্রস্তাবে তাহারা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া আমার নিকটে অভিযোগ করিল । এবং যেশূ নামক এক জন স্মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পৌলের সহিত যহুদিদিগের বাগ্যুদ্ধ হইয়াছিল । সেই যেশূ নামা পুরুষ অদ্যাপি জীবিত আছেন পৌল এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া যত্র পূর্বক তাহা ধারণ করিলেন । আমি এ প্রকার

বিবাদের বিচারে সংশয়াপন্ন হইয়া পৌলকে কহিলাম তুমি কি বিচারের নিমিত্ত যিরূশলেম নগরে যাইতে ইচ্ছা কর। কিন্তু পৌল স্বীকার না করিয়া আমাকে এই রূপ প্রত্যুত্তর করিলেন “সম্রাটের সমক্ষে আমার বিষয়ে বিচার নির্ণয় হউক”। অতএব আমি আদেশ করিলাম যে সে ব্যক্তি যাবৎ সম্রাটের নিকট প্রেরিত না হয় তাবৎ এই নগরে রক্ষিত হউক। রাজা এই কথা শুনিয়া কহিলেন আমি তাহার আপনার বিষয়ে পুনশ্চ উত্তর প্রদান শুনিতে বাসনা করি। অধিপতি রাজার এই বাসনা শুনিয়া তাহাতে সন্মত হইয়া কহিলেন “হে রাজন্ তুমি কল্য তাঁহার বাক্য শুনিতে পাইবা”। পর দিবস অগ্রিষ্ট রাজা নিজ ভগিনী এবং প্রধান লোক সমভি-
 ব্যাহারে রাজকীয় শোভায় ধর্ম সভায় উপস্থিত হইলেন। ফেস্তু পৌলকে ডাকাইয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাক্য সভাসদ লোকের নিকট উক্তি করিলেন। তাহার পর অগ্রিষ্ট রাজা পৌলকে এই রূপ কহিলেন হে পৌল তুমি এক্ষণে আপ-
 নার বিষয়ে উত্তর কর। পৌল ভূপতির অনুমতি পাইয়া হস্ত বিস্তার পূর্বক সভাসদ গণের মধ্যে প্রভাব বিশিষ্ট এই বাক্য কহিলেন।

পৌলের উক্তি।

হে রাজন্ যহুদি জাতির মধ্যে যে সকল রীতি চলিত আছে এবং যে ২ তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে আপনি সে সকলি জানেন। অতএব হে ভূপ অদ্য আমার পরম ভাগ্য যে তোমার সাক্ষাৎ আপনার বিষয়ে উত্তর করিতে আমি অনুমতি পাইয়া-
 ছি, হে রাজন্ আপনি ধৈর্য্য পূর্বক আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমার ঘোষণাবধি কি প্রকার আচার হইয়াছে তাহা

আমার সজাতীয় যহুদিরা সকলি জানে । যহুদিগণের মধ্যে যে পথ সর্বশুদ্ধতম রূপে স্বীকৃত, আমি সেই পথ অবলম্বন করিয়া সর্বদা যত্ন পূর্বক ধর্মাচরণ করিতেছি । হে রাজন্ পরমেশ্বর যে ভ্রাতার বিষয়ে পূর্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন আমারদের বংশ শ্রদ্ধা পূর্বক তাহাই লাভ করিতে প্রতীক্ষা করে । হে মহীপতি সেই প্রতিজ্ঞাত চির বাঞ্ছিত ভ্রাতার উদ্দেশে আমি এক্ষণে যহুদিদিগের কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছি । হে রাজন্ পরমেশ্বর যে প্রেত লোকদিগকে মৃত্যুদেশ হইতে পুনরুত্থান করাইবেন এই মত আপনার কেন অসম্ভব বোধ হয়? । আমি পূর্বতন কালে আপনার মনে ২ চিন্তা করিয়াছিলাম যে যেমূর পথে ব্যাঘাত করা আমার নিতান্ত কর্তব্য । অতএব প্রধান যাজকদিগের নিকট অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আমি প্রভুর অনেক ভক্তগণকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলাম । এবং তুরাত্মা হইয়া সমস্ত ভজনা-লয়ে পর্য্যটন করিয়া ভূরি ২ ভীকু শিষ্যগণের দ্বারা যেমূর নিন্দা করাইয়াছিলাম । আর সৎপ্রভুর সেবকেরদের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত উন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাহারদের বাধা জন্মাইয়াছিলাম । ঐ সকল দুষ্কর্ম সিদ্ধির নিমিত্ত আমি যৎকালে দমস্কাখ্য নগরে যাইতেছিলাম তৎকালে পথি মধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল । মধ্যাহ্ন কালে রৌদ্র অপেক্ষাও অধিক তেজস্বি এমত এক মহাদীপ্তি অকস্মাৎ আকাশ হইতে আসিয়া আমার উপর প্রকাশিত হইল । আমি সেই জ্যোতির প্রতাপে পৃথিবী তলে পতিত হইয়া “হে শৌল তুমি কেন আমার বাধা জন্মাইতেছ’

এই বাক্য শ্রবণ করিলাম । আমি ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “হে প্রভো তুমি কে? প্রভু উত্তর করিলেন “যে যেমুকে তুমি বাধা দিতেছ আমি সেই” । তিনি আরও কহিলেন “তুমি যাহা দেখিলা এবং আমি তোমাকে যাহা দেখাইব তুমি সে সকল প্রচার করিবার নিমিত্ত দূত স্বরূপ নিযুক্ত হইবা । ভ্রমাক্ত চিত্ত মর্ত্য লোক সকল যাহাতে জ্ঞান দৃষ্টি প্রাপ্ত হইতে পারে এবং তামস রাজের বল হইতে মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারে আর আমার ভক্তগণের সমাজে উত্তম পদ লাভ করিতে পারে এতদর্থে আমি তোমাকে তাহারদের নিকট প্রেরণ করিতেছি । হে রাজন্ অগ্রিষ্ট আমি এই রূপে প্রভুর অদ্ভুত দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । এবং দেশ বিদেশে গিয়া সকল লোককে এই প্রবোধ দিয়াছি যে কুপথ ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের সেবা করা উচিত । যহুদিলোকেরা এতদ্রুশ উদ্যম দেখিয়া ক্রুদ্ধ হওত আমাকে মন্দিরের মধ্যে বল পূর্বক ধরিয়া বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু হে রাজন্ আমি স্বয়ং ঈশ্বরকে সহায় পাইয়া অদ্য পর্য্যন্ত ঐ মঙ্গল বার্তা প্রচার করত স্থির আছি । প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তারা যে ২ ভাবি বিষয় উক্ত করিয়াছিলেন আমি তাহারি সিদ্ধি প্রচার করিতেছি তদ্যতীত অন্য কিছু করি নাই । অতএব বাদিরা যে মতের উদ্দেশে আমার বিপক্ষে অভিযোগ করিতেছে তাহা সর্বতোভাবে আমারদের শাস্ত্রানুযায়ি ।

গুরুর উক্তি ।

ফেস্তু পৌলের উক্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই প্রত্যুত্তর

করিলেন “ হে পৌল তুমি পাণ্ডিত্য বাহুল্য প্রযুক্ত হত বুদ্ধি হইয়াছ” । কিন্তু পৌল কহিলেন “ হে মহাশয় আমি হত বুদ্ধি নহি কিন্তু বিচার সংযুক্ত সত্য বাক্য সকল কহিতেছি, । অগ্রিষ্ট রাজা শ্রীযেষু বিষয়ক কথা জানেন এবং এই সকল ঘটনা নির্জনে হয় নাই, । অতএব আমি ঐ বৃত্তান্তে সুপরিচিত অগ্রিষ্ট রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয়ে এই বাক্য কহিলাম । হে নৃপ তুমি কি ভবিষ্যদ্বাদিগণের বাক্য সত্য বলিয়া মান্য কর ? তুমি নিঃসন্দেহ তাহারদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাক” । রাজা ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন “ তোমার কথাতে খৃষ্টের সেবক হইতে আমার প্রায় প্রবৃত্তি হইতেছে” । পৌল ঐ ক্ষুদ্রমনা রাজার বাক্য শুনিয়া আপনার শৃঙ্খলাবিত দুই হস্ত বিস্তার করিয়া এই কথা কহিলেন ।

পৌলের উক্তি ।

আমার প্রার্থনা এই যে মহারাজ এবং অন্যান্য সভাসদ আমার শৃঙ্খল বর্জিয়া প্রায় আমার সঙ্গ না হইয়া যেন সর্বতোভাবে আমার সঙ্গ হইয়েন ।

গুরুর উক্তি ।

তখন রাজা এবং প্রধান লোকেরা গাত্রোথান করিয়া পরস্পর কহিলেন এ ব্যক্তি দণ্ডাই কোন কৰ্ম্ম করে নাই । এবং অগ্রিষ্ট কহিলেন এ ব্যক্তি যদি সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা না করিত তবে মুক্ত হইতে পারিত । ফেস্ত এই রূপে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পৌলকে অকারণে বদ্ধ রাখিয়া অবশেষে রোমাপুরীতে পাঠাইতে কল্পনা করিলেন । ইতি শ্রীপৌল চরিত্রে পৌলের কারালয় নিবাস নামে ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬ ।

অথ সপ্তম অধ্যায় । ৭ ।

শিষ্যের উক্তি ।

হে গুরো পৌল যে প্রকারে রোমাপুরীতে গমন করিলেন এবং সেখানে যে ঘটনা হইল এ সকল বৃত্তান্ত আপনকার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি ।

গুরুর উক্তি ।

পৌল অন্যান্য বন্দির সহিত সেনাগণের হস্তে সমর্পিত হইয়া নৌকারোহণ পূর্বক আপনার নগর হইতে প্রস্থান করিলেন । অবশেষে যখন ক্রেত নামক দ্বীপে শরৎ কালে আগমন করিলেন তখন বায়ুর বেগ দেখিয়া এই কথা কহিলেন ।

পৌলের উক্তি ।

এক্ষণে আমরা যদি সমুদ্র পথে যাই তবে নৌকা নষ্ট হইবে এবং আমারদেরও প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হইবে ।

গুরুর উক্তি ।

কিন্তু সেনানী ঐ স্থান শীত কালে থাকিবার অনুপযুক্ত জ্ঞানে সেখান হইতে প্রস্থান করিতে চেষ্টা করিল । তথা হইতে প্রস্থান করিবার অল্প কাল পরে প্রচণ্ড বায়ু বহন হওয়াতে নৌকা মহাবেগে সাগরে চলিতে লাগিল । পোতস্থ লোকেরা এই রূপে অনেক দিবস পর্যন্ত সমুদ্রের উপর তরঙ্গ দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হইলে তাহারদের আর প্রাণরক্ষার প্রত্যাশা রহিল না । পৌল তাহারদিগকে ভয় প্রযুক্ত অনেক দিবস অনাহারে থাকিতে দেখিয়া পরমেশ্বরে বিশ্বাস করত তাহারদের সান্ত্বনার নিমিত্ত এই কথা কহিলেন ।

পৌলের উক্তি ।

আমার পারমর্শানুসারে তোমাদের ক্রেতাতে থাকা কর্তব্য ছিল, তাহা হইলে এই সমস্ত বিপদ ঘটিত না। তথাচ এক্ষণেও তোমরা নির্ভয়ে থাক, তোমাদের কাহার প্রাণ হানি হইবেক না। আমি যে ঈশ্বরের লোক এবং যাহার সেবা করি তাহার দূত গত রাত্রিতে উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিয়াছেন। হে পৌল তুমি ভয় করিও না তোমাকে সম্রাটের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইতে হইবে এবং পরমেশ্বর তোমার সঙ্গিগণের প্রাণ তোমাকে দান করিয়াছেন। প্রভুর দূত আমাকে এই ভবিষ্যদ্বিষয় যে প্রকার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন নিশ্চয় সেই প্রকার ঘটনা হইবে, আমার এমত প্রত্যয় আছে।। কিন্তু আমাদের এই মাত্র বিপদ ঘটিবে যে আমরা নিঃসন্দেহ কোন দ্বীপ পতিত হইব।

গুরুর উক্তি ।

পরে ঐ নৌকা চতুর্দশ দিবস পর্য্যন্ত মহা সাগরে চালিত হইয়া মিলিত নামক দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইল। নৌকাস্থ লোকেরা তাহা স্থলে লাগান করিতে ইচ্ছা করিলে সে নৌকা বালুকাতে সংলগ্ন হইয়া তরঙ্গ দ্বারা ভগ্ন হইল। তাহাতে বন্দিগণের মধ্যে যদি কেহ পলায়ন করে এই ভয়ে সেনারা তাহারদিগকে বধ করিতে মন্ত্রণা করিল। কিন্তু তাহারদের নায়ক পৌলকে রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিয়া তাহারদিগকে নিষেধ করত ঐ অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিল। অবশেষে কেহ ২ সন্তরণ করিয়া কেহ বা কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া নৌকাস্থিত সকল লোক সপ্রাণে স্থল প্রাপ্ত হইল। পরে ঐ দ্বীপ নিবাসি লোকেরা তাহারদের দুর্দশা দেখিয়া তাহারদের

আতিথ্য করত আনন্দ পূর্বক তাহারদিগকে শীতল হইতে রক্ষা করণার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। যখন পৌল কএক খান কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন তখন এক সর্প তথা হইতে নির্গত হইয়া দন্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। সেই দ্বীপ নিবাসি লোকেরা তাঁহার হস্তে সংলগ্ন সর্প দেখিয়া পরস্পর এই বাক্য কহিতে লাগিল।

দ্বীপবাসিদিগের উক্তি।

এই মনুষ্য মানুষঘাতক হওয়াতে সমুদ্রে রক্ষা পাইয়াও দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গুরুর উক্তি।

কিন্তু পৌল আপনার হাত ঝাড়িয়া অগ্নিতে সর্পকে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার দংশনে আপনার শরীরে কোন হানি প্রাপ্ত হইলেন না। লোকেরা অনুমান করিয়াছিল যে সর্প বিষের দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীর ক্ষীত অথবা তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু পরে তাঁহাকে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থ হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া চমৎকার পূর্বক মনে করিল যে ঐ ব্যক্তি দেবতা। ঐ স্থানের নিকট পুব্লিয় নামক দ্বীপপালকের গৃহ ছিল, তিনি পৌল প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহারদের আতিথ্য করিলেন। ঐ শাসন কর্তার পিতা জ্বর রোগেতে পীড়িত আছে পৌল ইহা জানিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। তদ্রূপে অন্যান্য রোগি লোকেরা তাহা শুনিয়া পৌলের নিকট আসিয়া সকলে সুস্থতা প্রাপ্ত হইল। পৌলাদি সকলে এই রূপে সেখানে তিন মাস বাস করিয়া পরে সমুদ্র পথ দিয়া

সেই দ্বীপ হইতে রোমা নগরে প্রস্থান করিলেন। তাহাদের নৌকা অনুকূল বায়ু যোগে ইতালী নামক দেশের তীরে শীঘ্র উপস্থিত হইল। কতিপয় শিষ্য সেই দেশে পৌলের উপস্থিতি জানিতে পারিয়া রোমা নগর হইতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হর্ষ পূর্বক আগমন করিল। পৌল তাহারদিগকে দেখিয়া পরমেশ্বরের স্তব করিলেন এবং মনঃস্টৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহারদের সমভিব্যাহারে রোমা নাম্নী মহা নগরীতে প্রবেশ করিলেন।

শিষ্যের উক্তি।

পৌল বন্দীকৃত হইয়া বিচারার্থ যে মহাপুরীতে উপস্থিত হইলেন হে গুরো আমার অবগতির নিমিত্ত তাহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করুন ॥

গুরুর উক্তি।

পৌল যে সুবিখ্যাত রোমা নগরীতে সমাগমন করিয়াছিলেন তাহা মহা তেজস্বী রোমীয় সম্রাটের রাজধানী ছিল। রোমীয় লোকেরা যুদ্ধে মহাবীর এবং রাজনীতিতে অতি পণ্ডিত ছিল এবং দিগ্বিজয় করিয়া অবশেষে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে নিরোন্ নামক সম্রাট পারসিক দেশ অবধি পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ শাসন করিতেন। ঐ সকল প্রদেশের লোক সর্বদা স্ব ২ কার্য্য নির্বাহের নিমিত্ত চতুঃপাশ্ব হইতে আসিয়া সেই নগরে একত্র হইত। ঐ মহা পুরী গুরু প্রস্তর এবং মহাস্তম্ভ সংযুক্ত দেবালয়াদি অটালিকাতে পূর্ণ হইয়া বিরাজমান ছিল। রোমীয় লোকদিগের মহা বিক্রম যেমন পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে তাহারদের বিদ্যা

এবং সভ্যতাও তাড়শ প্রসিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু রোমীয় লোকেরা তৎকালের অন্যান্য লোকের ন্যায় সত্য পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া নানা দেবতার সেবা করিত ।

শিষ্যের উক্তি ।

পৌল যখন বন্দিভাবে রোমা পুরীতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন তখন তাঁহার বিষয়ে যে ২ ঘটনা হইয়াছিল তাহা কহিতে আঞ্জা হউক ।

গুরুর উক্তি ।

পৌল রোমা নগরে উপস্থিত হইলে সেনাপতি তাঁহাকে মুশান্ত এবং সদাচার দেখিয়া অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন না । কিন্তু এই অনুমতি করিলেন যে তুমি এক জন সেনা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া নিজ গৃহে বাস কর পরে তিন দিবসের পর পৌল রোমা নগরস্থ প্রধান ২ যহুদি লোককে আহ্বান করিয়া এই বাক্য কহিলেন ।

পৌলের উক্তি

আমি স্বজাতীয় লোকের প্রতি কোন দুষ্কর্ম করি নাই এবং নিজ পৈতৃক আচারও কোন অংশে লঙ্ঘন করি নাই । কিন্তু আমারদের সজাতীয় যহুদি লোকেরা আমি নির্দোষ হইলেও আমাকে বাধা দিয়া রোমীয় লোকের নিকট আমার নামে অভিযোগ করিয়াছে । রোমীয় লোকেরা পুনঃ ২ ঐ অভিযোগের বিচার করিয়া আমাকে নির্দোষ জ্ঞান করত ত্যাগ করিতে কল্পনা করিয়াছিল । কিন্তু যহুদিরা ঐ ন্যায্য নির্ণয়ের বিরোধি হওয়াতে আমাকে নিজ রক্ষার্থ উপায় কল্পনা করিতে হইল । অতএব সম্রাট আমার বিষয়ে নিষ্পত্তি

করুন আমি এই প্রার্থনা করিয়া এস্থলে বন্দিভাবে আসিয়াছি।

গুরুর উক্তি।

যহুদিরা পৌলের নিজ দোষ খণ্ডনের প্রসঙ্গ রূপ এই উক্তি শুনিয়া উত্তর করিল।

যহুদিদিগের উক্তি।

আমরা তোমার বিষয়ে স্বদেশ হইতে কোন পত্র পাই নাই কিম্বা কেহ সেখান হইতে আসিয়াও তোমার কোন নিন্দা করে নাই। কিন্তু তোমার এই মত সর্বত্র সকলের দ্বারা নিন্দিত হইতেছে অতএব তোমার মত কি তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরুর উক্তি।

পরে তাহারা পৌলের বাক্য শ্রবণার্থ আর এক দিবস নির্দ্ধারিত করিলে সে দিন অনেক যহুদি লোক তাহার গৃহে গমন করিল। পৌল মোস্যাди শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রমাণ দিয়া প্রাতঃকাল অবধি সায়ং পর্যন্ত যেশুর বাক্য উপদেশ করিলেন। তাহার বাক্য শ্রবণেতে তাহারদের সকলের এক প্রকার মনো-বৃত্তি হইল না, কেহ তাহাতে বিশ্বাস করিল কেহ২ বিশ্বাস করিল না। তখন পৌল বিশ্বাস হীন ব্যক্তিদিগের অবিশ্বাসেতে দুঃখিত হইয়া তাহারদিগকে তর্জন করিয়া এই ভয়ানক বাক্য কহিলেন।।

পৌলের উক্তি।

ভবিষ্যদ্বক্তা পূর্বে তোমারদিগের পিতামহকে যে কথা কহিয়াছিলেন সে সকল সম্প্রতি তোমারদিগেতে সফল হইল ইহা জানিও। তোমরা স্বকর্ণে শুনিয়াও অবগত হও না

এবং স্বচক্ষুতে দেখিয়াও দেখ না। তোমাদের চিত্ত অতিশয় মূঢ় হইয়াছে এবং তোমাদের কণ মন্দ হইয়াছে ও তোমাদের চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তোমরা এক্ষণে মোহ প্রযুক্ত যে ঐশ্বরিক পরিভ্রাণ গ্রাহ্য করিলা না তাহা অন্য জাতীয় লোকের প্রতি প্রেরিত হইতেছে। ইহারা ঐ পরিভ্রাণ আহ্লাদ পূর্বক গ্রহণ করিবে, হে ভ্রান্ত ভ্রাতৃগণ তোমরা ইহা নিশ্চয় জানিও।

গুরুর উক্তি।

অনন্তর পৌল দুই বৎসর পর্য্যন্ত ঐ মহা পুরীর মধ্যে বন্দি ভাবে সেই গৃহে রহিলেন তাহাতে কেহ তাঁহার কোন ব্যাঘাত করিল না। যে লোকেরা সেই গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত তিনি নির্বিঘ্নে যেশুর বিষয়ে তাহারদের সহিত আলাপ করিতেন। অতএব রোমা পুরীতে সহিষ্ণু পৌলের বন্দিভাব খৃষ্টীয় ধর্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত সফল হইল। ঐ সাধু ব্যক্তি খ্রীষেযু খৃষ্টের ধর্মার্থ বদ্ধ হইয়াছেন এই কথা ক্রমশঃ সৈন্যাদির মধ্যে প্রচারিত হইল। সেখানকার অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া স্বধর্ম প্রচারে অত্যন্ত সাহস প্রাপ্ত হইল।

শিষ্যের উক্তি।

হে গুরো পৌল দুই বৎসর পর্য্যন্ত রোমা পুরে বাস করিয়া অন্য কি ২ কার্য দ্বারা কাল যাপন করিলেন।

গুরুর উক্তি।

দেশ দেশান্তরে পৌলের যে সকল শিষ্য ছিল তাহারদের মঙ্গলার্থ তাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা দৃঢ় রূপে চিন্তিত ছিল।

অতএব তিনি রোমাপুরে থাকিয়া ইফিষাদি নগর নিবাসি শিষ্য
গণের উপদেশার্থ তিন লিপি রচনা করিলেন। এস্থলে সেই
লিপির অন্তর্গত উপদেশের সংক্ষেপ করা যাইবে না কিন্তু পরে
পৌলোক্ত উপদেশের নিদর্শন দেওয়া যাইবে।

শিষ্যের উক্তি।

আপনি কহিয়াছেন যে সম্রাট যেন পৌলের বিষয়ে বিচার
নিষ্পত্তি করেন এই নিমিত্ত তিনি বন্দিভাবে রোমা নগরে
আনীত হইলেন। অতএব হে গুরো সম্রাট তাঁহার বিষয়
বিচার করিয়া কি প্রকার নিষ্পত্তি করেন তাহা বর্ণনা করুন।

গুরুর উক্তি।

যে গ্রন্থে পৌলের চরিত্র ক্রমশঃ বর্ণিত আছে সে গ্রন্থ তাঁহার
রোমা পুরীতে উপস্থিত হওনের কথাতেই সমাপ্ত হইয়াছে
অতএব হে শিষ্য সম্রাট তাঁহার বিষয়ে কি নিষ্পত্তি করিয়
ছিলেন তাহা আমরা বিস্তারিত রূপে জনিতে পারি না।
কিন্তু এই মাত্র বোধ হয় যে পৌল দুই বৎসরের পর কারাগার
হইতে মুক্ত হইয়া অন্য দেশে গিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি
পূর্ববৎ নানা বিদেশ ভ্রমণ করিয়া মহা যত্নে খৃষ্টীয় ধর্ম বিস্তার
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৭৭। ইতি পৌলের রোমা আগমন
নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ অষ্টম অধ্যায়। ৮।

গুরুর উক্তি।

হে শিষ্য আমার উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ধ্যান করিয়া বিচার কর
যে শ্রীযেযুর সেবক পৌল কেমন ভক্ত ছিলেন। তিনি

আপন প্রভুর নিমিত্ত যে প্রকার হানি স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা ফিলিপ্পীয়দিগের প্রতি প্রেরিত পত্রে প্রকাশিত আছে।

যথা পৌলের উক্তি।

যদি কুল গোত্রাদির বিষয়ে অন্য কেহ অভিমান করিতে পারে তবে আমার তদপেক্ষা অধিক শক্তি আছে। আমি ইস্রাএল বংশে উৎপন্ন, শাস্ত্র সম্বন্ধে ফরীষীয়, এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্মাচরণ প্রসঙ্গে সর্বদা নিষ্কলঙ্ক ছিলাম। কিন্তু যে ২ বিষয় আমার লাভ স্বরূপ ছিল আমি খৃষ্টের জন্য তাহা অনিষ্ট গণ্য করিলাম। হাঁ আমি আপন প্রভু খৃষ্ট যেশুর তত্ত্ব জ্ঞানের উৎকর্ষ হেতু যাবদীয় ইতর বস্তুকে নিঃসন্দেহ অনিষ্ট রূপে গণনা করিলাম। আমি তাঁহার নিমিত্ত সর্বস্ব হারাইয়াছি এবং খৃষ্ট লাভ করণার্থ সর্ব বিষয়কে মলবৎ গণ্য করি। অপর ব্যবস্থা সম্বলিত স্বকীয় পুণ্য বিশিষ্ট না হইয়া বরং খৃষ্টীয় বিশ্বাসোদ্ভব পুণ্য অর্থাৎ বিশ্বাস জন্য ঐশ্বরিক পুণ্য সংযুক্ত হইয়া যেন তাঁহাকে প্রাপ্ত হই এতন্নিমিত্ত সকল বস্তু হেয় জ্ঞান করিলাম।

গুরুর উক্তি।

তিনি সজাতীয় এবং বিজাতীয় বিপক্ষ দ্বারা বাধিত হইয়াও আপনার সৎপ্রভুর নাম প্রচারে নিবৃত্ত হইয়েন নাই। তিনি সকল লোকের মান্য হইয়াও দুর্জ্ঞান দ্বারা তিরস্কৃত হইলে যেশুর নিমিত্ত নিন্দা বাদ ভোগ করা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিতেন। কারাগারে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ এবং পুনঃ ২ তাড়িত হইলেও তিনি যেশুর নিমিত্ত ব্যথা ভোগ সুখের বিষয় মনে করিতেন। তিনি কেমন ২ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া

ছিলেন তাহা নিজ পত্রে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া
ছেন।

যথা পৌলের উক্তি।

আমি যহুদিগের নিকট পাঁচ বার উনচল্লিশ কষাঘাত, তিনবার
বেত্রাঘাত, এবং একবার প্রস্তরাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।
জাহাজে গমন করিতে ২ তিনবার আমার জাহাজ ভগ্ন হয়,
এক দিন এক রাত্রি আমি গভীর সমুদ্রেতে যাপন করিয়াছি।
আমি অবিপ্রান্ত দেশ ভ্রমণ করিয়াছি এবং জলের ভয়ে
দস্যুর ভয়ে সজাতীয় ও বিজাতীয় লোকের ভয়ে নগরের ভয়ে
বনের ভয়ে সমুদ্রের ভয়ে ভাক্ত্র ভাতৃগণের ভয়ে পতিত হইয়া-
ছিলাম। আমি শ্রান্তি ক্লান্তি পুনঃ ২ জাগরণ ক্ষুধা তৃষ্ণা
পুনঃ ২ উপবাস শীত নগ্নত্ব ইত্যাদি দুর্বস্থা ভোগ করিয়াছি।

পুনশ্চ যথা।

বোধ হয় প্রেরিত যে আমরা আমারদিগকে হস্তব্য রূপে পর-
মেশ্বর শেষ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন কেননা আমরা জগতের
মধ্যে মর্ত্য ও অমর্ত্য সকল লোকের সাক্ষাৎ অপরূপ হইয়া-
ছি। আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা ও বস্ত্রাভাবে দুর্গত এবং
তাড়িত ও গৃহ শূন্য হইয়া যহন্তে পরিশ্রম করিতেছি
আমরা তিরস্কৃত হইলে আশীর্বাদ করি এবং তাড়িত
হইলে সহিষ্ণুতা করি। আমরা জগতের মল এবং সকলের
জঞ্জালের ন্যায় হইয়াছি ॥

পুনশ্চ যথা।

পরাক্রমের মহিমা যেন আমারদের না হইয়া পরমেশ্বরের
হয় এতদর্থে আমরা এই রত্ন স্মৃতিকাময় পাত্রে ধারণ করি।
আমরা সর্বথা আক্রান্ত হইতেছি তথাচ ক্লিষ্ট হই না,

ব্যাকুল হইয়াছি কিন্তু নিরাশ নহি। তাড়িত হইতেছি কিন্তু হীন নহি, নিষ্কিণ্ত হইয়াছি কিন্তু বিনষ্ট হই নাই।

পুনশ্চ যথা।

ঈশ্বর পরিচর্যায় যেমন নিন্দা না হয় একারণ আমরা কোন বিষয়ে দোষ না করিয়া সর্ব বিষয়ে ঈশ্বরের পরিচর্য্যার উপযুক্ত ব্যবহার করি। আমরা প্রচুর সহিষ্ণুতা পূর্বক ক্লেশ অনাটন দুঃখ বেদাঘাত কারাবন্ধন কলহ পরিশ্রম জাগরণ সহ্য করি। শুদ্ধাচরণ, জ্ঞান, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, অনুগ্রহ, পবিত্রাত্মা, অকপট প্রেম, সত্য বাক্য, এবং ঈশ্বরের শক্তিতে দক্ষিণে ও বামে ধর্ম সজ্জা দ্বারা, কি কীর্ত্তি কি অকীর্ত্তি, কি সুখ্যাতি কি অখ্যাতি, সর্বাবস্থায় ধর্ম সাধন করি। আমরা প্রবঞ্চক রূপে গণ্য কিন্তু সত্য, অপরিচিত রূপ অথচ সুপরিচিত। মিয়মাণ রূপ অথচ জীবৎ; শাসিত ন্যায় নতু হত, দুঃখিত ন্যায় অথচ সর্বদা আনন্দিত,। দরিদ্র ন্যায় অথচ অনেকের ধনকারী, অকিঞ্চন অথচ সর্বাধিকারী।

গুরুর উক্তি।

ঐ সাধু ব্যক্তির ক্লেশেতে কীটশ সহিষ্ণুতা এবং সন্তোষ ছিল তাহা তিনি আপনি অন্য এক স্থলে উক্ত করিয়াছেন।

যথা পৌলের উক্তি।

আমি যে অবস্থায় থাকি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। আমি নীচ হইতেও জানি এবং ধনাঢ্য হইতেও জানি আমার বল দাতা খৃষ্ট দ্বারা আমি সকল করিতে সমর্থ।

পুনশ্চ যথা।

প্রচুর যোগ দৃষ্টি প্রযুক্ত যদি আমি অতিশয় গর্ভিত হই এই কারণ আমার বিদ্বু করিবার নিমিত্ত আমার শরীরে

শয়তানের দূত স্বরূপ এক কণ্টক দণ্ড হইয়াছিল। আমি
তন্নিমিত্ত তিন বার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলাম যেন ঐ
কণ্টক আমা হইতে দূর হয় তাহাতে তিনি কহিলেন।

শ্রীপ্রভুর উক্তি।

আমার প্রসাদই তোমার নিমিত্ত যথেষ্ট কেননা দুর্বলতাতে
আমার শক্তি সিদ্ধ হয়।

পৌলের উক্তি।

অতএব আমি আহ্লাদ পূর্বক আমার দুর্বলতার অভিমান
করিব যেন খৃষ্টের শক্তি আগাতে অধিষ্ঠান করে।
তন্নিমিত্ত আমি খৃষ্টের অনুরোধে দুর্বলতা তিরস্কার অনাটন
তাড়না এবং ক্লেশেতে সন্তুষ্ট হই কেননা যখন আমি দুর্বল
তখনই আমি সবল।

গুরুর উক্তি।

তিনি পারত্রিক মঙ্গলের কীটুশী আশা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল
ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন তাহার এই রূপ সূচনা করিতেছেন।

শ্রীপৌলের উক্তি।

যদিও আমারদের বাহ্য পুরুষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তথাপি অন্তঃ-
পুরুষ দিনে ২ নূতনীকৃত হয়। কেননা আমাদের ক্ষণিক
লঘুতর ক্লেশেতে আমারদের নিমিত্ত চিরস্থায়ি এবং প্রচুর,
মহিমার গৌরব সিদ্ধ করে। আমরা প্রত্যক্ষ পদার্থ অবলো-
কন না করিয়া অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অবলোকন করি কেননা প্রত্যক্ষ
পদার্থ ক্ষণস্থায়ি অপ্রত্যক্ষ পদার্থ নিত্যস্থায়ি। যেহেতুক
আমরা জানি এই পার্থিব তাহু গেহ নষ্ট হইলে আমরা স্বর্গে
অহস্তকৃত এবং নিত্যস্থায়ি এক ভবন ঈশ্বর হইতে পাইব
আমরা এস্থলে আন্তর্নাদ করিয়া স্বর্গীয় বাস পরিধান

করিতে আকিঞ্চন করি। আমরা সর্বদা নিশ্চয় বিশ্বাস করি ও জানি যাবৎ আমরা শরীরে গৃহী থাকি তাবৎ প্রভু হইতে দূরস্থ। এই কারণ আমরা উপস্থিত থাকি কিম্বা অনুপস্থিত থাকি তাঁহার দ্বারা গ্রাহ্য হইতে প্রয়াস করি। কেননা আমারদের সকলকে খৃষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে তাহাতে যেন সকলে শরীরে যে ২ সদসৎ কর্ম করিয়াছে তাহার প্রতিফল পায়।

শিষ্যের উক্তি।

পৌল এই রূপ আপন প্রভু সেবায় সদা উদ্যত থাকিয়া অবশেষে কি প্রকারে সংসার যাত্রা সমাপ্ত করিলেন।

গুরুর উক্তি।

পৌল নানা প্রদেশে পুনশ্চ প্রভুর যশঃ কীর্তন করিয়া পশ্চাৎ দ্বিতীয় বার রোমা পুরীতে আগমন করিলেন। এবং প্রভু শিষ্যের বিপক্ষ রোমীয় লোক দ্বারা পুনশ্চ ধৃত হইয়া তিনি দোষহীন হইলেও রাজাজ্ঞায় কারাগারে বদ্ধ হইলেন। গ্রন্থকারেরা কহেন যে ঐ সাধু ব্যক্তি প্রাডিবাক দ্বারা বধার্হ গণিত হইয়া হত হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম শাস্ত্রের কুত্রাপি তাঁহার মৃত্যু বর্ণনা নাই একারণ তদ্বিষয় সম্যক প্রকারে নিশ্চয় করা যায় না। কিন্তু পৌল তীমথ্যের প্রতি যে দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার শীঘ্র মৃত্যু সম্ভাবনা উক্ত আছে। ঐ সাধু ব্যক্তি মৃত্যু সম্ভাবনায় বিষণ্ণ না হইয়া বরং পারত্রিক পরম পদ প্রাপ্ত হইবার বাসনায় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

যথা পৌলের উক্তি।

আমি দোষের ন্যায় বন্ধন ক্লেশ পর্য্যন্ত সহ্য করি কিন্তু

ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধ হয় না। তন্নিমিত্ত আমি মনোনীত লোকদিগের কারণ সকল বস্তু সহ্য করি যেন তাহারাও খৃষ্ট যেশুতে যে ভ্রাণ তাহা নিত্য মহিমার সহিত প্রাপ্ত হয়। আমরা যদি তাঁহার সহিত মৃত হই তবে তাঁহার সহিত জীবিত হইব। যদি আমরা তাঁহার সহিত দুঃখ ভোগ করি তবে তাঁহার সহিত রাজত্বও করিব। আমরা যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি তবে তিনি আমারদিগকে অস্বীকার করিবেন, পরন্তু আমরা অবিশ্বাস করিলেও তিনি বিশ্বাস্য থাকিবেন তিনি আপনাকে অস্বীকার করিতে পারেন না।

পুনশ্চ যথা।

আমি এক্ষণে উৎসর্গ হইতে প্রস্তুত, আমার প্রয়াণ কাল উপস্থিত। আমি উত্তম যুদ্ধ করিয়াছি, আমি আমার যাত্রা শেষ করিয়াছি, আমি বিশ্বাস পালন করিয়াছি। ইহার পরে আমার নিমিত্ত এক ধর্ম মুকুট সঞ্চিত আছে তাহা যথার্থ প্রাড্বিবাক প্রভু আমাকে সেই দিনে দিবেন।

পুনশ্চ যথা।

আমার প্রথম উত্তরে কেহই আমার সহিত দণ্ডায়মান ছিল না কিন্তু সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু প্রভু আমার সন্নিকট উপস্থিত থাকিয়া আমাকে সবল করিলেন যেন আমার দ্বারা ধর্ম ঘোষণা সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হয়। তখন আমি সিংহের গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইলাম, প্রভু আমাকে সকল দুষ্কর্ম হইতে উদ্ধার করিবেন এবং তাঁহার স্বর্গীয় রাজ্য পর্যন্ত রক্ষা করিবেন, তাঁহার নিত্য মহিমা হউক!

ইতি শ্রীপৌল চরিত্রে পৌল কৃত ভক্ত্যাদি বর্ণন নামে অষ্টম
অধ্যায় । ৮ ।

অথ নবম অধ্যায় । ৯ ।

শিষ্যের উক্তি ।

আপনি কহিয়াছেন যে শ্রীপৌল নানা দেশ নিবাসি আপন
শিষ্যগণকে স্থিরীকৃত করিবার নিমিত্ত কএক পত্র প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন । তিনি সেই পত্রে তাহারদের কি রূপ ধর্মোপদেশ
করিয়াছিলেন হে গুরো আমি এক্ষণে তাহার সার কথা শুনিতে
বাসনা করি ।

গুরুর উক্তি ।

পৌল রোমা নিবাসি শিষ্যদিগের প্রতি যে পত্র লিখিয়া-
ছিলেন তাহাতে খৃষ্ট ধর্মের সমস্ত মর্ম বুঝাইয়াছিলেন ।
তিনি তাহাতে যে ২ প্রধান মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন হে
শিষ্য আমি এক্ষণে তাহার সার ক্রমশঃ বিস্তার করিব ।
লিপির আদিতে ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্র বিহীন যবনাদি সমস্ত পৃথিবী-
বাসি লোকদিগের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন ।

যথা পৌলের উক্তি ।

কেননা যাহারা কুটিলতা পূর্বক সত্য ধারণ করে তাহারদের
অধর্ম এবং দুষ্কর্মের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে
প্রকাশিত । কেননা পরমেশ্বরের বিষয় যাহা অবগম্য তাহা
তন্মধ্যে স্পষ্ট আছে যেহেতুক পরমেশ্বর তাহা তাহারদিগের
প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন । যেহেতুক তাঁহার নিত্য শক্তি
এবং ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি অদৃশ্য গুণ সৃষ্ট পদার্থ দ্বারা অনু-

মেয় হইয়া জগৎ সৃষ্টি দ্বারা স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়। তা-
হারা ঈশ্বরকে জানিয়াও তাঁহাকে ঈশ্বরবৎ আদর করিল না
এবং কৃতজ্ঞও হইল না। কিন্তু তাহারা নিজ কল্পনাতে মূঢ়
হইল এবং তাহারদের অজ্ঞান চিত্ত অন্ধীভূত হইল।
তাহারা বিজ্ঞতার অভিমান করিয়া স্বয়ং মূর্থ হইল এবং
নির্বিকার পরমেশ্বরের মহিমা বিকারি মনুষ্য এবং পক্ষি ও
চতুষ্পদ আর উরোগামি জন্তুর সদৃশ আকৃতিতে পরিবর্তন
করিল। তাহারা পরমেশ্বরের সত্য মিথ্যাবৎ বিরূপ করিয়া
সৃষ্টি কর্ত্তা অপেক্ষা সৃষ্ট পদার্থকে অধিক আরাধনা এবং সেবা
করিল। এই রূপে তাহারা স্বেচ্ছা পূর্বক পূজ্য এক পর-
মেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া এক্ষণে তদ্বারা ত্যক্ত হইয়া পাপ সাগরে
নিমগ্ন হইল।

গুরুর উক্তি।

এইরূপে ঈশ্বরীয় শাস্ত্র হীন লোকদিগের দুর্দর্শা উক্ত করিয়া
পরে তিনি ঈশ্বরীয় শাস্ত্র প্রাপ্ত যহুদিদিগের দোষ ব্যক্ত করি-
লেন। তাহারা ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা ধারণ করিবার অভিমানে
বাহ্যতঃ শুদ্ধ হইলেও প্রায় অন্তরে দোষ বিশিষ্ট ছিল।

পৌলের উক্তি।

তুমি যহুদি নামধেয়, তুমি ব্যবস্থায় নির্ভর কর, এবং পর-
মেশ্বরের নামে দর্প কর এবং তাঁহার ইচ্ছা জান। তুমি
নিশ্চয় বোধ কর যে তুমি স্বয়ং অন্ধ লোকের পথ দর্শক এবং
তিমিরাবৃত লোকের জ্যোতিঃ এবং অজ্ঞানদিগের উপদেশক
ও শিশুদিগের শিক্ষক। অতএব তুমি পরের শিক্ষক হইয়া
কি আপনাকে শিক্ষা দেও না? তুমি প্রচার করিয়া থাক
মনুষ্যের চুরি করা উচিত নহে অথচ তুমিও চুরি কর?।

তুমি কহিয়া থাক মনুষ্যের ব্যভিচার করা উচিত নহে অথচ তুমিও ব্যভিচার কর, তুমি প্রতিমাদেষী অথচ তুমিও ঈশ্বরের দ্রব্য হরণ কর? । তুমি যে ব্যবস্থার দপ কর তুমি কি ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের অপমান কর? । কেননা পূর্ব লিখনানুসারে তোমাদের দ্বারা পরমেশ্বরের নাম ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে নিন্দিত হইতেছে । হে মনুষ্য অন্যায় অপকর্ম কারির বিচার করিতেছ অথচ আপনিও সেই কর্ম করিতেছ যে তুমি, তুমি কি মনে কর যে পরমেশ্বরের বিচারে রক্ষা পাইবা? । পরমেশ্বর সকলকে আপন ২ কর্মানুসারে প্রতিফল দিবেন । যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক সৎকর্মে ব্যাপ্ত থাকিয়া মহিমা মর্যাদা এবং অমরত্বের সাধন করে তাহারদিগকে তিনি অনন্ত জীবন দিবেন কিন্তু যাহারা কলহকারী এবং সত্যের অনুযায়ী না হইয়া অধর্মের অনুযায়ী তাহারা যে দেশীয় হউক তাহারদিগের প্রতি কোপ ও ক্রোধ প্রকাশ করিবেন । যাহারা ব্যবস্থা বিহীনে পাপ করিয়াছে তাহারা ব্যবস্থা বিহীনে নষ্ট হইবে । এবং যাহারা ব্যবস্থাধীন হইয়া পাপ করিয়াছে তাহারা ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত হইবে । ব্যবস্থার শ্রোতার ঈশ্বরের সম্মুখে যথার্থ হয় না কিন্তু ব্যবস্থাপালকেরা যথার্থীকৃত হইবে । অতএব এ স্থলে যহুদিদিগের কোন উৎকর্ষ নাই কেননা যহুদি এবং অন্য জাতীয় সকলেই পাপাধীন, ইহা আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি । যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে যথার্থ কেহ নহে এক জনও নহে, কেহই বুঝে না, কেহই ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না । তাহারা সকলেই বিপথগামী হইয়াছে সকলেই নিষ্ফল হইয়াছে, সদাচরণ কেহই করে না, এক জনও

নহে । আমরা জানি যে যে২ বিষয় ব্যবস্থাতে উক্ত আছে তাহা ব্যবস্থাধীন লোকের প্রতি উক্ত । যেন সকলের মুখ বন্ধ হয় এবং সমুদয় জগৎ ঈশ্বরের সন্মুখে দোষী হয় তন্নিমিত্ত কেহ ব্যবস্থার ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার সমক্ষে যথার্থীকৃত হইবে না কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপ জ্ঞান জন্মে কিন্তু এক্ষণে ব্যবস্থা ব্যতিরিক্ত ঐশ্বরিক সাধুতা ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা সঙ্গ্রহণ হইয়া প্রকাশিত আছে । অর্থাৎ সমুদয় বিশ্বাসিদিগের প্রতি এবং তাঁহারদের উপর প্রকাশিত যেশু খৃষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ঐশ্বরিক সাধুতা, কেননা তাঁহারদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই । যেহেতুক সকলেই পাপাচরণ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যে বিহীন হইয়াছে এবং খৃষ্ট যেশুর দ্বারা সিদ্ধ ভ্রাতার দ্বারা তাঁহার প্রসাদ মাত্রই যথার্থীকৃত হয় । ঈশ্বর আপন ক্ষান্তি প্রযুক্ত অতীত পাপের মার্জনার দ্বারা তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে তাঁহাকে তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত করিয়াছেন । তাহাতে যেন তিনি স্বয়ং যথার্থ হইয়াও যেশুতে বিশ্বাসকারিকে যথার্থীকৃত করিতে পারেন । অতএব আমরা অনুমান করি যে মনুষ্য ব্যবস্থার ক্রিয়া ব্যতীত বিশ্বাস দ্বারা যথার্থীকৃত হয় তন্নিমিত্ত কেহই আশ্বস্তাঘা করিতে পারিবে না ।

গুরুর উক্তি ।

আদি পুরুষ যেমন ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য জাতিকে পতিত করিয়াছিলেন খৃষ্ট তদ্রূপ ধর্মের আকর হইয়া উদ্ধার করিলেন এই ভাব পশ্চাৎলিখিত বচনে উক্ত হইয়াছে ।

পৌলের উক্তি ।

এক জন পুরুষের দ্বারা জগতে পাপ প্রবেশ করিল এবং

পাপের দ্বারা মৃত্যুও আসিল তাহাতে সমুদয় লোক পাপ করাতে সকলের উপরে পাপ ব্যাপ্ত হইল । যেমন এক জনের দোষে সকল মনুষ্যের প্রতি দগ্ধতা হইল তদ্রূপ এক জনের ধর্ম্মেতে সকলের প্রতি জীবনের যথার্থীকৃতি হইল । কেননা যেমন এক ব্যক্তির আজ্ঞা লঙ্ঘনে অনেকে পাপি হইয়াছিল তদ্রূপ এক জনের আজ্ঞা পালনে অনেকে যথার্থ হইবে । অধিকন্তু দোষের আধিক্য নিমিত্ত ব্যবস্থা স্থাপন হইল কিন্তু পাপের যত বৃদ্ধি হইল প্রসাদের তদপেক্ষা আধিক্য হইল তাহাতে যেমন মৃত্যু পর্য্যন্ত পাপের প্রভাব হইয়াছে তদ্রূপ আমারদের প্রভু যেশু খৃষ্ট কর্তৃক ধর্ম্ম দ্বারা নিত্য জীবন পর্য্যন্ত প্রসাদেরও প্রভাব হয় ।

গুরুর উক্তি ।

ত্রাণের এই উপায়ে ঈশ্বরের কেমন দয়া প্রকাশ পায় পৌল সেই লিপিতেই দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা উক্ত করিয়াছেন ।

পৌলের উক্তি ।

যথার্থ মনুষ্যের জন্য কদাচিৎ কেহ মরিবে বোধ হয় সৎ লোকের জন্য কেহ সাহস করিয়া মরিবে । কিন্তু ঈশ্বর আমারদের প্রতি আপন স্নেহ প্রকাশ করিলেন কেননা আমরা পাপি থাকিলে খৃষ্ট আমারদের কারণ মরিলেন ।

গুরুর উক্তি ।

অপিচ অন্য এক পত্রে শিষ্যগণকে দান ধর্ম্মার্থ আদেশ করত তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ত্রাণ কর্তার অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ।

পৌলের উক্তি ।

আমারদের প্রভু যেশু খৃষ্টের দয়া তোমরা জান যে তিনি

সধন হইয়াও তোমারদের নিমিত্ত নির্ধন হইলেন যেন তোমরা তাঁহার দরিদ্রতা দ্বারা সধন হও।

গুরুর উক্তি।

পুনশ্চ কলম্বীয় শিষ্যগণের প্রতি প্রেরিত পত্রে পৌল খৃষ্টের মাহাত্ম্য এই রূপে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।

পৌলের উক্তি।

তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, প্রত্যেক প্রজার অগ্রজ, কেননা তদ্বারা সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছিল। কি স্বর্গস্থ কি পৃথিবীস্থ কি দৃশ্য কি অদৃশ্য সকল বস্তু তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং তিনি সকল বস্তুর অগ্র এবং তাঁহার দ্বারা সকল বস্তুর স্থিতি।

গুরুর উক্তি।

ঐ সদগুরু ফিলিপ্পীয়দিগের প্রতি প্রেরিত অন্য এক পত্রে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্ব এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

পৌলের উক্তি।

তিনি ঈশ্বর স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের তুল্য হওয়া অপহরণ বোধ করেন নাই। কিন্তু দাসের রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে শূন্য করিলেন এবং আকারে মনুষ্য রূপ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখ স্বীকার করিলেন।

গুরুর উক্তি।

নিজ বুদ্ধি কল্পিত জ্ঞানে নিস্তার হয় না, সে সকল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কেবল মূর্খতা মাত্র বোধ হয়। তন্নিমিত্ত ত্রাণেচ্ছু লোকের তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে পৌল করিষ্ নগরীয় নিজ শিষ্যগণের প্রতি এই প্রকার উপদেশ করিলেন

পৌলের উক্তি ।

খৃষ্টের শূল বেধ যেন বৃথা না হয় এই জন্য বাক্য কৌশল দ্বারা সুসমাচার প্রচার করা যায় না । কেননা শূল বেধের কথা নাশোন্মুখ লোকের পক্ষে মূর্খতা কিন্তু পরিত্রাত যে আমরা আমারদের পক্ষে তাহা ঈশ্বরের শক্তি । কেননা লিখিত আছে “ আমি জ্ঞানির বিজ্ঞতা নষ্ট করিব এবং বিবেচকের বিবেচনা লোপ করিব । জ্ঞানী কোথায় ? শাস্ত্রীই বা কোথায় ? এই সাংসারিক বিতর্কী বা কোথায় ? পরমেশ্বর কি জগতের বিজ্ঞতাকে অজ্ঞতা করেন নাই । কেননা পরমেশ্বরের জ্ঞানে জগৎ জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরকে চিনিলা না তৎপ্রযুক্ত পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বিশ্বাস কারিদিগকে ঘোষণার অজ্ঞতায় রক্ষা করিলেন । যেহেতুক যহুদিরা লক্ষণ চাহে এবং যবনেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে । কিন্তু আমরা শূলে বিদ্ধ খৃষ্টকে ঘোষণা করি তাহা যহুদিদিগের পক্ষে বিঘ্ন এবং যবনেরদের পক্ষে অজ্ঞতা । কিন্তু যহুদি এবং যবন উভয় জাতীয় আহুত লোকের পক্ষে খৃষ্ট ঈশ্বরের শক্তি এবং ঈশ্বরের বিজ্ঞতা । আমার বক্তৃত্তা এবং ঘোষণা মানুষিক জ্ঞানের মনোহর বাক্যেতে না হইয়া আত্মার এবং শক্তির প্রমাণ দ্বারা হইয়াছিল । যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যের বিজ্ঞতায় না হইয়া ঈশ্বরের শক্তিতে স্থির হয় । কিন্তু আমরা সিদ্ধ লোকের মধ্যে বিজ্ঞতা প্রচার করি তাহাও এই সংসারের কিম্বা এই সংসারের অলীক প্রভুদের বিজ্ঞতা নহে । আমরা গূঢ়ভাবে ঈশ্বরের রহস্য বিজ্ঞতা প্রচার করি যাহা আমাদের মহিমার্থ পরমেশ্বর জগতের অগ্রে নিরূপিত করিয়াছিলেন ।

গুরুর উক্তি ।

বিশ্বাসি জনগণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে রক্ষিত হইয়া কি প্রকার আচার করিতে বাধিত তাহা এই রূপে উক্ত হইতেছে ।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

তবে আমরা কি কহিব? প্রসাদের আধিক্য যেন হয় এতদর্থ কি আমরা পাপেতে স্থির থাকিব। এমন যেন না হয়, আমরা পাপের পক্ষে মৃত, আমরা কি প্রকারে তাহাতে আর জীবিত থাকিব?। তোমরা কি জান না আমারদের মধ্যে যাহারা যেষু খৃষ্টেতে বাপ্তিস্মিত হইয়াছে তাহারা সকলেই তাঁহার মরণে বাপ্তিস্মিত হইয়াছে। অতএব আমরা বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত মরণার্থ প্রোথিত হইয়াছি যেন খৃষ্ট যেমন পিতার মহিমার দ্বারা মৃত্যু হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন আমরাও তদ্রূপ নূতন জীবনে আচরণ করি। আমারদের পুরাতন পুরুষ তাঁহার সহিত শূলে বিদ্ধ হইয়াছে যেন পাপের শরীর নষ্ট হয় এবং আমরা যেন আর পাপের সেবা না করি। অতএব পাপ যেন তোমাদের মর্ত্য শরীরে প্রভুত্ব না করে যে তোমরা তাহার অভিলাষের বশীভূত হইবা। এবং তোমাদের অঙ্গগণকে অধর্মের যন্ত্রের ন্যায় পাপেতে সমর্পণ করিও না কিন্তু আপনাদিগকে মৃত্যু হইতে জীবিতের ন্যায় এবং তোমাদের অঙ্গগণকে ধর্মের যন্ত্র রূপে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ কর।

অপিচ ।

কেননা পরিব্রাজ সম্বন্ধীয় ঈশ্বরের প্রসাদ সকল লোকের প্রতি প্রকাশিত হইয়া আমারদিগকে এই উপদেশ দেয় যে আমরা অধর্ম এবং সাংসারিক অভিলাষ অগ্রাহ্য করিয়া ইহ-

কালে ধৈর্য্য ন্যায় এবং ধার্মিকতা পূর্ব্বক বাস করি। এবং শুভ প্রত্যাশা ও পরমেশ্বর এবং আমারদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খৃষ্টের মহিমাম্বিত প্রকাশের প্রতীক্ষা করি। যিনি আমারদের নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন যেন তিনি আমারদিগকে সমুদয় অন্যায় হইতে উদ্ধার করেন এবং সৎকর্মে উদ্যোগী বিশিষ্ট লোক করিয়া শুদ্ধ করেন।

গুরুর উক্তি।

যে পর্য্যন্ত কোন লোক খৃষ্টের আশ্রিত না হইয়া নিজ শক্তিতে সৎক্রিয়া করিতে চেষ্টা করে তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার চেষ্টা বৃথা হয়। পৌল নিজ চিতে ঐ দুর্দশা অনুভব করিয়া এই প্রকারে তাহা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিলেন।

ক্রীপোলের উক্তি।

কেননা আমি জানি যে আমাতে অর্থাৎ আমার মাংসেতে কিছুই সৎ অধিষ্ঠান করে না। যেহেতুক আমার ইচ্ছা আছে কিন্তু সদাচরণ করিবার ধারা প্রাপ্ত হই না। কেননা যে সৎ কর্ম্ম ইচ্ছা করি তাহা করি না কিন্তু যে অসৎ কর্ম্ম ইচ্ছা করি না তাহাই করি। আমি সৎ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলে অসৎ কর্ম্ম উপস্থিত হয় এই বিধি আমাতে দেখিতেছি আমি অন্তঃপুরুষানুযায়ী ঈশ্বরের বিধিতে সন্তুষ্ট হই কিন্তু আমার অন্তঃকরণের বিধানের বিপরীত এবং আমাকে অঙ্গস্থিত পাপের বিধানে বদ্ধ কারি অন্য এক বিধি আমার অঙ্গে দেখিতেছি। আমি কেমন দুর্দশাগ্রস্ত মনুষ্য! কে আমাকে এই মৃত্যু শরীর হইতে নিস্তার করিবে? আমি আমার প্রভু যীশু খৃষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি।

গুরুর উক্তি ।

যে কেহ মুক্তিদাতা খৃষ্টকে বিশ্বাসের দ্বারা অবলম্বন করে সে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার শক্তিতে পাপের বল হইতে মুক্ত হয়। এবং উত্তরোত্তর ধর্মাচরণে ঈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় এই মঙ্গল বার্তা পৌলের দ্বারা এই রূপে প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

কেননা খৃষ্ট যেষুতে জীবনের আত্মার ব্যবস্থা আমাকে পাপ এবং মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে। কেননা ব্যবস্থা মাংসের দ্বারা দুর্বল প্রযুক্ত অশক্ত থাকাতে ঈশ্বর পাপময় মাংসের আকারে এবং পাপের নিমিত্ত নিজ পুত্রকে প্রেরণ করিয়া মাংসেতে পাপকে ছুঁয়া করিলেন। তাহাতে যেন মাংসানুসারে না চলিয়া আত্মানুসারে চলি যে আমরা, আমাদিগেতে ব্যবস্থার যথার্থ্য পূর্ণ হয়।

গুরুর উক্তি ।

মনুষ্যেরা নিজ ইচ্ছাতে প্রবৃত্ত না হইয়া পবিত্র আত্মার দ্বারা নীত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে চেষ্টা করে ঐ সদগুরু এই আদেশ করিলেন।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

ভয় ও কম্পনের সহিত তোমরা আপনাদের পরিত্রাণ সাধন কর কেননা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা এবং কার্য্য করিবার নিয়োগ করেন।

গুরুর উক্তি ।

ঈশ্বরের সদাত্মা দ্বারা যাহারদের চিত্ত শাসিত হয় পৌল তাহারদের মঙ্গল অবস্থা এই রূপে বর্ণনা করিলেন।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

কেননা যে ২ লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নীত, তাহারা সকলে ঈশ্বরের পুত্র এবং যদি তাহারা সন্তান হয় তবে উত্তরাধিকারী অর্থাৎ ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী এবং খৃষ্টের সহাধিকারী। যদি এমন হয় যে আমরা তাঁহার সহিত দুঃখ ভোগ করি তবে আমরা একত্র মহিমা প্রাপ্তও হইব । কেননা আমার গণনায় এই বর্তমান কালের দুঃখ ভোগ আমারদের মধ্যে প্রকাশিতব্য মহিমার তুল্য নহে ।

গুরুর উক্তি ।

ত্রাণ প্রাপ্ত লোকেরদের পরকালে কীদৃশী সিদ্ধি হইবে পৌল তাহার বৃত্তান্ত অন্য স্থলে এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

কেননা আমরা কিয়দংশ জানি এবং কিয়দংশ ভবিষ্যদুক্তি করি কিন্তু সিদ্ধ বিষয় আসিলে অংশ অবসন্ন হয় । আমি যখন বালক ছিলাম তখন বালকের ন্যায় কথা কহিতাম বালকের ন্যায় বুঝিতাম বালকের ন্যায় চিন্তা করিতাম কিন্তু যখন যৌবন প্রাপ্ত হইলাম তখন বাল্য বিষয় নিরাকরণ করিলাম । কেননা এক্ষণে আমরা দর্পণে অস্পষ্ট রূপে দর্শন করি কিন্তু তখন মুখোমুখি দেখিব এক্ষণে কিয়দংশ মাত্র জানি কিন্তু তখন আমি আপনি যেমন বিদিত তদ্রূপ অবগত হইব ।

গুরুর উক্তি ।

শ্রীযেশুর অন্য এক জন সেবক ভক্তগণের ঐহিক পদ এবং পারত্রিক ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য এই ২ বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিয়াছিলেন ।

শ্রীযেযু খৃষ্ট প্রেরিত যোহান্নির উক্তি ।

হে সৌম্য এক্ষণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হইয়াছি এবং আমরা কি হইব তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই । কিন্তু আমরা জানি যে তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন তখন আমরা তাঁহার সদ্ভূত হইব কেননা আমরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিব ।

গুরুর উক্তি ।

ইহকালে এবং পরকালে এতাদৃশ মঙ্গলাবস্থা প্রাপ্ত ভক্ত লোকেরা ঈশ্বরে কেমন শ্রদ্ধা করেন তাহা এই রূপে উক্ত হই-
তেছে ।

পৌলের উক্তি ।

এই সকল বিষয়ে আমরা কি কহিব ? ঈশ্বর যদি আমারদের পক্ষ হয়েন তবে কে আমারদের বিপক্ষ হইবে ? । যিনি আপনার পুত্রকে ক্ষমা না করিয়া আমারদের সকলের নিমিত্ত সমর্পণ করিলেন তিনি এক্ষণে তাঁহার সহিত আমার দিগকে সকল বস্তু প্রসাদ পূর্বক কেমন করিয়া দান না করিবেন । ঈশ্বরের মনোনীতদিগকে কে অপবাদ করিবে ? । ঈশ্বর যথার্থীকৃত করেন, কে দোষী করিবেক । খৃষ্ট মৃত হইয়া-
ছেন বরঞ্চ উত্থিত হইয়াছেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন এবং আমারদিগের নিমিত্ত সাধনা করিতেছেন । খৃষ্টের-
প্রেম হইতে আমারদিগকে কে পৃথক্ করিবে ? কি ক্লেশ কি যন্ত্রণা কি তাড়না কি দুর্ভিক্ষ কি নগ্নতা কি আপদ কি খড়্গ ? । বরং এ সকলে আমরা আমারদের প্রেমকারির দ্বারা জয়ী অপেক্ষাও অধিক হই । কেননা আমরা নিশ্চয় জানি যে কোন বস্তু আমারদের প্রভু খৃষ্ট যেরূপে ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমারদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না ।

গুরুর উক্তি

কতিপয় করিন্ধীয় শিষ্য ভ্রান্ত শিক্ষক দ্বারা ভ্রমিত হইয়া মনে করিয়াছিল যে মৃত লোকদিগের পুনরুত্থান হইবে না। অতএব ঐ শিষ্যগণকে ঐ ভ্রম হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীপৌল এই রূপে ভাবি পুনরুত্থান সিদ্ধ করিলেন।

পৌলের উক্তি।

হে ভাতৃগণ আমি তোমাদিগকে ঐ সুসমাচার প্রচার করিতেছি যাহা আমি পূর্বে তোমাদের নিকট ঘোষণা করিয়াছি যাহা তোমরা গ্রাহ্য করিয়াছ এবং যাহাতে তোমরা দণ্ডায়মান আছ। তাহা এই, খৃষ্ট আমারদের পাপের নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে মৃত হইয়াছিলেন এবং প্রোথিত হইয়াছিলেন আর তৃতীয় দিবসে শাস্ত্রানুসারে উত্থান করিয়াছিলেন এবং কীফার দ্বারা দ্রুষ্ট হইয়াছিলেন পরে দ্বাদশ প্রেরিতের দ্বারা, অনন্তর একেকালে পঞ্চ শতাব্দিক ভাতৃগণের দ্বারা, যাহারদের অধিকাংশ অদ্যাবধি বর্তমান আছে কিন্তু কেহ ২ নিদ্রিত হইয়াছে, তৎপরে তিনি যাকোবের দ্বারা দ্রুষ্ট হইয়াছিলেন পরে সমুদয় প্রেরিতগণ দ্বারা অবশেষে অকাল জাত তুল্য যে আমি আমার দ্বারা দ্রুষ্ট হইয়েন। যদি খৃষ্ট মৃতদিগের হইতে উত্থিত বলিয়া প্রচারিত হইয়েন তবে তোমাদের মধ্যে কতিপয় লোক কেমন করিয়া কহে যে মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। যদি মৃতদের পুনরুত্থান না হয় তবে খৃষ্টও উত্থিত হইয়েন নাই। খৃষ্ট যদি উত্থিত হইয়া না থাকেন তবে আমারদের ঘোষণা বৃথা এবং তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। কিন্তু খৃষ্ট এক্ষণে মৃত্যু লোক হইতে উঠিয়াছেন এবং নিদ্রিতদিগের প্রথম জাত ফল হইয়াছেন।

কেননা যেহেতুক মনুষ্য দ্বারা স্মৃত্য উদ্ভূত হইয়াছে
 মনুষ্য দ্বারা স্মৃতদের পুনরুত্থানও হইয়াছে । কেননা
 যেমন আদমেতে সকলে স্মৃত হয় তদ্রূপ খৃষ্টেতে সকলে
 সজীবীকৃত হইবে । যদি স্মৃত লোকেরা উত্থিত না হয়
 তবে আমারদের ক্লেশ ভোগে কি ফল । তবে আইস
 আমরা ভোজন পান করি কেননা কল্যাণ মরিব । ভ্রান্ত
 হইও না, অসৎ আলাপে সদ্যবহার বিকৃত করে, ধর্ম্মেতে
 প্রবুদ্ধ হও এবং পাপ করিও না, কেহ ২ ঈশ্বর সম্বন্ধে
 অবিদ্যা ধারণ করে, আমি তোমাদের লজ্জার্থ এ কথা
 কহিতেছি । কিন্তু কেহ বলিবে স্মৃত লোকেরা কেমন
 করিয়া উঠিবে? তাহারা কীদৃশ শরীরে আসিবে? । হে
 মূর্খ তুমি যাহা বপন কর তাহা না মরিলে সজীবীকৃত
 হয় না । এবং যাহা বপন কর তাহা তুমি ভবিষ্যৎ
 শরীর বপন কর না কিন্তু কেবল বীজ বপন কর তাহা
 গোম হউক কিম্বা অন্য কোন শস্য হউক । পরমেশ্বর
 স্বেচ্ছানুসারে তাহাতে শরীর প্রদান করেন এবং প্রত্যেক
 বীজকে স্ব ২ শরীর দেন । স্মৃতদের পুনরুত্থানও তদ্রূপ
 হয়, নশ্বরত্বে বপন হয় অনশ্বরত্বে উত্থান হয় । অসম্ভ্রমে
 বপন হয় মহিমায় উত্থান হয়, দুর্বলতায় বপন হয় শক্তিতে
 উত্থান হয়, প্রাণিক দেহ বপন হয় আত্মিক দেহ উত্থান
 হয় । প্রথম মনুষ্য পার্থিব প্রযুক্ত স্মৃতিকাময় দ্বিতীয়
 মনুষ্য স্বর্গীয় প্রভু । ঐ স্মৃতিকাময় যেমন স্মৃতিকাময়-
 গণও তদ্রূপ, ঐ স্বর্গীয় যাঁদৃশ স্বর্গীয়গণও তাঁদৃশ । এবং
 আমরা যেমন স্মৃতিকাময়ের সাঁদৃশ্য ধারণ করিয়াছি তদ্রূপ

স্বর্গীয়ের সাহচর্যও ধারণ করিব। হে ভ্রাতৃগণ আমি ইহা বলি যে মাংস এবং রক্ত ঈশ্বরের রাজ্য অধিকার করিতে পারে না এবং নশ্বরতা অনশ্বরতাও অধিকার করে না। দেখ আমি তোমারদিগকে নিগূঢ় কথা বলিতেছি আমরা সকলে নিদ্রিত হইব না কিন্তু সকলেই রূপান্তর হইব। কেননা এই নশ্বরকে অনশ্বরত্ব পরিধান করিতে হইবে এবং এই মর্ত্যকে অমরত্ব পরিধান করিতে হইবে। যখন এই নশ্বর অনশ্বরত্ব পরিধান করিবে এবং এই মর্ত্য অমরত্ব পরিধান করিবে তখন এই লিখিত বচন সিদ্ধ হইবে মৃত্যু জয়গ্রস্ত হইল। হে মৃত্যু তোমার ছল কোথায় হে পরলোক তোমার জয় কোথায়। মৃত্যুর ছল পাপ এবং পাপের শক্তি ব্যবস্থা। কিন্তু আমারদের প্রভু যীশু খৃষ্ট দ্বারা আমারদিগকে জয় প্রদান করেন যে ঈশ্বর তাহার ধন্যবাদ হউক। অতএব হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ তোমরা স্থির এবং অটল হও ও সর্বদা প্রভুর কার্যে পূর্ণ হও এবং জানিও তোমারদের পরিশ্রম প্রভুতে বৃথা হইবে না।

গুরুর উক্তি।

যাহারা স্বেচ্ছা পূর্বক খৃষ্টের মঙ্গল বার্তা অগ্রাহ্য করে পৌল তাহারদের দুর্গতি এই রূপে উক্ত করিলেন।

শ্রীপৌলের উক্তি।

এবং ক্লেশ প্রাপ্ত যে তোমরা, তোমারদিগকে আমারদের সহিত বিশ্রাম দিবেন যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে তাঁহার পরাক্রমের দূতগণের সহিত প্রকাশিত হইবেন। এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঈশ্বরে অনভিজ্ঞ এবং আমারদের প্রভু

যেযু খৃষ্টের সুসমাচারের অবাধ্য লোকদিগকে প্রতিফল দিবেন ।

গুরুর উক্তি ।

এই সংসারে সম্প্রতি প্রবাস করত খৃষ্টীয় লোকেরদের সর্বদা পরলোকের অপেক্ষা করা উচিত । তন্নিমিত্ত ঐহিক অর্থেতে তাহারদের অত্যন্ত আসক্তি করা কর্তব্য নহে, পৌল আপনার পত্রেতে নিজ অনুচরদিগকে তাহা এই রূপে বুঝাইয়া দিলেন ।

শ্রীপৌলের উক্তি ।

কেননা আমারদের পৌরজনত্ব স্বর্গেতে, যেখানে আমরা ভাগকর্তা যেযু খৃষ্টের প্রতীক্ষা করি ।

অপিচ ।

যদি তোমরা খৃষ্টের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া থাক তবে উদ্ধৃষ্ট বিষয়ের অন্বেষণ কর যেখানে খৃষ্ট ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট আছেন । উদ্ধৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা কর পৃথিবীস্থ বিষয়ের নহে ।

অপিচ ।

এবং এই সংসারের সদৃশ হইও না কিন্তু তোমাদের মনের নুতনীকৃতিতে রূপান্তর হও তাহাতে যেন তোমরা ঈশ্বরের উত্তম এবং গ্রাহ্য ও পূর্ণ ইচ্ছা পরীক্ষা করিতে পার ।

অপিচ ।

যেন সস্ত্রীক লোকেরা স্ত্রীবিহীনের ন্যায় হয় এবং যাহারা রোদন করে তাহারা যেন রোদনে নিবৃত্ত লোকদের ন্যায় হয় এবং যাহারা আশ্লাদ করে তাহারা আ-

হ্লাদে নিরস্ত লোকের ন্যায় হয় । ও যাহারা ক্রয় করে তাহারা যেন অনধিকারির ন্যায় হয় এবং যাহারা এই সংসারে ব্যাপ্ত তাহারা যেন অতি ব্যাপ্ত না হয় কেননা এই জগতের উপস্থিত রূপ গত হইতেছে ।

গুরুর উক্তি ।

ঐ সদগুরু পবিত্র আত্মা দ্বারা নীত হইয়া অত্যন্ত বিষয়াসক্তি নিষেধ করিয়াও সংন্যাস করিতে উপদেশ করেন নাই । তিনি বরং এই আদেশ করিয়াছিলেন যে সকলের স্ব ২ পদবীর উপযুক্ত ধর্ম করা উচিত এবং সামান্য ধর্ম সাধনও কর্তব্য । হে শিষ্য তুমি ধর্ম পুস্তকে এ বিষয়ের বিস্তার দেখিতে পাইবা কিন্তু এস্থলে সংক্ষেপ করিয়া তোমাকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন দিতেছি ।

স্ত্রীপৌলের উক্তি ।

হে নারীগণ তোমরা স্ব ২ স্বামির বশীভূত হও যেমন প্রভুতে হওয়া উপযুক্ত । হে স্বামিরা তোমাদের স্ত্রীগণেতে প্রেম কর এবং তাহারদের প্রতি ত্যক্ত হইও না, হে শিশুগণ তোমরা সর্ব বিষয়ে পিতা মাতার বাধ্য হও কেননা ইহাই প্রভুতে গ্রাহ্য হয় । হে পিতৃগণ তোমাদের শিশুদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না যেন তাহারা নিরুৎসাহ না হয় । হে দাসগণ তোমরা সর্ব বিষয়ে মাংস ভাবে তোমাদের প্রভুদিগের বাধ্য হও, মনুষ্য তোষকের ন্যায় চাক্ষুষ সেবাতে নহে কিন্তু ঈশ্বরকে ভয় করিয়া অন্তঃকরণের সারল্যেতে হও । হে প্রভুরা তোমরা তোমাদের দাসের

প্রতি যাহা যথার্থ এবং ন্যায় সিদ্ধ তাহাই কর, জানিও যে স্বর্গেতে তোমাদেরও এক জন প্রভু আছেন। প্রত্যেক প্রাণী উপরিস্থ পরাক্রমের বশীভূত হউক কেননা ঈশ্বর নিরূপিত ব্যতীত পরাক্রম নাই যে সকল পরাক্রম আছে তাহা ঈশ্বরের নিরূপিত। অতএব যে ব্যক্তি পরাক্রমের বিপক্ষতা করে সে ঈশ্বরের বিধানের বিপক্ষ হয় এবং যাহারা বিপক্ষতা করে তাহারা আপনারা দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। অতএব সকলকে আপন ২ প্রাপ্য দান কর, কর যাহার প্রাপ্য তাহাকে কর দেও, শুল্ক যাহার প্রাপ্য তাহাকে শুল্ক দেও, ভয় যাহার প্রাপ্য তাহাকে ভয় কর, মর্যাদা যাহার প্রাপ্য তাহাকে মর্যাদা দেও। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলে স্ব ২ প্রতিবাসির সহিত সত্য কহ কেননা আমরা পরস্পরের অঙ্গ। ক্রুদ্ধ হও এবং পাপ করিও না তোমাদের ক্রোধ সত্ত্বে যেন সূর্যাস্ত না হয়। যে চুরি করে সে যেন আর চুরি না করে বরং যেন পরিশ্রম-পূর্বক স্বহস্তে সংকল্প করে তাহাতে যাহার অভাব আছে তাহাকে যেন বিতরণ করিতে পারে।

গুরুর উক্তি।

পরমেশ্বর বাহ্য কর্ম মাত্রেতে সন্তুষ্ট হয়েন না কিন্তু চিত্ত বৃত্তিরও শুদ্ধি অপেক্ষা করেন। তন্নিমিত্ত পৌল সকল পত্রেতে পুনঃ ২ চিত্তভাব শুদ্ধি যত্ন পূর্বক উপদেশ করেন।

যথা পৌলের উক্তি।

অতএব পার্থিব ইন্দ্রিয় সকল দমন কর যথা ব্যভিচার অশুদ্ধতা কাম কুঅভিলাষ এবং লোভ যাহা দেব পূজা

স্বরূপ, ঐ সকলের নিমিত্ত ঈশ্বরের ক্রোধ অবাধ্য সন্তান-
দিগের উপর আইসে।

পুনশ্চ।

তোমরা কি জান না যে তোমাদের শরীর খৃষ্টের অঙ্গ
তবে আমি কি খৃষ্টের অঙ্গ লইয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব?
এমত না হউক।

পুনশ্চ।

সকল তিক্ততা এবং ক্রোধ ও কোপ এবং চীৎকার ও
নিন্দাবাদ সকল দুষ্কৃত্যের সহিত তোমাদের নিকট হইতে
দূর হউক এবং তোমরা পরস্পর অনুগ্রাহক স্নেহান্বিত
এবং ক্ষান্তিশীল হও যেমন ঈশ্বর খৃষ্টে তোমাদেরদিকে
ক্ষমা করিয়াছেন।

পুনশ্চ।

বিবাদ অথবা বৃথা গৌরবে কিছুই না হউক কিন্তু
প্রত্যেকে নম্র চিত্তে পরকে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করুক।
সকলে আপন ২ বিষয় অবলোকন না করিয়া পরের
বিষয়ও অবলোকন করুক।

পুনশ্চ।

প্রেম কাপট্য রহিত হউক মন্দেতে বিরক্ত এবং ভালতে
আসক্ত হও। ভাতৃ প্রেমেতে পরস্পরকে স্নেহ কর,
মর্যাদাতে পরস্পরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর, কৰ্ম তৎপরতায়
অলস হইও না, কিন্তু আত্মাতে ব্যগ্র হইয়া প্রভুর সেবা
কর। প্রত্যাশাতে আনন্দিত দুঃখেতে সহিষ্ণু প্রার্থ-
নাতে অবিশ্রান্ত স্থায়ী হও। পবিত্রদিগের অনাটন
দূর করণার্থ বিতরণ কর, আতিথ্য কর। তোমার-

দের তাড়নাকারিদিগকে আশীর্বাদ কর এবং শাপ দিও না।
 আনন্দকারিদিগের সহিত আনন্দ এবং ক্রন্দনকারিদিগের
 সহিত ক্রন্দন কর। পরস্পর এক চিহ্ন হও, উচ্চ
 বিষয় সকল মনে করিও না কিন্তু নীচদিগের প্রতি অবনত
 হও, আপনাদের মনে জ্ঞানী হইও না, কাহার প্রতি
 মন্দের পরিশোধে মন্দাচরণ করিও না। সকল মনু-
 ষ্যের সমক্ষে যাহা ভদ্র তাহাই অগ্রে নিরূপণ কর।
 যদি সাধ্য হয় তবে সকল মনুষ্যের সহিত যৎপরোনাস্তি
 সদ্ভাব কর হে ভ্রাতৃগণ পরস্পর পরিশোধ লইও না কিন্তু
 ক্রোধকে স্থান দেও কেননা লিখিত আছে প্রভু কহেন
 পরিশোধ আমার আমিই প্রতিফল দিব। অতএব
 যদি তোমার শত্রু ক্ষুধিত হয় তবে তাহাকে ভোজন করাও
 যদি পিপাসিত হয় তবে পান করাও কেননা এমত করিলে
 তাহার মস্তকের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার রাশীকৃত করিবা
 মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না কিন্তু সদ্বস্তুর দ্বারা মন্দকে
 পরাজয় কর।

গুরুর উক্তি।

পরোদ্দেশি ধর্মের মহামূল্যাক সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম যে
 প্রেম তাহা এই রূপে পৌলের দ্বারা প্রসংসিত হইয়া-
 ছিল।

শ্রীপৌলের উক্তি।

এবং যদি আমার ভক্তিব্যক্ততা থাকে এবং আমি সকল
 নিগূঢ় বিষয় এবং সকল জ্ঞান জানি এবং যদি আমার
 সকল বিশ্বাস থাকে কিন্তু প্রেম না থাকে তবে আমি
 কিছুই নহি। এবং যদি আমার সর্বস্ব পরকে ভোজন

করাইতে বিতরণ করি এবং আমার শরীর দক্ষ হইতে সমর্পণ করি, কিন্তু যদি আমার প্রেম না থাকে তবে আমার কোন ফল নাই। প্রেম দীর্ঘ সহিষ্ণু এবং অনুগ্রহান্বিত, প্রেম ঈর্ষ্যান্বিত হয় না, প্রেম অভিমান করে না ক্ষীত হয় না অভদ্রাচরণ করে না নিজ বিষয় অন্বেষণ করে না শীঘ্র বিরক্ত হয় না মন্দ চিন্তা করে না। অন্যায়তে আনন্দ করে না কিন্তু সত্যতে আনন্দ করে সকল সহ্য করে সকল বিশ্বাস করে সকল প্রত্যাশা করে সকল তিতিক্ষা করে।

গুরুর উক্তি।

মনুষ্য লোকের উচিত নহে যে কেবল আপনার মঙ্গল চিন্তা করে কিন্তু পরেরও হিত চেষ্টা করা কর্তব্য। অতএব যদিও আগিষ ভক্ষণে কোন দোষ না থাকে তথাপি যদি কোন ভাতা তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, এ বিষয় চিন্তা করা উচিত তন্নিমিত্ত সমগ্র শিষ্যের শুভানুধ্যায়ী পৌল কতিপয় মাংস ভক্ষক খৃষ্টীয় লোককে এই উপদেশ করিয়াছিলেন।

পৌলের উক্তি।

বিশ্বাসে দুর্বল ব্যক্তিকে তোমরা গ্রহণ কর কিন্তু সন্দিগ্ধ বিবাদার্থ নহে। কেননা এক জন বিশ্বাস করে যে সকলই খাওয়া যায় কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি শাক আহার করে। যে ভক্ষণ করে সে ভক্ষককে যেন অবহেলা না করে এবং যে অভক্ষক সে যেন ভক্ষককে বিচার না করে কেননা ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেন পরস্পরের বিচার না করি বরঞ্চ এই বিচার কর যেন কোন

ভ্রাতার পথে পতিত হইবার দ্রব্য কিম্বা বাধা স্থাপন না কর। আমি জানি এবং প্রভু যেশুর দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি কোন বস্তু স্বতঃ সামান্য (অর্থাৎ অশুদ্ধ) নহে কিন্তু যে মনে করে সামান্য (অর্থাৎ অশুদ্ধ) তাহার পক্ষেই সামান্য! যদি তোমার ভ্রাতা তোমার ভোজনে ক্ষুব্ধ হয় তবে তুমি প্রেম পূর্বক চলিতেছ না। যাহার জন্য খৃষ্ট মরিয়াছেন তাহাকে তোমার ভোজন দ্বারা নষ্ট করিও না। মাংস ভক্ষণ এবং মদ্য পান না করা উত্তম এবং যাহাতে তোমার ভ্রাতা পতিত কিম্বা বিরক্ত কিম্বা ক্ষীণ হয় তাহাও না করা উচিত। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নহে কিন্তু ধার্মিকতা ও শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

গুরুর উক্তি।

ভ্রাতা প্রাপ্তির মহা উপায় এবং ধর্ম সিদ্ধির সাধন যে প্রার্থনা পৌল সতত আপন পত্রেতে তাহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীপৌলের উক্তি।

সর্বদা আনন্দ কর, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, সকল বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

পুনশ্চ।

কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইও না কিন্তু সকল বিষয়ে প্রার্থনা এবং নিবেদন দ্বারা কৃতজ্ঞতার সহিত পরমেশ্বরের নিকট তোমারদের যাজ্ঞা জ্ঞাপন কর। এবং সকল বুদ্ধির অতিরিক্ত ঈশ্বরের শান্তি তোমারদের হৃদয় এবং তোমারদের মন খৃষ্ট যেশুতে রক্ষা করিবে।

ইতি শ্রীপৌলচরিত্রে পৌলপ্রতিপাদিত খৃষ্টীয় মতের সংক্ষেপ নামে নবমাধ্যায় সমাপ্ত । ৯ ।

অথ দশম অধ্যায় । ১০ ।

শিষ্যের উক্তি ।

হে গুরো আমি তোমার প্রসাদে শ্রীপৌলের সমুদয় কথা এবং তদুক্ত উপদেশের সংক্ষেপ শ্রবণ করিলাম । ১ । তাঁহার হৃদয়ে যেমন যেসুর প্রেমানল জ্বলিত হইয়াছিল এবং প্রভুর নিমিত্ত তিনি যাদৃশ ধৈর্য্য পূর্বক দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন । আর দুষ্ক লোক দ্বারা বাধিত হইলেও তিনি যত্নেতে মনুষ্যগণকে জগৎ মোচন কর্তার পাশ্বে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । তথা—ঐ সাধু গুরু ভ্রান্ত শিষ্যগণকে যাদৃশ ক্ষান্তি পূর্বক নিত্য উপদেশ দ্বারা সৎপথে পুনরানয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ঐ মহাত্মার এতাদৃশ ভক্তি অবগত হইয়া আমি প্রসন্ন চিত্তে তাঁহার অতিশয় সমাদর করিতেছি ।

গুরুর উক্তি ।

হে শিষ্য তুমি মহাত্মা পৌলের যে এই রূপ প্রশংসা করিতেছ তাহা সঙ্গত বটে আমিও তাহাতে প্রসন্ন আছি । কিন্তু কেবল তাঁহার প্রশংসা করা উপযুক্ত হয় না হে শিষ্য তাঁহার অটল বিশ্বাসের অনুরূপ হওয়া তোমারও উচিত হয় । তিনি যেমন প্রভুর দ্বারা আহুত হইয়া আনন্দ পূর্বক তাহার ধর্ম গ্রহণ করিলেন তুমিও তদ্রূপ ভ্রাণকর্তার আহ্বান শুনিয়া তাঁহার প্রতি আপনাকে সমর্পণ কর । তিনি যেমন সাংসারিক হানিকে খৃষ্টের নিমিত্ত লাভ

জ্ঞান করিলেন তুমিও তদ্রূপ খৃষ্ট লাভার্থ অন্য সকল বিষয়
 ত্যাগ কর । তিনি যেমন শত্রুকে ভয় না করিয়া প্রভুর
 মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন তুমিও তদ্রূপ নির্ভয় হইয়া
 খৃষ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর । তিনি যেমন প্রভুর নিমিত্ত
 দুষ্ক লোক দ্বারা বাধিত হইয়াও দুঃখ সহ্য করিলেন তুমিও
 তদ্রূপ বিপক্ষ দ্বারা পীড়িত হইলেও অটল হইয়া থাক ।
 তাঁহার চিত্তে যেমন শুদ্ধ খৃষ্ট প্রেমায়ি জ্বলিত হইয়া-
 ছিল তদ্রূপ তোমারও চিত্তে সেই অগ্নি দীপ্ত হউক ।
 তিনি যেমন খৃষ্ট সেবা পরায়ণ হইয়া স্বার্থ ত্যাগ করিয়া-
 ছিলেন তুমিও তদ্রূপ প্রভুর সেবার্থ সকল স্বার্থ ত্যাগ কর ।
 তিনি যেমন আপনাকে অসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মেতে সিদ্ধি
 প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তুমিও তদ্রূপ ঈশ্বরকে
 প্রার্থনা করিয়া সর্বদা সিদ্ধির চেষ্টা কর । তিনি যেমন
 পার্থিব সুখেতে অসন্তুষ্ট হইয়া পরম গতি ইচ্ছা করিয়া-
 ছিলেন তুমিও তদ্রূপ পারলৌকিক উত্তম কল্যাণ বাঞ্ছা
 কর । পৌল যেমন যেশুকে নিদর্শন জ্ঞান করিয়া সর্বদা
 তাঁহার অনুচর হইয়াছিলেন তুমিও পৌলকে নিদর্শন করিয়া
 তদ্রূপ তাঁহার অনুচর হও । মর্ত্য লোকের কেবল এক ভাণ
 কর্ত্তা যে মহা প্রভু খ্রীষেযু, হে শিষ্য আমি তোমাকে
 তাঁহার মহাত্ম্য সম্যক্ প্রকারে শিখাইয়াছি । পৃথিবীতে
 অবতীর্ণ ঐ ঐশ্বরিক মহাজ্যোতি দর্শন করিয়া তুমি তাহাতে
 বিমুখ হইও না । যাহারা পরমেশ্বরের মহা অনুগ্রহ
 অগ্রাহ্য করে সেই কৃতঘ্ন লোকদের উপর ঈশ্বরের কোপ
 পতিত হইবে ।

ইতি শ্রীপৌলচরিত্রে শেষোপদেশ নামে দশম অধ্যায়

সমাপ্ত । ১০ ।

শ্রীযেযু খৃষ্ট প্রেরিত পৌল চরিত্র সমাপ্ত ।



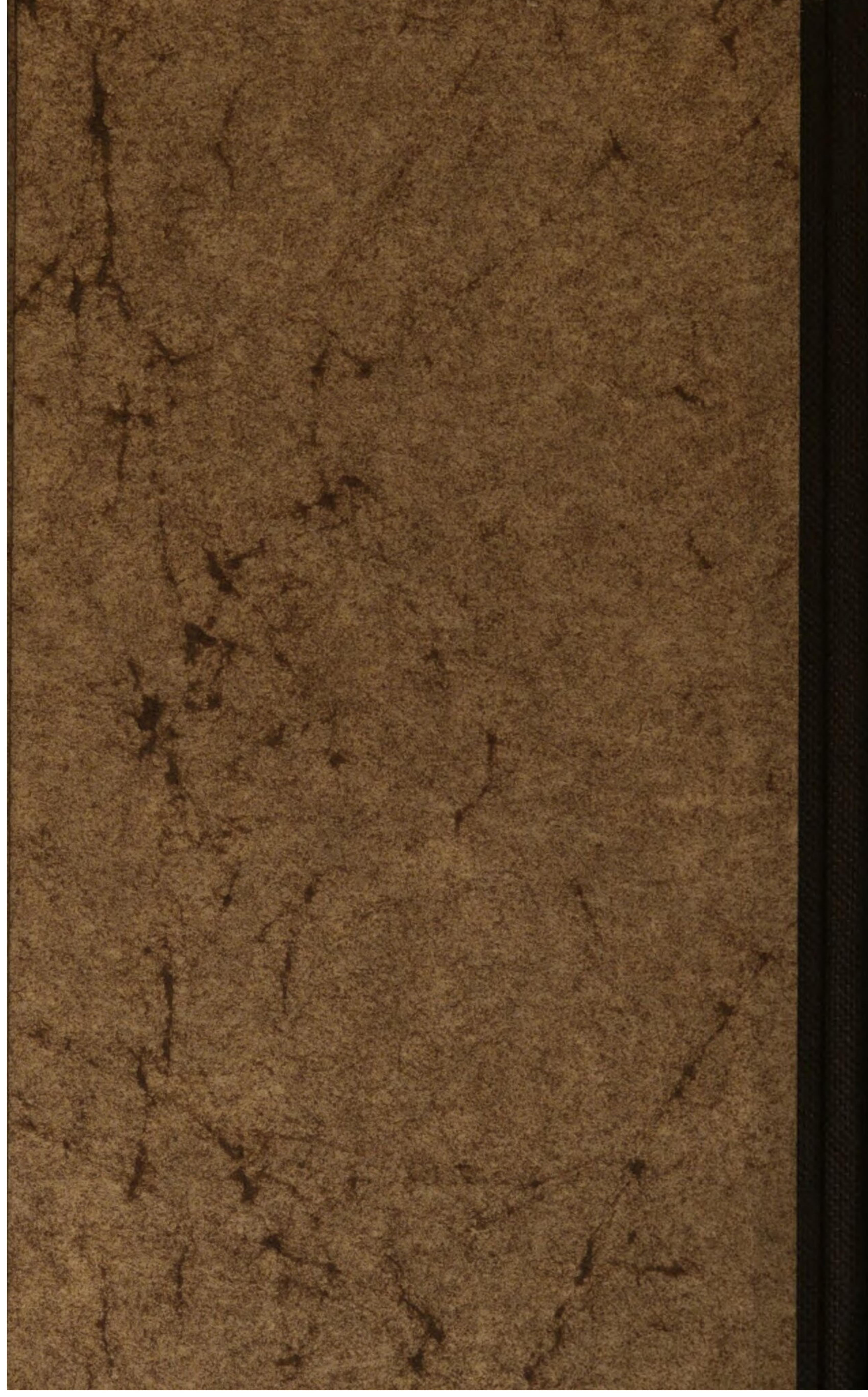
শুদ্ধি পত্র ।

পৃষ্ঠে	পংক্তৌ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৯	১১	যেযু	যেযু
৯৩	২২	ভক্তিষ্য	ভবিষ্য

CALCUTTA:

Encyclopædia Press, No. 148 Cornwallis Street.

SEB. SIMMEI
Buchbindermeister
MÜNCHEN



Muir, John

Paulacaritram Śrīpaula caritraꣳ

(Calcutta) [1850]

A.or. 2509

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10250270-0